জাতিসংঘের কালো তালিকায় ইসরায়েলি সেনাবাহিনী

সারে-জমিন

ইমামের ছেলে এবার হতে চলেছেন চিকিৎসক

রূপসী বাংলা

গাজা প্রশ্নে আমেরিকার নীতি দুমুখো

সম্পাদকীয়

পরম সংকটে পরমাত্মা

রবি-আসর

আপনজন

APONZONE
Bengali Daily

ইনসাফের পক্ষে নির্ভীক কণ্ঠস্বর

রবিবার
৯ জুন, ২০২৪
২৬ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩১
২ জিলহজ, ১৪৪৫ হিজরি
সম্পাদক
জাইদুল হক

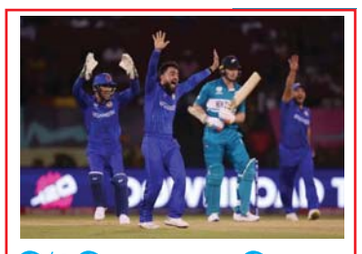

নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে জয় আফগানিস্তানের ‘অন্যতম সেরা’: রশিদ

খেলতে খেলতে

Vol.: 19 ■ Issue: 156 ■ Daily APONZONE ■ 9 June 2024 ■ Sunday ■ Kolkata ■ RNI: WBBEN/2004/14450 ■ Price: Rs. 5.00 ■ Pages: 8 ■ www.aponzonepatrika.com/epaper.php

প্রথম নজর

আজ কেন্দ্রে মোদির শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠান

আপনজন ডেস্ক: প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির শপথ গ্রহণের অনুষ্ঠান আজ রবিবার। তার জন্য রাষ্ট্রপতি ভবনে মঞ্চ তৈরি করা হয়েছে। সদস্যদের অন্তর্ভুক্ত করা হবে। রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু রাষ্ট্রপতি ভবনের প্রাঙ্গণে সকাল ৭.১৫ মিনিটে নরেন্দ্র মোদিকে শপথবাক্য পাঠ করাবেন। টানা তৃতীয়বারের মতো প্রধানমন্ত্রীর শপথ নিয়ে দেশের প্রথম প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহেরুর রেকর্ডের পুনরাবৃত্তি ঘটাতে চলেছেন মোদি। প্রতিবেশী অনেক দেশের সরকার ও রাষ্ট্র প্রধান এবং দেশের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে আমন্ত্রিত বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গসহ মোট ৮,০০০ লোকের অংশ গ্রহণের কথা রয়েছে। শ্রীলঙ্কার রাষ্ট্রপতি রনিল বিক্রমাসিংহে, মালদ্বীপের রাষ্ট্রপতি ড. মুহাম্মদ মুইজ্জু, বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা, মরিশাসের প্রধানমন্ত্রী প্রবিন্দ কুমার জগন্নাথ, নেপালের প্রধানমন্ত্রী কমল দাহাল প্রমুখ আমন্ত্রিত অতিথি।

নতুন সরকারের শপথগ্রহণ অনুষ্ঠানে যোগ দেবে না তৃণমূল

এনডিএ সরকার বেশিদিন টিকবে না, ক্ষমতায় আসবে ‘ইন্ডিয়া’: মমতা

এম মেহেদী সানি ● কলকাতা

আপনজন: অদূর ভবিষ্যতে কেন্দ্রে ইন্ডিয়া জোট প্রশাসনের দেখা যাবে বলে দাবি করে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় শনিবার বলেছেন, বিরোধী জোট আজ সরকার গঠনের দাবি নাও করতে পারে, তবে এর অর্থ এই নয় যে আগামীকাল তারা তা করবে না।

তৃণমূল সাংসদ এবং প্রবীণ নেতাদের বৈঠকের পরে সাংবাদিকদের সাথে কথা বলার সময় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, যে তাঁর দল “অপেক্ষা করবে ও নজর রাখবে” পন্থা অবলম্বন করবে। তবে, “দুর্বল ও অস্থিতিশীল” বিজেপি নেতৃত্বাধীন এনডিএ সরকারকে ক্ষমতা থেকে সরানো হলে তিনি খুশি হবেন।

তিনি বলেন, এটা কেউ ভাববেন না যে আজ ইন্ডিয়া জোট সরকার গঠনের দাবি জানায়নি মানে কালও করবে না। আমি অপেক্ষা করছি এবং পুরো বিষয়টির উপরে নজর রেখেছি। দেশে পরিবর্তনের প্রয়োজন আছে।

তিনি বলেন, নয়া সরকার অবশ্য আদতে ইন্ডিয়া জোটের হবে। কিন্তু যে কয়েকদিন থাকে । একটু সামলাতে দিন। একটু দেখতে দিন নিজেদের। সেই সঙ্গে তিনি বলেন, দেখা যাক, ততদিন ওরা কী ভাবে (বিজেপি) সরকার চালায়।

লোকসভা নির্বাচনের ফল ঘোষণার একদিন পর ইন্ডিয়া জোট নয়াদিল্লিতে একটি বৈঠক করে এবং তারা জানায়, বিজেপি সরকার দ্বারা শাসিত সরকারকে জনগণ মেনে না নিলে “উপযুক্ত সময়ে যথাযথ পদক্ষেপ” নেওয়া হবে।

তৃণমূল কংগ্রেস জানুয়ারিতে পশ্চিমবঙ্গে ইন্ডিয়া থেকে বেরিয়ে এসেছিল, তবে তারা জানিয়েছিল যে তিনি জাতীয় স্তরে বিরোধী ব্লকের অংশ হিসাবে থাকবে। তবে ৫ জুনের বৈঠকে হাজির ছিল তৃণমূল।

সূত্রের খবর, এদিন সাংসদদের সঙ্গে রুদ্ধদ্বার বৈঠকে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় দলের নেতা-সাংসদদের বলেন, এনডিএ সরকার তার মেয়াদ পূর্ণ করতে পারবে না। বৈঠকে উপস্থিত তৃণমূলের এক শীর্ষ নেতার কথায়, বৈঠকে মমতা দিদি আমাদের বলেছেন যে তিনি আত্মবিশ্বাসী যে বিজেপি সংখ্যাগরিষ্ঠতা না পাওয়ায় এনডিএ সরকার বেশিদিন টিকবে না। বৈঠকের পর সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলার সময় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আত্মবিশ্বাস প্রকাশ করে বলেন, কেন্দ্রে অস্থির ও দুর্বল বিজেপি সরকার বেশিদিন স্থায়ী হবে না। এনডিএ সরকার হবে অস্থিতিশীল। বিজেপি সংখ্যাগরিষ্ঠতা পায়নি। তারা শরিক দলের ওপর নির্ভরশীল। দেখা যাক, তারা তাদের শরিক দলের সঙ্গে কতদিন মিলেমিশে থাকতে পারে।

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, যেহেতু জনাদেশটি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর বিরুদ্ধে, তাঁর এবার পদত্যাগ করা উচিত ছিল এবং অন্য কাউকে দায়িত্ব নেওয়ার অনুমতি দেওয়া উচিত ছিল।

তিনি বলেন, দেশের পরিবর্তন দরকার; দেশ পরিবর্তন চায়। এই ম্যান্ডেট ছিল পরিবর্তনের জন্য। আমরা অপেক্ষা করছি এবং পরিস্থিতির ওপর নজর রাখছি।

তৃণমূল সুপ্রিমো বলেন, বিজেপি নিজেরা বিল পাশ করাতে পারবে না। আগের মেয়াদে বিজেপি কোনও যথাযথ আলোচনা ছাড়াই নিজেরাই বিল পাশ করত। কিন্তু এবার তারা তা করতে পারবে না। তারা সংবিধান পরিবর্তন করতে পারবে না। এনডিএ শরিক জেডিইউ এবং টিডিপি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে মমতা বলেন, তারাও আমাদের বন্ধু। কে বলেছে ওরা আমাদের সঙ্গে নেই? নতুন সরকারের শপথগ্রহণ অনুষ্ঠানে তৃণমূল যোগ দেবে না বলেও ঘোষণা করেন তিনি।

তিনি বলেন, আমরা কোনো আমন্ত্রণ পাইনি, যোগ দিচ্ছিও না। কাল আমি দেশবাসীকে বার্তা দেব বিজেপিকে ভোট না দেওয়ার জন্য।

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, লোকসভা ও রাজ্যসভার সাংসদরা নাগরিকত্ব সংশোধনী আইন (সিএএ) প্রত্যাহারের দাবি জানাবেন।

▶ *এরপর আটের পাতায়*

বিরোধী দলনেতা হবেন রাহুল: কং

আপনজন ডেস্ক: লোকসভা নির্বাচনের ফল ঘোষণার পর প্রথম বৈঠকে শনিবার কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি (সিডব্লিউসি) সর্বসম্মতিক্রমে রাহুল গান্ধিকে অষ্টাদশ লোকসভার বিরোধী দলনেতা হিসাবে দায়িত্ব নেওয়ার অনুরোধ জানিয়ে একটি প্রস্তাব পাস করেছে। কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক (সংগঠন) কে সি বেণুগোপাল এ ব্যাপারে সাংবাদিকদের বলেন, লোকসভায় রাহুল গান্ধিকে বিরোধী নেতা করার প্রস্তাব সর্বসম্মতভাবে পাস হয়েছে। রাহুল দলের সর্বোচ্চ সিদ্ধান্ত গ্রহণকারী সংস্থার মনোভাব শুনেছেন এবং আগামী দুই থেকে চার দিনের মধ্যে এই ভূমিকা গ্রহণ করবেন কিনা সে বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেবেন। তিনি আরও বলেন, এ নিয়ে কংগ্রেসের নেতৃত্বাধীন বিরোধীদের ‘ইন্ডিয়া’ জোটের অন্য শরিকদের সঙ্গে আলোচনা হবে।

রাহুল সম্মতি দিলে এক দশক পর ভারত লোকসভায় বিরোধীদলীয় নেতা পাওয়ার জোর সম্ভাবনা। রাহুলকে বিরোধীদলীয় নেতা হিসেবে মনোনয়ন দেওয়ার বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিতে আজ বৈঠকে বসেছিলেন কংগ্রেসের শীর্ষ নেতারা। বৈঠক শেষে বেণুগোপাল বলেন, প্রচারের সময় আমরা সামাজিক ও রাজনৈতিক ন্যায়বিচারের বিষয়গুলি অত্যন্ত জোরের সাথে উত্থাপন করেছি। সংসদের অভ্যন্তরেও তা আরও বৃহত্তর পরিসরে চালিয়ে যেতে হবে। রাহুল গান্ধী উত্তম, শক্তিশালী ও সতর্ক বিরোধী দলের জন্য সবচেয়ে ভালো ব্যক্তি বলে উল্লেখ করেন।

দিল্লির দ্য অশোক হোটেলে রাত সাড়ে ১১টা নাগাদ শুরু হওয়া এই ওয়ার্কিং কমিটির বৈঠক হয়। কংগ্রেস সংসদীয় দল সন্ধ্যায় তাদের পরিষদীয় দলের চেয়ারপার্সন বেছে নিতে বৈঠকে বসবে, বর্তমানে সোনিয়া গান্ধীর হাতে থাকা এই পদটি।

সপ্তদশ লোকসভায় কংগ্রেসের প্রয়োজনীয় ১০ শতাংশ সাংসদ না থাকায় ২০১৪ এবং ২০১৯ সালে যথাক্রমে ৪৪ এবং ৫২টি আসন জিতে কংগ্রেস এলওপি পদের দাবি করার যোগ্য ছিল না।

এবার কংগ্রেসের ৯৯ জন প্রার্থী বিজয়ী হয়েছেন। বৃহস্পতিবার মহারাষ্ট্রের সাঙ্গলির নির্দল সাংসদ বিশাল পাতিল কংগ্রেসকে নিঃশর্ত সমর্থন জানান। কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির বৈঠকের পর সাংবাদিক সম্মেলনে বলা হয় লোকসভার ফলাফল দলকে পুনরুজ্জীবিত করার পথে নিয়ে গেছে।

হজ্ব ওমরাহ যিয়ারত

উমর ফারুক ট্রাভেলস্

নলপুর, সাঁকরাইল, হাওড়া

সকলকে জানাই আসসালামু আলাইকুম

সমস্ত প্রশংসা সমস্ত তারিফ সেই মহান আল্লাহপাক এর জন্য যিনি আমাদের সমস্ত এবাদতের মধ্যে এক বিশেষ এবাদত হজ্ব ও ওমরাহ করার জন্য সহজ সরল রাস্তা দেখিয়ে দিয়েছেন, যেই কাজে আমরা সৎ ও নিষ্ঠার সাথে আপনাদের খেদমতে বহু বছর ধরে নিয়ে জিত আছি ও দোওয়া করেন আগামীতে আরো ভালো ভাবে সেবা করতে পারি ইনশাআল্লাহ।

আমাদের পরিষেবা

১৭ দিনের জন্য সাধারণ প্যাকেজ — প্যাকেজ — ১৭ দিনের জন্য স্পেশাল প্যাকেজ

■ মক্কা ও মদিনাতে কাছাকাছি থাকার ব্যবস্থা ■ বুফেতে ৩ টাইম খানা (ঘরোয়া রুচিসম্মত খানা) ■ মক্কা ও মদিনাতে সমস্ত যিয়ারত ও ঐতিহাসিক স্থানগুলি অভিজ্ঞ গাইড দ্বারা ভ্রমণের ব্যবস্থা আছে ■ ফ্লাইট যেকোনও এয়ারলাইন্স-এ হতে পারে

■ মক্কাতে হোটেল এর দুরত্ব প্রায় ৩৫০ মিটার থেকে ৪০০ মিটার ■ মদিনাতে হোটেল এর দুরত্ব প্রায় ১০০ মিটার থেকে ১৫০ মিটার ■ বুফেতে ৩ টাইম খানা (ঘরোয়া রুচিসম্মত খানা) ■ মক্কা ও মদিনাতে সমস্ত যিয়ারত ও ঐতিহাসিক স্থানগুলি অভিজ্ঞ গাইড দ্বারা ভ্রমণের ব্যবস্থা আছে ■ তায়েফ যিয়ারত ■ বদর যিয়ারত ■ ওয়দিয়া জিন পাহাড় ■ বয়স্ক মানুষদের জন্য হুইলচেয়ারের সু-ব্যবস্থা আছে ■ জমজম ৫ লিটার ■ জেদ্দা ও আরব সাগর ভ্রমণ

রমজানের স্পেশাল অফার
সীমিত সময়ের জন্য বুকিং করুন

হাদিয়া — ল্যাগেজ ব্যাগ, সাইড ব্যাগ, জুতার ব্যাগ, গাইড বই, সাতদানা তসবি, ট্রলি ব্যাগ

যোগাযোগ

কাজী ওয়াসিম আকবার 8240569012
আব্দুল ফারাদ 7003187312
সেখ সাইন রহমান 7980004507

কলকাতা শাখা অফিস: ৪৯, কুষ্টিয়া মসজিদ বাড়ি লেন, কলকাতা - ৭০০০৩৯

ASHSHEEFA HOSPITAL

আশ শিফা হসপিটাল

অ্যান্ড কার্ডিয়াক সেন্টার

সহরারহাট ● ফলতা ● দক্ষিণ ২৪ পরগনা

স্বল্পমূল্যে সেরা চিকিৎসার সুযোগ

■ রাজ্যের মধ্যে সবচেয়ে কম খরচে ICCU পরিসেবা
■ হার্ট ও ব্রেন ছাড়াও সমস্ত রোগের সুচিকিৎসা
■ মাত্র ৩৫০০ টাকায় সম্পূর্ণ শরীর চেকআপ প্যাকেজ
■ সমস্ত ধরনের ল্যাব টেস্ট একই ছাদের তলায়
■ ২৪ ঘন্টা MD ডাক্তারের উপস্থিতি
■ ২৪ ঘন্টা ইউএসজি, ইকোকার্ডিওগ্রাফি, ডায়ালিসিস, ডিজিটাল এক্স-রে ও সিটি স্ক্যান করার সুবিধা

দক্ষিণ ২৪ পরগনার মধ্যে প্রথম
হার্টের অপারেশনের সুবিধাযুক্ত হাসপাতাল

অ্যাঞ্জিওগ্রাফি
অ্যাঞ্জিওপ্লাস্টি
বেলুন সার্জারি
পেশমেকার

ডিরেক্টর ডা. মো. ফারুকউদ্দিন পুরকাইত MBBS, MD, Dip Card

9123721642 / 6289261903

প্রথম নজর

মেমারিতে বাইক ছিনতাই, গ্রেফতার ৪

আনোয়ার আলি ● মেমারি

আপনজন: গভীরাতে বাইক ছিনতাই পূর্ব বর্ধমান জেলার মেমারির চেকপোষ্ট থেকে।
পুলিশসূত্রে জানা যায় গত ৭ জুন শুক্রবার রাত ১ টা নাগাদ সুদীপ্ত দাস ও রাহুল গোস্বামী নামে দুই যুবক মেমারি চেকপোষ্ট সংলগ্ন এলাকায় একটি পানের গুমটির ধারে গল্প করছিল। সেই সময় চারজন দুষ্কৃতি তাদের কাছে থেকে বাইক ছিনতাই করে নিয়ে চম্পট দেয়। ঘটানার সময় তাদরে মধ্যে বচসা ও ধস্তাধস্তি হয়ে বলে জানা যায়।
শুক্রবার বেলায় মেমারি ১৪ নং ওয়ার্ডের দিঘীরপাড় নিবাসী সুদীপ্ত দাস ও হাসপাতাল মোড় নিবাসী রাহুল গোস্বামী মেমারি থানায় লিখিত অভিযোগ করলে পুলিশ তদন্তে নেমে উক্ত ঘটনায় জড়িত চার জনকে গ্রেপ্তার করে। ধৃত মেমারি তক্তিপুর নিবাসী সেখ ইমরান, সেখ বোরহান, সেখ আব্দুল রবিউল ও কালনার নতুন গ্রামের সাহেব মল্লিককে শনিবার সুনির্দিষ্ট ধারায় মামলা রুজু করে বর্ধমান আদালতে পেশ করে মেমারি থানার পুলিশ। বর্ধমান আদালতের বিচারক ধৃতদের আগামী ১০ জুন পর্যন্ত জেল হেফাজতের নির্দেশ দেয়।
বাইক ছিনতাইয়ের এই ঘটনায় মেমারি এলাকায় বাসিন্দাদের মধ্যে আতঙ্কের পরিবেশ তৈরি হয়েছে। স্থানীয়দের কাছ থেকে জানা যায় যে ভাবে বাইক ছিনতাই ঘটনাকে কেন্দ্র করে বচসা তৈরি হয় তাতে স্থানীয়রা নিরাপত্তার অভাববোধ করছেন।

হাজী নুরুলের জয়ে বাড়ি বাড়ি মিষ্টি বিলি

আপনজন: বড় ব্যবধানে জয়ী হয়েছেন বসিরহাট লোকসভার তৃণমূল প্রার্থী হাজী নুরুল ইসলাম। এই নিয়ে শাসনের খড়িবাড়ির কীর্তিপুর এক নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের ৭৭ নম্বর বুথে বড় ব্যবধানে জয়ের পর প্রায় তিন হাজার পরিবারকে মিষ্টি বিতরণ করা হয়। উপস্থিত ছিলেন স্থানীয় পঞ্চায়েত সদস্য রাজিবুল ইসলাম সহ অন্যান্যরা।
ছবি ও তথ্য- রফিকুল হাসান।

ওবিসি বাতিলের রায় সামাজিক ন্যায়ের পরিপন্থী: ওবিসি মঞ্চ

নিজস্ব প্রতিবেদক ● কলকাতা

আপনজন: সম্প্রতি কলকাতা উচ্চ আদালত এ রাজ্যের ২০১০ সালের পর থেকে ওবিসি রাজ্য তালিকায় স্থান পাওয়া গোষ্ঠী সমূহের সমস্ত সার্টিফিকেট বাতিল করেছে।
বাতিল হওয়া সার্টিফিকেটের সংখ্যা পাঁচ লক্ষাধিক। রাজ্য সরকার এই রায়ের বিরুদ্ধে শীর্ষ আদালতে আপিল করবে বলে জানিয়েছে।
এই বিষয়ে আজ কলকাতায় পশ্চিমবঙ্গ ওবিসি মঞ্চ এক সভা শেষে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে তারা শীর্ষ আদালতে রাজ্য সরকারের পার্টি হবে। ইতিমধ্যেই এই বিষয়ে প্রস্তুতি শুরু করেছে। সভায় রায় নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়।
আলোচনা শেষে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় আদালত রায় দানের সময় বেশ কিছু বিষয় এড়িয়ে গেছেন। যেমন রাজ্য সরকারের ২০১২ সালের আইন, ১৯৯২ সালের ইন্দ্র সাহানী মামলায় শীর্ষ আদালতের রায়, সংবিধানের ১৪(৪) এবং ১৫(৪) ধারা। সংবিধানের প্রস্তাবনায় যে সামাজিক ন্যায় এর কথা বলা হয়েছে তার বাস্তবায়নের অন্যতম বিধান সংরক্ষণ। এ ক্ষেত্রে সামান্য পদ্ধতিগত ত্রুটির কারণে সামাজিক ন্যায় থেকে বঞ্চিত করা হয়েছে। সভা থেকে দাবি করা হয়েছে বাতিল হওয়া সার্টিফিকেট ফিরিয়ে দিতে হবে। রাজ্যে ওবিসি সংরক্ষণ বৃদ্ধি করতে হবে। সমস্ত ক্ষেত্রে ওবিসি সংরক্ষণ নিয়ম মেনে নিয়োগ করতে হবে। কোন অজুহাতে ওবিসি সংরক্ষণ পদ অপূর্ণ রাখা বন্ধ করতে হবে। ওবিসি সংরক্ষিত আসনে অন্যদের নিয়োগ বন্ধ করতে হবে। সভায় সভাপতিত্ব করেন রাজ্য সভাপতি তায়েদুল ইসলাম। অন্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন রাজ্য সাধারণ সম্পাদক নির্মল পাল, সহ সম্পাদক গামা প্রজাপতি এবং প্রচার সম্পাদক বিশ্বজিৎ পাল।

বাইপাসে অতিদ্রুত নিকাশি নালার কাজ শুরু হবে: ফিরহাদ

সুব্রত রায় ● কলকাতা

আপনজন: ই এম বাইপাসে ড্রেনের কাজ স্থগিত ছিল। কারণ নির্বাচনের সময় ভিভিআইপি মুভমেন্ট ছিল। এবার একটা এনক্লোজার নিয়ে কাজ শুরু হবে। এজন্য আমরা কলকাতা পুলিশের কমিশনার সহ সর্বস্তরে জানিয়েছি। কে এম ডিএ ও পুরসভা এই কাজ করবে। শনিবার কলকাতা পৌরসভায় সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে এই মন্তব্য করেন ফিরহাদ হাকিম।
নির্বাচনের পর অশান্তি প্রসঙ্গে ফিরহাদ বলেন, এগুলো ব্যক্তিগত রাগ মিটিয়েছে। তৃণমূল কংগ্রেস কোনদিন কোনো বাজে কাজে বিশ্বাস করে না। জেতার পর অনেকে হঠাৎ তৃণমূল হয়ে এই কাজ করতে পারে। এগুলো তৃণমূল কংগ্রেস সমর্থন করেনা। পুলিশকে বলেছি ব্যবস্থা নেওয়া হবে। চক্রবেরিয়াতে যে ধরনের ঘটনা ঘটেছে সেই প্রসঙ্গে মুখ খোলেন ফিরহাদ। তিনি বলেন, দক্ষিণ কলকাতার ভবানীপুরের ৭০ নম্বর ওয়ার্ডে যা হয়েছে ব্যক্তিগত রেষারেষি থেকে। তৃণমূল কংগ্রেস এর মধ্যে জড়িত নয়।
উল্টোডাঙায় আবাসনে যারা ঢুকে ভয় সৃষ্টি করতে গান বাজিয়েছে হইহুল্লোড় করেছে সেই প্রসঙ্গে ফিরহাদ বলেন, যারা করেছে তারা অন্যায় করেছে। এগুলো হতে পারে না। যার যেখানে ভোট দেবে গণতান্ত্রিক অধিকার। ভোট দেয় নি,তো অটো নিয়ে গেলে কি ভোট দিয়ে দেবে ? এগুলো তৃণমূল কংগ্রেস সমর্থন করে না।দল দেখছে। দল নিশ্চয়ই ব্যবস্থা নেবে। আমি ব্যক্তিগতভাবে সমর্থন করি না। বিজয় উপাধ্যায়ের ইস্তফা প্রসঙ্গে ফিরহাদ বলেন,বিজয় আমার দাদা। ইস্তফা দিয়েছে, নাকচ করে পাঠিয়ে দিয়েছি। যদি দাদা না থাকে, ভাইও থাকবে না।

অসহায় অরূপ, কাঙ্গালীদের দায়িত্ব নিলেন অ্যাথলেট ইসমাইল

এম মেহেদী সানি ● স্বরূপনগর

আপনজন: চারঘাট এলাকার বাসিন্দা অরূপ দাস, বছর পাঁচেক আগে কঠিন রোগ আক্রান্ত হয়ে বর্তমানে প্রতিবন্ধী, দেখার কেউ নেই।
আর্থিক এবং শারীরিক ভাবে কঠিন পরিস্থিতির মুখে থাকা অরূপের খবর শুনে সহায়তার হাত বাড়িয়ে দিলেন বিশিষ্ট অ্যাথলেট ইসমাইল সরদার, প্রতিমাসে নির্দিষ্ট আর্থিক সহায়তার মধ্য দিয়ে ইসমাইল সরদার অরূপের পাশে থাকবেন বলে আশ্বস্ত করেন। অন্যদিকে ওই গ্রামেরই আদিবাসী অসহায় বৃদ্ধা কাঙ্গালী মাহাতো, যার সেবা শুশ্রূষা করার মত তেমন কেউ নেই, বয়সের ভারে তেমন কিছুই করতে পারেনা কাঙ্গালী, রোজগার শূন্য, সে কথা জেনে এই পরিস্থিতিতে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিলেন ইসমাইল। আগামীতেও ওই

আদিবাসী মহিলার যেকোনো সমস্যায় আর্থিক সহায়তার পাশাপাশি সব সময় পাশে থাকার কথা জানান ইসমাইল বাবু। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে উত্তর ২৪ পরগনা জেলার স্বরূপনগরের চারঘাট এলাকার সেবামূলক কাজের সঙ্গে দীর্ঘদিন ধরেই জড়িয়ে রয়েছেন 'অ্যাথলেটিক কোচেস অ্যাসোসিয়েশন অফ বেঙ্গলে'র কনভেনার ও জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক স্তরের প্রাক্তন ক্রীড়াবিদ বিশিষ্ট সমাজসেবী ইসমাইল সরদার । সাম্প্রতিক সময়ে তিনি হৃদরোগে আক্রান্ত হয়, অসুস্থতা উপেক্ষা করেও বর্তমানে তিনি বিভিন্ন সেবামূলক কাজকর্ম চালিয়ে যাচ্ছেন। ইসমাইল বলেন, 'প্রত্যেকটি মানুষের মানবিক দায়িত্ব অসহায় মানুষের পাশে থাকা। আমি সেটাই করছি। ক্রীড়া ক্ষেত্রের পাশাপাশি এই ধরনের সেবামূলক কাজ করতে পেরে আমি আনন্দিত।'

ধূপগুড়িতে জনবসতির মধ্যে মোবাইল টাওয়ার বসানোয় আপত্তি এলকাবাসীদের!

সাদ্দাম হোসেন ● জলপাইগুড়ি

আপনজন:মোবাইল টাওয়ার থেকে ছড়ায় দূষণ। দেখা দেয় নানান শারীরিক সমস্যা। এই অভিযোগে এলাকায় নির্মীয়মাণ মোবাইল টাওয়ার সরানোর দাবিতে সরব হয়েছেন ধূপগুড়ি মহকুমার অন্তর্গত মাগুরমারি ১নং গ্রাম পঞ্চয়েতের বামনী ব্রিজ এলাকার বাসিন্দারা। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, ধূপগুড়ির বামনী ব্রিজ এলাকায় একটি মোবাইল সংযোগদাতা সংস্থার টাওয়ার বসানোর কাজ শুরু হয়েছে।
কিন্তু কাজ শুরুর পরেই এলাকাবাসীদের তরফে পাড়ায় এই টাওয়ার বসানোর ব্যাপারে আপত্তি জানানো হয়। স্থানীয় বাসিন্দাদের দাবি, পরিবেশ মন্ত্রকের নির্দেশ অমান্য করে জনবহুল এলাকায় টাওয়ার বসানো যাবে না। যদি একান্তই টাওয়ার বসাতে হয়, তা জনবসতিহীন জায়গায় বসাতে হবে।

স্থানীয় বাসিন্দা রূপা মজুমদার বলেন, "এলাকায় বহু বয়স্ক মানুষ এবং শিশু থাকেন। আমরা চাই, তাঁদের কথা ভেবে প্রশাসন প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিন।"
মোবাইল টাওয়ার থেকে বেরোনো তড়িৎ চুম্বকীয় তরঙ্গ থেকে কী কী ক্ষতি হতে পারে, সে বিষয়ে সমীক্ষার জন্য টেলিকম, পরিবেশ এবং জৈব-প্রযুক্তি মন্ত্রকের কর্তাদের নিয়ে একটি কমিটি গঠন করেছিল কেন্দ্রীয় সরকার।
২০১২ সালের মাঝামাঝি রিপোর্ট দিয়েছিল এই কমিটি। তাতে বলা হয়েছিল, জনবসতির মধ্যে থাকা টাওয়ারগুলি থেকে যে বিকিরণ হয়, মস্তিষ্ক ও হৃদযন্ত্রে তার কুপ্রভাব পড়ে। দেখা দেয় অবসাদ। কমে যায় স্মৃতিশক্তি ও হজমের ক্ষমতা। সমীক্ষায় বলা হয়েছিল, মোবাইল টাওয়ারের বিকিরণে সব থেকে বেশি ক্ষতি হয় শিশু, বৃদ্ধ ও গর্ভবতীদের।
শুধু মানুষ নয়, মোবাইল টাওয়ারের বিকিরণ প্রভাব ফেলে পশুপাখির উপরে। ওই কমিটি জনবহুল এলাকা থেকে মোবাইল টাওয়ার সরিয়ে ফেলা অথবা তাদের শক্তি কমানোর পরামর্শ দিয়েছিল।

বাবা মসজিদে ইমামতি করেন, ছেলে এবার হতে চলেছেন চিকিৎসক

মোহাম্মাদ সানাউল্লা ● লোহাপুর

আপনজন: মসজিদের ইমামের ছেলে আব্দুল আওয়াল। এবার হতে চলেছেন চিকিৎসক। বাড়ি নলহাটি ২ নম্বর ব্লকের লোহাপুর গ্রামে। বাবা কবিরুল ইসলাম রনহা জুম্মা মসজিদের ইমাম। মা নুরজামা বিবি গৃহবধূ। নিট ২০২৪ ডাক্তারি প্রবেশিকা পরীক্ষায় সে ৭২০ নম্বরের মধ্যে ৬৯০ নম্বর পেয়ে উত্তীর্ণ হয়েছে। সর্বভারতীয় স্তরে তার স্থাস ৪ হাজার ৩৫৯ এবং ২ হাজার ১৫০ তার ক্যাটাগরি রাঙ্ক। হার মানাতে পারেননি তার ভবিষ্যৎ গড়ার স্বপ্নকে। মনের জোর আর ইচ্ছা শক্তিকে ঠিক রেখে মনের মধ্যে তৈরি হওয়া সুপ্ত বাসনাকে বাস্তবায়িত করে হবু ডাক্তার হতে চলেছেন আব্দুল আউয়াল। লোহাপুর গ্রামের প্রাথমিক বিদ্যালয়ে তার পড়াশোনা। পঞ্চম শ্রেণীতে ভর্তি হন লোহাপুর এম আর এম হাই স্কুলে। সেখান থেকে আল-আমিন মিশনের প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে বীরভূমের পাপড়ি ক্যাম্পাসে ভর্তি হন। সেখান থেকে টানা পাঁচ বছর পড়াশোনা। ২০২১ এর মাধ্যমিকে তার প্রাপ্ত নম্বর ৬৬১

তে ৯৪ শতাংশ। একই ভাবে আল আমিন মিশনের বেলডাঙ্গা শাখায় ২০২৩ এ উচ্চমাধ্যমিকে বিজ্ঞান বিভাগের ৪৪৪ নম্বরে ৮৮ শতাংশ তার প্রাপ্ত নম্বর। এর পর চিকিৎসক হওয়ার স্বপ্ন নিয়ে প্রবেশিকা পরীক্ষার জন্য আল আমিন মিশন মেটিয়াবুরুজের পাঁচুর ক্যাম্পাসে কঠোর পরিশ্রমে শুরু হয় প্রবেশিকা পরীক্ষার প্রস্তুতি। সেখান থেকে প্রথমবারেই ডাক্তারি পড়ার সুযোগ পেলেনআব্দুল আওয়াল। এবার তিনি মানুষের রোগের চিকিৎসা করবেন। এই খুশির খবরে গর্বিত তার পরিবার। গর্ব বোধ করছেন এলাকাবাসী। হবু চিকিৎসক আব্দুল আওয়ালের বাবা কবিরুল ইসলাম পেশায় এক জন মসজিদের ইমাম। প্রতিবেশী রনহা গ্রামের জুম্মা মসজিদে ইমামতি করেন। সেখানে মাস মাইনা পান ৭ হাজার, সেই সঙ্গে তিন হাজার টাকা পান রাজ্য সরকারের দেওয়া ইমাম ভাতা। মসজিদে ইমামতি করে স্ত্রীর সহ এক ছেলে এবং এক মেয়েকে নিয়ে তার সংসার। তার মেয়ে খাদিজা বেগম সেও আল-আমিন মিশনের দশম শ্রেণীর ছাত্রী। ছেলের ডাক্তারি পড়ার খরচ কি ভাবে যোগাড় করবেন তার চিন্তায় বাবা কবিরুল ইসলাম। রবিবার আওয়ালকে শুভেচ্ছা জানাতে আসেন জামাতে ইসলামী হিন্দের বীরভূম জেলা নেতৃত্ব।

ট্রেনের ধাক্কায় মৃত্যু হল এক যুবকের

নিজস্ব প্রতিবেদক ● অরঙ্গাবাদ

আপনজন: ট্রেনের ধাক্কায় মৃত্যু হলো এক যুবকের। শনিবার সকালে ঘটনাটি ঘটেছে মুর্শিদাবাদের সুতি থানার অরঙ্গাবাদ হাইমাদ্রাসা সংলগ্ন নতুন মহেন্দ্রপুর এলাকায়। পুলিশ জানিয়েছে, মৃত ওই যুবকের নাম জনি শেখ(৩০)। তার বাড়ি সুতি থানার ইংলিশ সাহাপাড়া গ্রামে। ট্রেনটি নিমতিতার দিক থেকে জঙ্গিপুরের দিকে যাচ্ছিল বলেই জানিয়েছে স্থানীয় বাসিন্দারা। এদিকে ট্রেন দুর্ঘটনায় যুবকের মৃত্যুর খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় সুতি থানার পুলিশ ও রেল পুলিশের কর্তারা। দেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তে পাঠায় পুলিশ। সকালে ট্রেনের ধাক্কায় মৃত্যু ঘিরে এলাকাজুড়ে সোরগোল সৃষ্টি হয়।

সচেতনতা অভিযানে বালুরঘাট পুলিশ

অমরজিৎ সিংহ রায় ● বালুরঘাট

আপনজন: পথ চলতি টোটো গুলির ডান দিক দিয়েই চলছে যাত্রী ওঠানামা। সরকারি নির্দেশিকা না মেনে ডান দিক দিয়েই যাত্রী ওঠা নামার করার দৃশ্য সামনে আসছে। কিছু কিছু ক্ষেত্রে টোটো গুলির ডানদিকে লোহার রড দিয়ে যাত্রী ওঠানামা বন্ধ করা হলেও, বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই ডান দিকটি খোলা রেখেই চলছে টোটো গুলি। স্বভাবতই এই দৃশ্য সামনে আসতেই এদিন অভিযানে নামে পুলিশ। যদিও প্রাথমিকভাবে এদিন টোটো চালকদের শুধুমাত্র সচেতন করা হয়েছে। কাউকে জরিমানা করা হয়নি।
জানা গিয়েছে, পথ দুর্ঘটনা কমাতে ও যাত্রী সুরক্ষার জন্য শনিবার বালুরঘাট শহরের হিলি মোড় ও ট্যাংক মোড় এলাকায় চলে এই বিশেষ অভিযান। বালুরঘাট সদর ট্রাফিক পুলিশের তরফে চলা এদিনের এই অভিযানের মধ্যে দিয়ে মূলত টোটো চালকদের সচেতন করা হয়। এরপরেও টোটো চালকরা আইন অমান্য করলে কড়া পদক্ষেপ নেয়া হবে বলেই জানা গিয়েছে।
এ বিষয়ে এক টোটো চালক জানান, পুলিশের তরফে টোটোর ডান দিকে লোহার রড লাগানোর কথা বলা হয়েছে। আমরা দ্রুত রড লাগিয়ে নেব। উল্লেখ্য, পথচলতি টোটো গুলির ডানদিকে লোহার রড লাগানোর নির্দেশ দেয়া হয়েছে পরিবহন দপ্তরের তরফে।

সন্দেহের বশে স্ত্রীকে কুপিয়ে খুন, ধৃত স্বামী

চন্দনা বন্দ্যোপাধ্যায় ● কুলতলি

আপনজন: সন্দেহের বশে স্ত্রীকে কুপিয়ে খুন, গ্রেফতার স্বামী। স্ত্রীকে কুপিয়ে খুন করার অভিযোগ উঠলো স্বামীর বিরুদ্ধে। ঘটনাটি ঘটেছে কুলতলি থানার দেউলবাড়ি দেবীপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের কাটামারি গ্রামে। অভিযুক্ত স্বামীর নাম বিপ্লব মন্ডল। মৃত স্ত্রী বিমলা মন্ডল।কিন্তু কী কারণে ঘটলো এই ভয়ঙ্কর ঘটনা?পুলিশের প্রাথমিক তদন্তে উঠে এসেছে চাঞ্চল্যকর তথ্য।অভিযোগ বিবাহ বহির্ভূত সম্পর্কের জেরেই ঘটেছে এই ভয়ঙ্কর খুনের ঘটনা।জানা যায়,স্ত্রীর সঙ্গে প্রতিবেশী এক ব্যক্তির বিবাহ বহির্ভূত সম্পর্কে সন্দেহের বশে স্ত্রীকে খুন করেন অভিযুক্ত বিপ্লব মন্ডল।পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেল, শুক্রবার সন্ধ্যায় কাটামারির বাড়িতে স্ত্রী বিমলা মন্ডল ফোনে কথা বলছিলেন।আর এই সময় ফোনে কথা বলা নিয়ে স্বামী স্ত্রীর সঙ্গে তীব্র বচসা হয়। তখন স্বামী বিপ্লব বাড়িতে থাকা কাটারি দিয়ে কুপিয়ে খুন করেন স্ত্রীকে।তবে স্ত্রীকে খুন করে সে স্ত্রীর দেহের পাশেই বসে ছিলো।আর এই ঘটনার খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থল থেকে মৃতের স্বামীকে গ্রেফতার করে।ধৃতকে শনিবার বারুইপুর মহকুমা আদালতে পেশ করা হলে বিচারক পুলিশ হেফাজতের নির্দেশ দেন। আর শনিবার মৃতদেহ ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়েছে।

বর্ধমানের খোশবাগানে শুরু সান হসপিটাল-২

মোল্লা মুয়াজ ইসলাম ● বর্ধমান

আপনজন: পূর্ব বর্ধমানের বিশিষ্ট উদ্যোগ পতি ও সমাজসেবী তথা প্রগ্রেসিভ নার্সিংহোম অ্যান্ড হসপিটাল অ্যাসোসিয়েশনের রাজ্য চেয়ারম্যান সেখ আলহাজ উদ্দিন বর্ধমান শহরের সান হসপিটাল গড়ে তুলে উন্নত চিকিৎসা পরিষেবা দিয়ে আসছিলেন। এবার আরো উন্নত চিকিৎসা পরিষেবার লক্ষ্যে এশিয়া মহাদেশের সবচেয়ে বেশি চিকিৎসক থাকার জায়গা বর্ধমানের খোশবাগানে গড়ে তুললেন সান হসপিটাল টু।
চিকিৎসার জন্য এখন আর দক্ষিণ ভারত নয় বর্ধমানের খোশবাগানে সান হসপিটাল টু নিয়ে এলো অত্যাধুনিক চিকিৎসা পরিষেবা। দেশ-বিদেশের উন্নত মেশিন সরঞ্জামে তৈরি হয়েছে সান হসপিটাল টু যেখানে কিডনি রোগীদের অপারেশন বিনা কেটে বিনা রক্তপাতে লেজারের মাধ্যমে হবে। হাই সিকিউরিটি যুক্ত কেবিন যেখানে বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বরা ভিআইপিরা আধুনিক সুরক্ষা পাবেন।
উন্নত ক্যান্টিন পরিষেবা পুষ্টিবিদদের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত খাবার পরিবেশন করা হবে হসপিটালে। এই উদ্বোধন ঘিরে সাজ সাজ রব বর্ধমানে । বহু বিশিষ্ট ডাক্তার বাবুরা উদ্বোধন উপস্থিত হয়েছিলেন। ফিতে কেটে উদ্বোধন করেন সান হসপিটালের কর্ণধার শেখ আলহাজ উদ্দিনের বাবা সেখ শামসুর আলম ও আলহাজ উদ্দিন সাহেবের গোটা পরিবার। উপস্থিত ছিলেন সান হসপিটালের অন্যতম কর্ণধার আসমিনা বেগম।
উদ্বোধনের অতিথি হিসেবে উপস্থিত হয়েছিলেন বর্ধমান দক্ষিণের বিধায়ক খোকন দাস, পূর্ব বর্ধমানের সি এম ও এইচ জয় রাম হেমব্রম , ডেপুটি টু সুবর্ণ গোস্বামী , বর্ধমানের বিশিষ্ট চিকিৎসক টি এন ব্যানার্জি, অর্ণব ব্যানার্জি, অতিন হালদার, সৌমিত্র কোনার, এম কে জামান সহ বর্ধমানের বহু বিশিষ্ট চিকিৎসকেরা । বহু মানুষের অভিমত খোশবাগানে এরকম ধরনের একটা উন্নত হসপিটালের প্রয়োজনীয়তা ছিল যার প্রয়োজনীতা মেটালেন সান হসপিটালের কর্ণধার তথা প্রগ্রেসিভ নার্সিংহোম অ্যান্ড হসপিটাল অ্যাসোসিয়েশনের রাজ্য চেয়ারম্যান শেখ আলহাজ উদ্দিন।

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

অসুস্থ পূর্ণবয়স্ক বাঘরোল উদ্ধার বাকসি গ্রামে

সুরজীৎ আদক ● বাগনান

আপনজন: শনিবার সকালে বাগনান-১নং ব্লকের বাকসিহাট গ্রাম পঞ্চায়েতের বাকসি গ্রামের বাসিন্দা সৌরভ মাহাতোর বাড়ির রান্নাঘরে একটি পূর্ণবয়স্ক স্ত্রী বাগরোল ঢুকে পড়ে। সৌরভ মাহাতো নেচার কেয়ার ফাউন্ডেশন এর সদস্য ছোট্টু মন্ডলকে বিষয়টি জানান।এরপর ছোটু মন্ডল খবর দেন বন্যপ্রাণ উদ্ধারকারী দেবরাজ আড়ু-কে।তৎক্ষণাৎ ঘটনাস্থলে এসে উপস্থিত হয়ে দেবরাজ জানান, বাঘরোলটির পেছনের পায়ে আঘাতের জন্য উঠে দাঁড়াতে পারছিল না, পরবর্তীতে দেবরাজ পুরো বিষয়টি উলুবেড়িয়ার রেঞ্জার রাজেশ মুখোপাধ্যায় কে জানালে তার কিছুক্ষণের মধ্যেই হাওড়া বনবিভাগের কর্মীরা এসে অসুস্থ বাগরোল টিকে উদ্ধার করে নিয়ে যায়।

রক্তদান স্বাস্থ্যকর্মী ও নার্সদের

আমীরুল ইসলাম ● বোলপুর

আপনজন: রক্ত সংকটময় মুহূর্তে রক্তদান শিবিরে এগিয়ে এলেন ইলামবাজার প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রের বিভিন্ন স্বাস্থ্যকর্মী ও প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত নার্স কর্মীরা। মোট ৩৩ জন রক্তদাতা রক্ত দান করেন।
একদিকে তীব্র গরমে হাঁসফাঁস অবস্থা অন্যদিকে দুই মাস ধরে চলা নির্বাচনী প্রক্রিয়ার জন্যই রক্তদান শিবির আয়োজন করতে খুবই কষ্ট হচ্ছিল। ফলে বীরভূম জেলা জুড়ে এক চরম রক্ত সংকট দেখা দিয়েছিল বিভিন্ন থ্যালাসেমিয়া পেশেন্ট ক্যান্সার পেসেন্ট এবং প্রসূতি মায়েদের রক্ত যোগান দিতে আমাদের মতো স্বেচ্ছাসেবীরা হিমসিম খচ্ছিল। নজির সৃষ্টি করলেন প্রশিক্ষণরত নার্স ও স্বাস্থ্যকর্মীগন। স্বাস্থ্য আধিকারিক সি এম ও এইচ (ডাঃ মন্ডল)বীরভূম জেলায় রক্তদান শিবির বাড়াতে সব ধরনের সহযোগিতা হাত বাড়িয়ে দেবেন বলে জানান।

আগ্নেয়াস্ত্র সহ দুবরাজপুরে ধৃত ২ দুষ্কৃতী

সেখ রিয়াজুদ্দিন ● বীরভূম

আপনজন: সদ্য লোকসভা নির্বাচনের আগে এবং পরেও বেআইনি আগ্নেয়াস্ত্র, বোমা পিস্তল উদ্ধার অব্যাহত।সেরূপ ফের আগ্নেয়াস্ত্র ও গুলি উদ্ধার করল বীরভূমের দুবরাজপুর থানার পুলিশ।ঘটনার সাথে জড়িত দুজন দুষ্কৃতীকে গ্রেপ্তারও করা হয়েছে । পুলিশ গোপন সূত্রে পাওয়া খবরের প্রেক্ষিতে ধৃতদের কাছ থেকে ৯ রাউন্ড কার্তুজ সহ একটি পাইপ গান উদ্ধার করে।পুলিশ সূত্রে জানা যায় ধৃতদের মধ্যে নাম দুবরাজপুর ব্লকের পদুমা পঞ্চায়েতের বিদায়পুর গ্রামের নিখিল বাগদি এবং অন্যজন স্থানীয় থানার গাঁড়া গ্রামের শেখ ইয়াসিন ওরফে ডালু। পুলিশ সূত্রে জানা যায়, ধৃত দুজনেই একত্রে স্থানীয় থানার পদুমা গ্রামের ক্যানেল পাড়া রাস্তার ধারে ঘোরাঘুরি করছিল। সেই খবর পুলিশের কাছে আসতেই দুবরাজপুর থানার পুলিশ সুকৌশলে তাদেরকে আগ্নেয়াস্ত্র ও কার্তুজ সহ হাতেনাতে ধরে ফেলে। দুধৃতদের ৭ দিনের পুলিশী হেফাজত চাওয়ার আবেদন করা হয় দুবরাজপুর থানার পক্ষ থেকে।

প্রথম নজর

২৩ হাজার বোতল নকল জমজমের পানি জব্দ কুয়েতে

আপনজন ডেস্ক: কুয়েতে ২৩ হাজার বোতল নকল জমজমের পানি জব্দ করেছে দেশটির বাণিজ্য ও শিল্প মন্ত্রণালয়। এছাড়া উদ্ধার করা হয়েছে নকল পানির বোতল উৎপাদনের সাথে জড়িত অন্যান্য সরঞ্জাম।

ভোক্তাদের নিরাপত্তা ও বাজারে নকল পণ্য প্রতিরোধে এমন পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে বলে জানানো হয়েছে।

সাম্যাজিক যোগাযোগমাধ্যম এক্সে শেয়ার করা একটি ব্লগ পোস্টে জানায়, মন্ত্রণালয়ের নিয়মিত কার্যক্রমের অংশ হিসেবে একটি গুদাম পরিদর্শনে যায় তারা। এ সময় সেখানে ২০০ মিলি লিটারের ২৩০০ হাজার নকল জমজম পানির বোতলের অস্তিত্ব খুঁজে পায়।

বিশ্বব্যাপী মুসলমানদের কাছে জমজম জলের পবিত্র তাৎপর্যের। বিশেষ করে হজের মৌসুমে এটি সারাবিশ্বের মানুষের কাছে আরও গুরুত্বপূর্ণ। এ ধরনের অভিযান ভবিষ্যতেও চলমান থাকবে বলে জানিয়েছেন দেশটির প্রশাসন।

অ্যাপোলো ৮-এর নভোচারীর মৃত্যু বিমান দুর্ঘটনায়

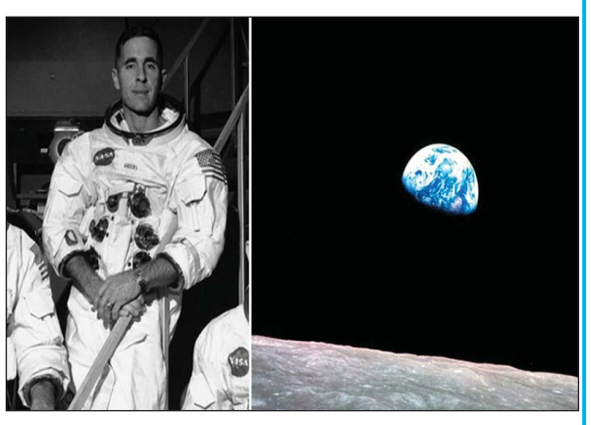

আপনজন ডেস্ক: মার্কিন মহাকাশ গবেষণা সংস্থা নাসার নভোচারী উইলিয়াম অ্যান্ডার্স ওয়াশিংটন রাজ্যের সান হুয়ান দ্বীপপুঞ্জে একটি বিমান দুর্ঘটনায় মারা গেছেন। তিনি ১৯৬৮ সালে অ্যাপোলো-৮ মহাকাশযানের সদস্য ছিলেন। তার বয়স হয়েছিল ৯০ বছর। তার ছেলে গ্রেগরি অ্যান্ডার্স মৃত্যুর বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন। শনিবার এক প্রতিবেদনে এ তথ্য জানিয়েছে সংবাদমাধ্যম সিএনএন।

এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে সান হুয়ান কাউন্টি শেরিফ কার্যালয় জানায়, শুক্রবার স্থানীয় সময় বেলা ১১টা ৪০ মিনিটের দিকে তাদের ডেসপ্যাচ সেন্টার একটি প্রাথমিক প্রতিবেদন পায়, যাতে বলা হয়, পুরোনো মডেলের একটি বিমান উত্তর থেকে দক্ষিণে উড়ছিল, তারপর জোন্স আইল্যান্ডের উত্তর প্রান্তের কাছে পানিতে পড়ে ডুবে যায়।

সান হুয়ান কাউন্টি শেরিফ এরিক পিটার এক ইমেইলে সিএনএনকে বলেছেন, খবর পেয়ে ডুবুরি দল ঘটনাস্থলে বিধ্বস্ত বিমানটির অনুসন্ধান শুরু করে। পরবর্তীতে শুক্রবার বিকেলে তার মরদেহ উদ্ধার করা হয় বলে জানিয়েছে মার্কিন কোস্ট গার্ড।

তার ছেলে মার্কিন গণমাধ্যমকে জানিয়েছেন, অ্যান্ডার্স নিজেই ছোট বিমানটি চালাচ্ছিলেন। আর প্লেনটিতে অ্যান্ডার্স একাই ছিলেন।

১৯৬৮ সালের অ্যাপোলো-৮ মিশনের সদস্য ছিলেন অ্যান্ডার্স। সে সময়ের চন্দ্রাভিযানে তার সঙ্গী ছিলেন ফ্রাঙ্ক বোরম্যান ও জেমস লাভেল। চাঁদের কক্ষপথে তারা দশবার প্রদক্ষিণ করেন। তবে ল্যান্ড করেননি। এরপর সফলভাবে পৃথিবীতে ফিরে আসেন।

অ্যান্ডার্স মহাকাশের বিস্তীর্ণ অন্ধকারের বিপরীতে উজ্জ্বল নীল পৃথিবীর একটি ছবি ধারণ করেছিলেন। ছবির সামনের অংশে চাঁদের পৃষ্ঠ দেখা যায়। তার সেই বিখ্যাত ছবির একটি আসল সংস্করণ ২০২২ সালে কোপেনহেগেন নিলামে ১১ হাজার ৮০০ ইউরোতে বিক্রি করা হয়।

জাতিসংঘের কালো তালিকায় ইসরায়েলি সেনাবাহিনী

আপনজন ডেস্ক: ফিলিস্তিনের গাজায় শিশুদের ওপর হামলার কারণে ইসরায়েলি সেনাবাহিনীকে কালো তালিকাভুক্ত করেছে জাতিসংঘ। গাজায় ইহুদিবাদী সেনাদের হামলায় হাজার হাজার শিশু নিহত হওয়ার প্রেক্ষাপটে এই সিদ্ধান্ত নিল বিশ্ব সংস্থাটি।

শনিবার সংবাদমাধ্যম বিবিসির প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, গত বৃহস্পতিবার মধ্য গাজার নুসেইরাত শরণার্থীশিবিরে জাতিসংঘ পরিচালিত একটি স্কুলে ইসরায়েলি বিমান হামলায় শিশুসহ অনেকে মারা যাওয়ায় ঘটনায় ক্ষোভ প্রকাশ করেছে জাতিসংঘ। দখলদারদের বর্বর হামলায় শিশুরা বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ায় ইসরায়েলি সশস্ত্রবাহিনীকে কালো তালিকাভুক্ত করেছে সংস্থাটি। এ বিষয়ে ইসরায়েলকে আনুষ্ঠানিক বিজ্ঞপ্তিও পাঠানো হয়েছে। জানা গেছে, ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহু জাতিসংঘের এমন সিদ্ধান্তের প্রতিক্রিয়া জানিয়ে বলেন, হামাসকে সমর্থন করে সংস্থাটি নিজেকে ইতিহাসের কালো তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করেছে।

জাতিসংঘে নিযুক্ত ইসরায়েলি রাষ্ট্রদূত গিলাদ এরদান সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম এক্সে শেয়ার করা এক টুইটে জাতিসংঘের এই পদক্ষেপকে 'লজ্জাজনক' বলে অভিহিত করেছেন।

গিলাদ এরদান বলেন, এটি একটি লজ্জাজনক সিদ্ধান্ত। আমাদের সেনাবাহিনী হলো বিশ্বের সবচেয়ে নৈতিকতাসম্পন্ন বাহিনী। এক ব্যক্তিই একে কালো তালিকাভুক্ত করেছেন। তিনি হলেন জাতিসংঘের মহাসচিব। তিনি সন্ত্রাসবাদকে উৎসাহিত করছেন। তিনি ইসরায়েলের প্রতি ঘৃণা দ্বারা পরিচালিত। জাতিসংঘ মহাসচিবের মুখপাত্র স্টিফেন ডুজারিক শুক্রবার এক সংবাদ সম্মেলনে বলেন, জাতিসংঘের এক কর্মকর্তা ইসরায়েলি রাষ্ট্রদূতের সঙ্গে কথা বলে জাতিসংঘের বার্ষিক 'চিল্ড্রেন ইন আর্মড কনফ্লিক্ট' প্রতিবেদনে ইসরায়েলের তালিকাভুক্তির বিষয়টি জানান। তিনি বলেন, বিষয়টি যাতে ফাঁস না হয়, সেজন্য এমনটা করা হয়েছে। প্রতিবেদনটি আগামী ১৪ জুন জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদে উপস্থাপন করা হবে। ডুজারিক বলেন, "ইসরায়েলি রাষ্ট্রদূতকে ফোন কলটি দুঃখজনক এবং অগ্রহণযোগ্য। স্পষ্টভাবেই বলা যায়, এ ধরনের কিছু আমি আমার ২৪ বছরে এই সংগঠনের সাথে দায়িত্ব পালনকালে দেখিনি।"

সশস্ত্র সংঘাতে শিশুবিষয়ক জাতিসংঘের বার্ষিক প্রতিবেদনটিতে 'শিশুদের বিরুদ্ধে সহিংসতায় পক্ষগুলোর সম্পৃক্ততার' তালিকা দেওয়া হয়। এতে হত্যা এবং আহত করার প্রমাণ এবং যৌন সহিংসতার তথ্য থাকে।

এই তালিকায় রাশিয়া, গণপ্রজাতান্ত্রিক কঙ্গো, সিরিয়া ও সোমালিয়ার নাম রয়েছে। এছাড়া ইসলামিক স্টেট (আইএস), আল-শাবাব, তালেবান, আল-কায়েদার মতো সংগঠনও আছে।

জাতিসংঘের এই সিদ্ধান্তে ফিলিস্তিন সন্তোষ প্রকাশ করেছেন। ফিলিস্তিনের প্রেসিডেন্ট মাহমুদ আব্বাস জাতিসংঘের সিদ্ধান্তে সন্তোষ প্রকাশ করে জানান, অনেক আগেই ইসরায়েলকে কালো তালিকায় যুক্ত করা উচিত ছিল।

গাজার সরকারি হিসাব অনুযায়ী, ইসরায়েলি হামলায় উপত্যকায় ১৫,৫৭১ এর বেশি শিশু নিহত হয়েছে। ইউনিসেফের এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, গাজার প্রতি ১০ ফিলিস্তিনি শিশুর ৯জনই 'ভয়াবহ খাদ্য সঙ্কটে' রয়েছে। ক্ষুধা, পিপাসা এবং মারাত্মক অপুষ্টির কারণে অনেক ফিলিস্তিনি শিশু মারা গেছে।

বিশ্ব খাদ্য সংস্থা হু গত সপ্তাহে জানিয়েছে, গাজার প্রতি ৫ শিশুর ৪জনই প্রতি তিন দিনে অন্তত একদিন পুরো দিন না খেয়ে থাকে।

'ই'সরায়েলের সাথে সম্পর্কের প্রতিবাদে' গায়ে আগুন দিলেন জর্ডানি যুবক

আপনজন ডেস্ক: জর্ডানে সরকারি ভবনের সামনে নিজ শরীরে আগুন দিয়েছেন এক যুবক। গাজায় গণহত্যা চালানো সত্ত্বেও ইসরায়েলের সাথে দেশটির সম্পর্ক স্বাভাবিক রাখার প্রতিবাদে তিনি গায়ে আগুন লাগিয়ে আত্মহত্যা করেছেন বলে জানা গেছে।

গণমাধ্যমের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, বৃহস্পতিবার দিবাগত রাতে জর্ডানের দক্ষিণাঞ্চলীয় শহর আকাবায় একটি সরকারি ভবনের বাইরে ওই ব্যক্তি নিজ শরীরে আগুন ধরিয়ে দেন।

সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম থেকে জানা যায়, বেশ কিছুদিন ধরেই গাজায় চলমান হামলায় ইসরায়েলি বাহিনীকে সহায়তা করায় সরকারের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ করছিলেন তিনি।

শুক্রবার সামাজিক মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়া এক ভিডিও ক্লিপে দেখা যায়, আকাবা শহরের রাজপ্রাসাদের সামনে গায়ে আগুন দেওয়ার এ ঘটনা ঘটে। এ সময় জর্ডানের একজন নিরাপত্তা রক্ষীকে আগুনে জ্বলতে থাকা ব্যক্তির ওপর গুলিবর্ষণ করতে দেখা যায়।

জানা গেছে, গুরুতর দগ্ধ অবস্থায় ওই জর্ডানি তরুণকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন।

এদিকে কেউ কেউ এ ঘটনাকে ২০১১ সালে তিউনিসিয়ার ফল বিক্রেতা মোহাম্মাদ বুআজিজির আত্মহত্যার সাথে তুলনা করেছেন। তিউনিশিয়ার পুলিশের হয়রানি ও বেকরত্বের প্রতিবাদে বুআজিজি নিজের শরীরে আগুন ধরিয়ে দিয়েছিলেন। তার আত্মহত্যার জের ধরে তিউনিসিয়ার তৎকালীন স্বৈরশাসকের পতন ঘটে এবং মধ্যপ্রাচ্যজুড়ে শুরু হয় আরব বসন্ত।

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

ইউক্রেনে জয় পেতে পরমাণু অস্ত্র ব্যবহারের প্রয়োজন নেই: পুতিন

আপনজন ডেস্ক: ইউক্রেনে জয় পেতে পরমাণু অস্ত্র ব্যবহারের প্রয়োজন নেই বলে মন্তব্য করেছেন রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন। তিনি হুংকার দিয়ে বলেছেন, ইউক্রেনে বিজয়ের জন্য রাশিয়ার পারমাণবিক অস্ত্র ব্যবহারের প্রয়োজন নেই। রুশ সার্বভৌমত্ব ও আঞ্চলিক অখণ্ডতা হুমকির মুখে পড়লে এই অস্ত্র ব্যবহার করা হবে বলেও জানিয়েছেন তিনি। গণমাধ্যমের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ইউক্রেনে বিজয় নিশ্চিত করতে রাশিয়ার পারমাণবিক অস্ত্র ব্যবহার করার দরকার নেই বলে প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন শুক্রবার জানিয়েছেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর থেকে ইউরোপের সবচেয়ে মারাত্মক এই সংঘাত যে পারমাণবিক যুদ্ধে পরিণত হবে না, সে বিষয়ে এটিই এখন পর্যন্ত ক্রেমলিনের সবচেয়ে জোরালো ইঙ্গিত। ২০২২ সালের ফেব্রুয়ারিতে ইউক্রেনে সামরিক অভিযান শুরু করে রাশিয়ার সেনাবাহিনী। যুদ্ধ শুরুর কয়েক মাসের মাথায় রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন বলেছিলেন, রাশিয়ার ভূখণ্ড রক্ষার জন্য তথা আত্মরক্ষার জন্য প্রয়োজনে তিনি পারমাণবিক অস্ত্র ব্যবহার করতে প্রস্তুত। এছাড়া আরও বেশ কয়েকবারই পুতিন পুরমাণু অস্ত্র ব্যবহারের বিষয়ে হুমকি দিয়েছিলেন। সেন্ট পিটার্সবার্গ ইন্টারন্যাশনাল ইকোনমিক ফোরামের পূর্ণাঙ্গ অধিবেশনে মডারেটর সের্গেই কারাগানভ নামের একজন প্রভাবশালী রাশিয়ান বিশ্লেষকের পামাণবিক অস্ত্র ব্যবহার সংক্রান্ত এক প্রশ্নের জবাবে প্রেসিডেন্ট পুতিন বলেন, তিনি এই ধরনের অস্ত্র ব্যবহারের পরিস্থিতি এখনও দেখেন না। রাশিয়ার এই প্রেসিডেন্ট বলেন, (পরমাণু অস্ত্রের) ব্যবহার কেবল ব্যতিক্রমী ক্ষেত্রেই সম্ভব- দেশের সার্বভৌমত্ব এবং আঞ্চলিক অখণ্ডতার জন্য হুমকির ক্ষেত্রে। আমি মনে করি না, এমন কোনও পরিস্থিতির সৃষ্টি এখনও হয়েছে। এমন (অস্ত্র ব্যবহারের) কোনো প্রয়োজন নেই। ২০১৪ সালে ইউক্রেনের ক্রিমিয়া উপদ্বীপ দখল করে নেয় রাশিয়া। এছাড়া ২০২২ সালের ফেব্রুয়ারিতে ইউক্রেনে সামরিক অভিযান শুরুর পর একই বছরের সেপ্টেম্বর মাসে ইউক্রেনের ডোনেটস্ক, লুহানস্ক, জাপোরিঝিয়া ও খেরসন অঞ্চলকে রাশিয়ার মূল ভূখণ্ডের সঙ্গে যুক্ত করে মস্কো।

মার্কিন মন্ত্রীর সামনেই আরব নেতাদের তুমুল ঝগড়া, নেপথ্যে যে কারণ

আপনজন ডেস্ক: ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহুকে লাগামহীন চাপে ফেলা তো দূরের কথা, আরব নেতাদের অনৈক্যের কারণে থামানোই যাচ্ছে না গাজা যুদ্ধ। আর এর ফলে ফিলিস্তিনি কর্তৃপক্ষের সংস্কার নিয়ে যুক্তরাষ্ট্র এবং তার মিত্রদের যে পরিকল্পনা তা বাস্তবায়ন নিয়ে ব্যাপক সংশয়ের সৃষ্টি হয়েছে। জানা গেছে, প্রায় এক মাস আগে মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী ব্লিংকেনের সাথে বৈঠকে বসেছিলেন সিনিয়র আরব নেতাদের একটি গ্রুপ। আর সেখানেই সংযুক্ত আরব আমিরাতের পররাষ্ট্রমন্ত্রী এবং ফিলিস্তিনি কর্তৃপক্ষের প্রেসিডেন্ট মাহমুদ আব্বাসের এক সিনিয়র উপদেষ্টার মধ্যে তুমুল ঝগড়া হয়। ওই ঘটনার সাথে সংশ্লিষ্ট পাঁচ ব্যক্তি বিষয়টি জানিয়েছেন।

এর ফলে ফিলিস্তিনি কর্তৃপক্ষের পরিকল্পিত সংস্কার নিয়ে আবর দুনিয়ার মধ্যে বিভাজন সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে। একই সঙ্গে গাজা যুদ্ধের পর জো বাইডেন প্রশাসন যেসব উদ্যোগ গ্রহণ করবে বলে পরিকল্পনা করছে, সেগুলোর বাস্তবায়নও কঠিন করে তুলবে। জানা গেছে, ওই সভাটি হয়েছিল ২৯ এপ্রিল, রিয়াদে। ওয়ার্ল্ড ইকোনমিক ফোরাম সম্মেলনের ফাঁকে। উদ্দেশ্য ছিল গাজা যুদ্ধের পর অভিন্ন কৌশল গ্রহণ করা। ব্লিংকেন ছাড়াও সভায় সৌদি আরব, মিশর, জর্ডান, কাতার, কুয়েত এবং সংযুক্ত আরব আমিরাতের পররাষ্ট্রমন্ত্রীরা যোগ দিয়েছিলেন। এছাড়া ফিলিস্তিনি মন্ত্রী হোসেইন আল-শেখও অংশ নিয়েছিলেন। এ সময় তিনি অভিযোগ করেন, যুক্তরাষ্ট্র ও আরব রাষ্ট্রগুলোর অনুরোধে ফিলিস্তিনি কর্তৃপক্ষের ভেতর সংস্কার এবং নতুন সরকার গঠনে কাজ করছেন প্রেসিডেন্ট মাহমুদ আব্বাস। অথচ তিনি কাঙ্ক্ষিত রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সমর্থন পাচ্ছে না। মাহমুদ আব্বাসের ঘনিষ্ঠ উপদেষ্টার এমন অভিযোগ শুনে তেলে-বেগুনে জ্বলে ওঠেন সংযুক্ত আরব আমিরাতের পররাষ্ট্রমন্ত্রী শেখ আব্দুল্লাহ বিন জায়েদ। পররাষ্ট্রমন্ত্রী ফিলিস্তিনি নেতৃত্বকে 'আলী বাবা ও ৪০ চোর' হিসেবে অভিহিত করে দাবি করেন যে ফিলিস্তিনি কর্তৃপক্ষের সিনিয়র কর্মকর্তারা 'অথর্ব' এবং এ কারণে 'তাদের প্রত্যেককে যদি বদলানো হয়, তবুও কাজ হবে না।

আমিরাতের মন্ত্রী বৈঠকে বলেন, "সত্যিকারের সংস্কার না করলে সংযুক্ত আরব আমিরাত কেন ফিলিস্তিনি কর্তৃপক্ষকে আর্থিক সহায়তা দেবে?"

এতে ক্ষিপ্ত হয়ে আল-শেখ চিৎকার করে আমিরাতি পররাষ্ট্রমন্ত্রীকে বলেন, ফিলিস্তিনি কর্তৃপক্ষ কীভাবে সংস্কার করবে, সে ব্যাপারে কেউ নির্দেশনা দিতে পারে না। এই পর্যায়ে সৌদি পররাষ্ট্রমন্ত্রী ফয়সাল বিন ফারহান উত্তপ্ত বাক্যবিনিময় থামানোর চেষ্টা করে বলেন। কিন্তু সভা ততক্ষণে নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যায়। উভয়পক্ষ একে অপরের প্রতি চিৎকার করে কথা বলতে থাকে। তখন আমিরাতি মন্ত্রী ক্ষোভে সভা ত্যাগ করেন।

সঙ্গে সঙ্গে জর্ডানি পররাষ্ট্রমন্ত্রী আয়মান সাফাদিও সভা ত্যাগ করেন। তবে কয়েক মিনিট পর আমিরাতি মন্ত্রীকে নিয়ে আবার সভায় ফিরে আসেন তিনি।

ডেনমার্কের প্রধানমন্ত্রীর ওপর প্রকাশ্যে হামলা

আপনজন ডেস্ক: প্রকাশ্যে হামলার শিকার হয়েছেন ডেনমার্কের প্রধানমন্ত্রী মিতে ফ্রেডিরিকসেন। এ ঘটনায় একজনকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। শুক্রবার সন্ধ্যায় দেশটির রাজধানী কোপেনহেগেনের একটি চত্বরে এই ঘটনা ঘটে।

সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা জানান, গ্রেফতার ব্যক্তি ফ্রেডিরিকসেনের দিকে হেঁটে আসেন ও প্রধানমন্ত্রীর গায়ে আঘাত করেন।

ডেনমার্কের প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় এক বিবৃতিতে বলেছে, প্রধানমন্ত্রী মেটে ফ্রেডেরিকসেনকে শুক্রবার সন্ধ্যায় কোপেনহেগেনের কুলটোরভেটে একজন ব্যক্তি আঘাত করেন, যাকে পরে গ্রেফতার করা হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী এই ঘটনায় হতবাক হয়েছেন। প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় অবশ্য এই ঘটনায় আরো বিস্তারিত কিছু জানায়নি। পুলিশ বলেছে, তারা একজনকে আটক করেছে এবং ঘটনার তদন্ত করছে, তবে এর বেশি কিছু বলতে তারাও রাজি হয়নি। হামলার উদ্দেশ্য ঠিক কী ছিল সে সম্পর্কে এখনো কিছু জানা যায়নি।

হামলার কারণ খতিয়ে দেখতে তদন্ত করা হচ্ছে বলে জানিয়েছে পুলিশ। ঘটনাস্থলে কর্মরত এক কর্মকর্তা জানিয়েছেন, ওই ঘটনার পরপরই সেখান থেকে প্রধানমন্ত্রীকে অন্যত্র সরিয়ে নেয়া হয়েছে।

এর আগে গত ১৫ মে ইউরোপের আরেক দেশ স্লোভাকিয়ার প্রধানমন্ত্রী রবার্ট ফিকোর ওপর প্রকাশ্যে গুলির ঘটনা ঘটেছিল। গুরুতর আহত অবস্থা থেকে তিনি বেঁচে ফিরলেও, তাঁকে বেশ কিছু অস্ত্রোপচারের মধ্য দিয়ে যেতে হয়েছে।

সেহেরী ও ইফতারের সময়

সেহেরী শেষ: ভোর ৩.১৮মি.
ইফতার: সন্ধ্যা ৬.২৫ মি.

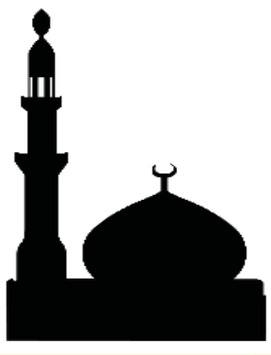

নামাজের সময় সূচি

ওয়াক্ত	শুরু	শেষ
ফজর	৩.১৮	৪.৫১
যোহর	১১.৪০	
আসর	৪.১৪	
মাগরিব	৬.২৫	
এশা	৭.৪৭	
তাহাজ্জুদ	১০.৫২	

পদত্যাগের হুমকি দিলেন ইসরায়েলি

আপনজন ডেস্ক: ফিলিস্তিনের গাজা উপত্যকায় দীর্ঘ আট মাসের বেশি সময় ধরে অভিযান চালিয়ে যাচ্ছে ইসরায়েলি সেনারা। উপত্যকায় দীর্ঘ সময় অভিযান চালানোর পরও নিজেদের লক্ষ্য অর্জন করতে পারেনি তারা। এমন পরিস্থিতিতে পদত্যাগের হুমকি দিয়েছেন ইসরায়েলের যুদ্ধকালীন মন্ত্রিসভার সদস্য বেনি গান্টজ। শুক্রবার (৭ জুন) এক প্রতিবেদনে এ তথ্য জানিয়েছে বার্তা সংস্থা আনাদোলু।

জিম্মি উদ্ধারে ব্যাপক হামলা, গাজার মধ্যাঞ্চলে ২১০ ফিলিস্তিনি নিহত

আপনজন ডেস্ক: ফিলিস্তিনি স্বাধীনতাকামী সংগঠন হামাসের হাতে বন্দি ইসরায়েলি জিম্মি উদ্ধারের নামে গাজা উপত্যকায় ব্যাপক হামলা চালিয়েছে দখলদার ইসরায়েলি বাহিনী। তাদের হামলায় নুসিরাত শরণার্থী শিবির ও মধ্য গাজার অন্যান্য এলাকায় ২১০ জন ফিলিস্তিনি নিহত হয়েছেন। আহত হয়েছেন ৪শরও বেশি।

শনিবার (৮ জুন) গাজা সরকারের গণমাধ্যম দপ্তর থেকে এই তথ্য জানানো হয়েছে। শনিবার অবরুদ্ধ গাজা উপত্যকাজুড়ে বিমান, স্থল ও সমুদ্রপথে তীব্র হামলা শুরু করে ইসরায়েলি সামরিক বাহিনী। বিশেষ করে মধ্য গাজার দেইর আল-বালাহ ও নুসিরাত শরণার্থী শিবির, দক্ষিণের রাফা শহর এবং উত্তরের গাজা সিটির একাধিক এলাকায় এই হামলা চালিয়েছে তারা। আহতদের শরণার্থী ক্যাম্পটির আল আওদা এবং দেইর এল-বালাহর আল-আকসা হাসপাতালে নেয়া হয়েছে বলেও জানিয়েছে গাজার মিডিয়া অফিস।

যে চার জিম্মিকে আজ উদ্ধার করা হয়েছে তাদের গত ৭ অক্টোবর একটি গানের অনুষ্ঠান থেকে ধরে গাজায় নিয়ে গিয়েছিল হামাসের যোদ্ধারা। ইসরায়েলি প্রতিরক্ষা বাহিনী জানিয়েছে, উদ্ধারকৃতরা হলেন নোয়া আরগামানি (২৫), আলমোগ মের জান (২১), আন্দ্রে কোজলোভ (২৭) এবং সলমি ঝিভ (৪০)।

লিবিয়া উপকূলে ১১ অভিবাসীর মরদেহ উদ্ধার

আপনজন ডেস্ক: লিবিয়া উপকূল থেকে ১১ অভিবাসীর মরদেহ উদ্ধার করেছে একটি উদ্ধারকারী দল। শুক্রবার (৭ জুন) উপকূলের কাছাকাছি এলাকা থেকে আরো দেড় শতাধিককে জীবিত উদ্ধার করা হয়েছে। এই তথ্য জানিয়েছে দাতব্য গোষ্ঠী ডক্টরস উইদাউট বর্ডারস (এমএসএফ)। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম এক্সে করা একটি পোস্টে এমএসএফ বলেছে, এই ট্র্যাজেডির সুনির্দিষ্ট কারণ আমরা জানি না। তবে আমরা এটি জানি, মানুষ নিরাপত্তার জন্য মরিয়া হয়ে মারা যাচ্ছে। এর অবসান হওয়া উচিত। সী ওয়াচ গ্রুপের একটি বিমান ওই মরদেহগুলো দেখেছিল। তবে মৃতদের উদ্ধার করার জন্য লিবিয়ার উপকূলরক্ষীর সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করে ব্যর্থ হয় তারা। একটি বিবৃতিতে গোষ্ঠীটি বলেছে, ভূমধ্যসাগরে এটি ঘটে। এমনকি কেউ যদি তা না-ও দেখে। অভিবাসীদের জন্য বিশ্বের সবচেয়ে বিপজ্জনক সমুদ্র পথ ভূমধ্যসাগর। ২০১৪ সাল থেকে মধ্য ভূমধ্যসাগরে ২০ হাজারটিরও বেশি মৃত্যু এবং নিখোঁজ হওয়ার ঘটনা তালিকাভুক্ত করেছে জাতিসংঘ।

নিজেদের কর্মী হত্যার তদন্ত চায় জাতিসংঘ

আপনজন ডেস্ক: ইসরায়েলি হামলায় নিহত জাতিসংঘের ত্রাণকর্মীসহ বিভিন্ন সংস্থার কর্মীদের বিষয়ে সুষ্ঠু তদন্ত চেয়েছে সংস্থাটি।

শুধু কর্মীদের হত্যা নয়, জাতিসংঘের ত্রাণ গুদামে ইসরায়েলের পরিকল্পিত হামলারও তদন্ত চেয়েছেন জাতিসংঘের ত্রাণ শাখার পরিচালক জুলিয়েট টওমা। মার্কিন গণমাধ্যম ওয়াশিংটন পোস্টকে দেয়া এক সাক্ষাৎকারে এ দাবি জানান জুলিয়েট টওমা। খবর আনাদোলুর।

জাতিসংঘের এ ত্রাণ কর্মকর্তা শুক্রবার বলেন, জাতিসংঘের সংস্থা ও কর্মীদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার বিষয়টি আন্তর্জাতিক আইনে উল্লেখ আছে। একইসঙ্গে জাতিসংঘের স্থাপনাগুলো বেসামরিক নাগরিকরা নিরাপদ আশ্রয় শিবির হিসেবে ব্যবহার করতে পারেন।

তবে গত বছরের ৭ আক্টোবর ইসরায়েলে ঢুকে হামাসের হামলার পর থেকে গাজায় ভয়াবহ বর্বরতা চালাচ্ছে ইসরায়েলি বাহিনী। তাদের নৃশংতার হাত থেকে রক্ষা পাচ্ছে না নারী-শিশুসহ নিরস্ত্র বেসামরিক লোকজনও।গাজায় ইসরায়েলি হামলায় এপর্যন্ত ৩৬ হাজার ৭০০ ফিলিস্তিনি প্রাণ হারিয়েছেন।

আপনজন

ইনসাফের পক্ষে নির্ভীক কণ্ঠস্বর

১৯ বর্ষ, ১৫৬ সংখ্যা, ২৬ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩১, ২ জিলহজ, ১৪৪৫ হিজরি

যুদ্ধবাজরা

প্রখ্যাত ইতিহাসবিদ ও পণ্ডিত জিওফ্রে নরম্যান ব্লেইনি তাহার ক্ল্যাসিক বই 'দ্য কজেস অব ওয়্যার'-এ দেখাইয়াছেন, যুদ্ধ একবার আরম্ভ হইলে কেন তাহা আর সহজে থামানো যায় না। যুদ্ধ প্রলম্বিত হইবার কারণ হিসাবে তিনি বলিয়াছেন, সচরাচর যুদ্ধের শুরুটা হয় কোনো একটি পক্ষের লালিত স্বপ্ন বাস্তবায়নের চিন্তা হইতে। তবে সেই ক্ষেত্রে মুশকিল হইয়া উঠে যুদ্ধের 'ভুল হিসাবনিকাশ', যাহা প্রায় ক্ষেত্রেই যুদ্ধবাজপক্ষের চোখে পড়ে না। খুব দ্রুত ও সহজে এবং স্বল্পমাত্রার ক্ষয়ক্ষতির বিনিময়েই বিপক্ষশক্তিকে ধরাশায়ী করিয়া চূড়ান্ত বিজয় অর্জন করা যাইবে—সাধারণত এমন চিন্তা হইতেই যুদ্ধের ঘণ্টাধ্বনি বাজায় কোনো কোনো পক্ষ। তবে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দেখা যায়, শক্তিধর বিভিন্ন পক্ষের সম্পৃক্ততায় বিজয়লাভের সমীকরণ ক্রমশ কঠিনতর হইয়া উঠে। অতীতের প্রায় সকল যুদ্ধেই যুদ্ধবাজদের এহেন ভুল হিসাবনিকাশের প্রমাণ পাওয়া যায়।

১৭৯২ সালে অস্ট্রিয়া, হাঙ্গেরি, প্রুশিয়া ও ফ্রান্সের সেনাবাহিনী যুদ্ধক্ষেত্রে ছুটিয়া গিয়াছিল এই বিশ্বাসে যে, একটি বা দুইটি সংঘর্ষের পরেই যুদ্ধ শেষ হইয়া যাইবে, সমস্যার সমাধান হইবে; কিন্তু সেই সংঘাত গড়াইয়াছিল প্রায় ২৫ বছর পুনরাবৃত্তিমূলক যুদ্ধে। আরো ভয়ানক কথা, এই যুদ্ধ প্রধান শক্তিগুলিকে যুদ্ধের ময়দানে টানিয়া আনিয়াছিল, যাহার ফলে যুদ্ধ ছড়াইয়া পড়ে গোটা বিশ্বে। একই ধরনের চিন্তার বশবর্তী হইয়া ১৯১৪ সালের আগস্টে ইউরোপের দেশগুলি যুদ্ধযাত্রা শুরু করে। তাহাদের ধারণা ছিল, সৈনিকেরা অতি অল্প সময়েই যুদ্ধ জয় করিয়া ক্রিসমাস বা বড়দিনের ছুটিতে ঘরে ফিরিয়া আসিবে। সৈন্যরা ঘরে ফিরিয়া আসিয়াছিল বটে, তবে ১৯১৮-এর আগস্টে!

রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনের কথাই যদি ধরা হয়, তিনি ভাবিয়াছিলেন—খুব সহজেই ইউক্রেনকে কবজা করিতে পারিবেন। কিন্তু তিনি কি তাহা পারিয়াছেন? অবশ্যই নয়। বরং ২০২২ সালে শুরু হওয়া এই যুদ্ধ এখনো চলিতেছে। ইউক্রেন যুদ্ধের মধ্যেই বিশ্ব প্রবেশ করে ইসরাইল-হামাস সংঘাতের যুগে। এই যুদ্ধও বন্ধ হয় নাই। উপরন্তু ইহা যেন পৃথিবীর জন্য নূতন 'মহা সংকট' হইয়া উঠিতেছে। এখন পর্যন্ত এই রণক্ষেত্রে প্রাণ ঝরিয়াছে ৩৭ হাজারের বেশি ফিলিস্তিনির, যেইখানে যুদ্ধাহতদের সংখ্যা প্রায় লক্ষের কাছাকাছি। সবচাইতে দুঃখজনক হইল, এই যুদ্ধে নিহতদের প্রায় অর্ধেকই নারী ও শিশু। উল্লেখ্য, ইসরাইল ও হামাসের মধ্যে চলমান সংঘাতের শুরুটা ইসরাইলি ভূখণ্ডে হামাসের আক্রমণের সূত্র ধরিয়া। গত বত্সরের ৭ অক্টোবর ইসরাইলে হামাসের নজিরবিহীন হামলায় নিহত হয় ১ হাজার ২০০ ইসরাইলি। অতঃপর ইসরাইলি বাহিনীর পালটা হামলায় ফিলিস্তিনের গাজা উপত্যকা লাশের সারিতে কানায় কানায় পূর্ণ হইয়া উঠে।

উড্রো উইলসন বলিয়াছেন, 'একবার যুদ্ধ শুরু হইলে সহনশীলতা বলিয়া যে কোনো ব্যাপার আছে, পক্ষগুলি তাহা যেন ভুলিয়াই যায়।' সত্যিই, গাজা যুদ্ধে সহনশীলতার চিহ্ন মাত্র নাই! অন্যান্য যুদ্ধের মতোই এই সংঘাতের বড় ভুক্তভোগী বেসামরিক মানুষ তথা সাধারণ জনগণ, যাহারা যুদ্ধ না করিয়াও যুদ্ধের শিকার। পিয়ার্স ব্রাউনের কথাই যেন তাহাদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য—'আমরা শান্তিতে থাকিতাম। কিন্তু শত্রুরা আমাদের যুদ্ধের মধ্যে ফেলিয়া দিয়াছে।' প্রশ্ন হইল, গাজা যুদ্ধকে টানিয়া লম্বা করিতেছে কে বা কাহারা? মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ইসরাইলকে বারবার গাজায় হামলা চালাইবার ব্যাপারে নিষেধ ও সতর্ক করিতেছে। গোটা বিশ্বই এই ব্যাপারে বেশ সোচ্চার। ইহার পরও কেন যুদ্ধ থামিতেছে না? ইসরাইলি প্রধানমন্ত্রী নিজের রাজনৈতিক স্বার্থে যুদ্ধ দীর্ঘায়িত করিতেছেন বলিয়া গুঞ্জন রহিয়াছে; কিন্তু তাহার হিসাবনিকাশ কতখানি সঠিক? তথ্যপ্রযুক্তিতে ব্যাপক অগ্রগামী ইসরাইল তো চাইলেই হামাসের প্রতি জন সদস্যকে 'পিন পয়েন্ট' করিয়া নির্মূল করিবার সামর্থ্য রাখে! তদুপরি হামাস নিধনের নামে সাধারণ নিরীহ মানুষ হত্যার পেছনে কী হিসাবনিকাশ থাকিতে পারে? অন্যদিকে, ফিলিস্তিনের জনগণকে হামাসের 'মানবঢাল' হিসাবে ব্যবহার করার মধ্যেই-বা কী হিসাবনিকাশ আছে? এইভাবে নিরীহ, নিরপরাধ শিশুদের হত্যার মধ্য দিয়া আর যাহাই হউক, কোনো হিসাবই আলোর মুখ দেখিবে না।

গাজা প্রশ্নে আমেরিকার নীতি দুমুখো

গাজায় যুদ্ধকে কেন্দ্র করে ইসরায়েলের প্রতি যুক্তরাষ্ট্রের খোলামেলা সমর্থন নিয়ে বহু ধরনের প্রশ্ন উঠেছে। বিশ্লেষকদের মতে, তিনি যা করছেন, তাতে যেমন ইসরায়েলের দীর্ঘমেয়াদি স্বার্থ রক্ষা হবে না, তেমনই ফিলিস্তিনিদের ন্যায্য দাবিদাওয়া পূরণ হবে না। তাঁর এ রকম অবস্থানকে মার্কিন পররাষ্ট্রনীতির দুর্বলতা বলেও মনে করা হচ্ছে। ইসরায়েল-ফিলিস্তিন ইস্যুতে বাইডেনের দুমুখো নীতি নিয়ে লিখেছেন **হাসান ফেরদৌস**

এক কই সঙ্গে দুই নৌকায় পা দেওয়ার চেষ্টা করলে তার ফল একটাই, সখাত সলিলে মৃত্যুর আশঙ্কা। গাজা নিয়ে প্রেসিডেন্ট বাইডেন এখন তেমন আশঙ্কার মুখে। একই মুখে তিনি দুই কথা বলছেন। একদিকে তিনি ইসরায়েলকে ধমক দিচ্ছেন, অন্যদিকে কোটি কোটি ডলারের অস্ত্র পাঠাচ্ছেন। মুখে বলছেন, রাফা আক্রমণ হলে তা হবে 'লাল সীমারেখা' লঙ্ঘন। সেই রাফা যখন যুক্তরাষ্ট্রের বোমা দিয়ে উদ্বাস্তু ফিলিস্তিনিদের খুন করা হয়, তাঁর মুখপাত্র হাত কচলে বলেন, না, বাইডেনের ধরে দেওয়া সীমারেখা লঙ্ঘিত হয়নি।

মার্কিন প্রেসিডেন্ট কি পৃথিবীর মানুষকে নির্বোধ মনে করেন?

৭ অক্টোবরে হামাসের সন্ত্রাসী হামলার পর বাইডেন তড়িঘড়ি করে ইসরায়েলে এসে নিজেকে 'জায়নবাদী' বলে ঘোষণা করেছিলেন। সপ্তাহ না যেতেই তিনি টের পেলেন, ইসরায়েলে তাঁর জনপ্রিয়তা আকাশচুম্বী হলেও নিজ দেশের মুসলিম ও আরব ভোটাররা তাঁর ওপর বেজায় ক্ষিপ্ত। ২০২০ সালের নির্বাচনে এরা তাঁর 'নিরাপদ ভোটব্যাংক' ছিল।

গাজা প্রশ্নে তাঁর ইসরায়েল-প্রীতির ফলে সেই আরব-মুসলিম ভোটাররা ভিন্ন সুরে কথা বলছেন। অবস্থা সামাল দিতে তখন কিছুটা গোপনে, তথ্যমাধ্যমের লোকদের না জানিয়ে, তিনি হোয়াইট হাউসে মুসলিম নেতাদের ডেকে তাঁদের কাছে 'ক্ষমা' চাইলেন। তাতে অবশ্য চিড়ে ভেজেনি। সেই সভাতেই মুসলিম নেতারা তাঁদের অসন্তোষের কথা জানালেন।

আপনি একদিকে গাজায় বেসামরিক নাগরিক হত্যায় উদ্বেগ দেখাচ্ছেন, আবার জাহাজবোঝাই অস্ত্র পাঠাচ্ছেন। এমনকি গাজার স্বাস্থ্য দপ্তরের পাঠানো হতাহতের হিসাব মিথ্যা বলে উড়িয়ে দিচ্ছেন। সে বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন ফিলিস্তিনি-যুক্তরাষ্ট্রের মানবাধিকারকর্মী রামি নাশাশিবলি। বাইডেনের মুখের ওপরে তিনি বলেই বসলেন, মিস্টার প্রেসিডেন্ট, আপনার কি কোনো ধারণা আছে হতাহতের সংখ্যা নিয়ে যখন আপনি প্রশ্ন তোলেন, তখন আমাদের কাছে তা কী রকম নিষ্ঠুর ও পরিহাসময় মনে হয়?

সেটা গত বছর নভেম্বরের কথা। এরপর আরও ডজনখানেক সময় বাইডেন মুখের এক কোনা দিয়ে ইসরায়েলের সমালোচনা করেছেন, অন্যদিকে তাদের জাহাজবোঝাই অস্ত্র পাঠিয়েছেন। তিনি নিজে স্বীকার করেছেন, গাজায় ইসরায়েল যেসব অস্ত্র ব্যবহার করছে তার মধ্যে যুক্তরাষ্ট্রের পাঠানো বোমাও রয়েছে। সেসব বোমার আঘাতেই বেসামরিক নাগরিকদের মৃত্যু হচ্ছে। সে কথা উল্লেখ করে সিএনএনকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে বাইডেন বলেন, ইসরায়েল সংযত না হলে যুক্তরাষ্ট্র সেখানে অস্ত্র পাঠানো সাময়িক হলেও বন্ধ করবে।

■ ইসরায়েলে বাইডেনের জনপ্রিয়তা আকাশচুম্বী হলেও নিজ দেশের মুসলিম ও আরব ভোটাররা তাঁর ওপর বেজায় ক্ষিপ্ত।

■ 'আসলে সব পক্ষকে খুশি করার চেষ্টায় বাইডেন একবার এক কথা বলছেন, পরক্ষণেই ভিন্ন কথা।'

■ তিনি যা করছেন, তাতে যেমন ইসরায়েলের দীর্ঘমেয়াদি স্বার্থ রক্ষা হবে না, তেমনই ফিলিস্তিনিদের ন্যায্য দাবিদাওয়া পূরণ হবে না।

■ সামনে নির্বাচন, সে কথা মাথায় রেখে বাইডেনের অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক নীতি একেবারে তেলেঝোলে একাকার।

বস্তুত, এই তথাকথিত 'পজ' বা সাময়িক বিরতি স্থায়ী ছিল মাত্র চার দিন। ৯ মে অস্ত্র প্রেরণে 'বিরতি' ঘোষণার খবর বাসি হতে না হতেই ১৫ মে বাইডেন প্রশাসন কংগ্রেসকে জানায় যে তারা ইসরায়েলকে অতিরিক্ত এক বিলিয়ন ডলারের অস্ত্র পাঠাচ্ছে। জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা জ্যাক সালিভান সিবিএস নিউজকে জানান, 'আমরা ইতিপূর্বে অনুমোদিত অস্ত্রের পুরো চালান পাঠাব। ইসরায়েলের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার ব্যাপারে আমাদের কথার কোনো নড়চড় হবে না।' এরা কি পৃথিবীর মানুষকে উল্লুক মনে করে?

প্রায় একই রকম মন্তব্য করেছেন ওয়াশিংটনের আরব সেন্টারের পরিচালক ইউসেফ মুনায়ের। ওয়াশিংটন পোস্টকে তিনি বলেছেন, একই সঙ্গে দুরকম কথা বলার ফলে বাইডেন প্রশাসনের বিশ্বাসযোগ্যতা প্রশ্নবিদ্ধ হয়ে পড়েছে। 'আসলে সব পক্ষকে খুশি করার চেষ্টায় বাইডেন একবার এক কথা বলছেন, পরক্ষণেই ভিন্ন কথা।'

সামনে নির্বাচন, সে কথা মাথায় রেখে বাইডেনের অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক নীতি একেবারে তেলেঝোলে একাকার।

বাইডেন যে একই সঙ্গে ইসরায়েলের সমালোচনা ও তাকে নিজের ছাতার তলে আশ্রয় দিচ্ছেন, তার সর্বশেষ উদাহরণটি আরও চমৎকার। টাইম ম্যাগাজিনের সঙ্গে এক সাক্ষাৎকারে তিনি বললেন, কোনো সন্দেহ নেই নিজের রাজনৈতিক অস্তিত্বের জন্য নেতানিয়াহু যুদ্ধ প্রলম্বিত করছেন। মঙ্গলবার সেই তিনি এক সাংবাদিকের প্রশ্নের জবাবে বললেন, না, যুদ্ধ নিয়ে নেতানিয়াহু কোনো রাজনীতি করছেন বলে মনে হয় না। বরং যে কঠিন চ্যালেঞ্জের তিনি সম্মুখীন, তা সামলাতে তিনি যথাসাধ্য চেষ্টা করছেন।

আপনার কোন কথাটা ঠিক, মিস্টার প্রেসিডেন্ট?

আরও একটা উদাহরণ দিই। মুখে মুখে অনেকবারই অস্ত্র না পাঠানোর কথা বলেছেন প্রেসিডেন্ট বাইডেন। অথচ তাঁর প্রশাসন ইসরায়েলকে অতিরিক্ত এক স্কোয়াড্রন এফ-৩৫ যুদ্ধবিমান প্রেরণের ব্যাপারে নতুন চুক্তি ঘোষণা করেছে।

স্টেট ডিপার্টমেন্টের এক সাবেক কর্মকর্তা, জশ পল, গাজায় মার্কিন নীতির প্রতিবাদে পদত্যাগ করেছেন। তিনি মন্তব্য করেছেন, বাইডেন প্রশাসনের ঠিক এই মুহূর্তেই যে এই রকম একটি চুক্তি ঘোষণা করতে হলো, তাতে স্পষ্ট তারা গাজায় যুদ্ধ বন্ধের ব্যাপারে মোটেই 'সিরিয়াস' নয়।

বাইডেনের এই দুমুখো অবস্থান কতটা ক্ষতিকর, সে কথা খোলাসা করে বলেছেন ব্রুকিংসের শিবলি তেলহামি। তাঁর কথায়, বাইডেন এক বিপজ্জনক খেলায় নেমেছেন। তিনি যা করছেন, তাতে যেমন ইসরায়েলের দীর্ঘমেয়াদি স্বার্থ রক্ষা হবে না, তেমনই ফিলিস্তিনিদের ন্যায্য দাবিদাওয়া পূরণ হবে না। আমরা জানি, বাইডেন মুখে মুখে গণতন্ত্র ও আন্তর্জাতিক আইনের কথা বলতে ভালোবাসেন।

জর্ডানের বাদশা আবদুল্লাহ সেদিকে কটাক্ষ করে মন্তব্য করেছেন, বাইডেন নিজের সুবিধামতো আন্তর্জাতিক আইনের প্রয়োগ করতে ভালোবাসেন। হামাসের হামলা আন্তর্জাতিক আইনের লঙ্ঘন, কিন্তু ইসরায়েল যখন সেই একই আইন তিন গুণ লঙ্ঘন করে, তখন তাঁর মুখে রা নেই। কেন, ফিলিস্তিনি জীবনের মূল্য কি ইসরায়েলি জীবনের চেয়ে কম?

বস্তুত, আন্তর্জাতিক আইন প্রয়োগের প্রশ্নে বাইডেন প্রশাসন কতটা 'সিলেকটিভ', তার সেরা উদাহরণ সম্প্রতি আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালত বা আইসিসি কর্তৃক ইসরায়েলি প্রধানমন্ত্রী ও যুদ্ধমন্ত্রীর বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা নিয়ে বাইডেন প্রশাসনের প্রতিক্রিয়া। সে ঘোষণা আসার সঙ্গে সঙ্গে বাইডেন প্রশাসন তাঁকে অযৌক্তিক, অভাবিত ও বেআইনি বলে প্রত্যাখ্যান করেছে। গাজায় কোনো জেনোসাইড বা জাতিহত্যা হচ্ছে না, আইসিসি যা করছে তা ভুল, বাইডেন নিজে সে কথা বলেছেন।

এক বছর আগে (১৩ মার্চ ২০২৩) সেই আইসিসি থেকে যখন রুশ প্রেসিডেন্ট পুতিনের বিরুদ্ধে ইউক্রেনে যুদ্ধাপরাধে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি করা হলো, প্রেসিডেন্ট বাইডেন রীতিমতো হাততালি দিয়ে বললেন, বেশ হয়েছে, ঠিক হয়েছে। 'কোনো সন্দেহ নেই ইউক্রেনে যা হচ্ছে তা জেনোসাইড,' তিনি বললেন।

মার্কিন কংগ্রেস অবশ্য বাইডেনের চেয়েও দেড় গুণ সরেস। রিপাবলিকান ও ডেমোক্রেটিক—উভয় দলের সদস্যদের প্রায়-ঐকমত্যের ভিত্তিতে গৃহীত এক প্রস্তাবে মার্কিন কংগ্রেস শুধু যে আইসিসির গ্রেপ্তারি পরোয়ানার সিদ্ধান্ত প্রত্যাখ্যান করে তা-ই নয়, আইসিসির কৌঁসুলি করিম খান ও তাঁর পরিবারের সদস্যদের বিরুদ্ধে নিষেধাজ্ঞা আরোপের আগাম হুমকি দেয়।

উল্লেখ্য, যুক্তরাষ্ট্র মুখে আন্তর্জাতিক আইনের পক্ষে নিজের সমর্থন যত ঢাকঢোল পিটিয়ে জানান দিক না কেন, তারা নিজেরাই আইসিসিকে স্বীকৃতি জানায়নি। কারণ একটাই, পৃথিবীর নানা প্রান্তে কোনো প্রতিবাদ-প্রতিরোধ ছাড়া যুক্তরাষ্ট্র যেসব বেআইনি কাজ করে চলেছে, আইসিসির আইনগত বৈধতা মেনে নিলে একদিন না একদিন গ্রেপ্তারি পরোয়ানা তাদের বিরুদ্ধেও জারি হতে পারে, এই ভয়।

ইসরায়েল প্রশ্নে বাইডেনের পরস্পরবিরোধী নীতির ফল দাঁড়িয়েছে এই যে পৃথিবীর অধিকাংশ মানুষ এখন আর বাইডেন বা মার্কিন প্রশাসনকে বিশ্বাস করে না। তাঁকে কেউ ভয়ডর করে বলেও মনে হয় না। গত সপ্তাহে বাইডেন মহাসমারোহে গাজার যুদ্ধবিরতি প্রস্তাব করে তিন দফা পরিকল্পনা ঘোষণা করেছিলেন।

হামাস ও ইসরায়েল উভয়ের সঙ্গে সলাপরামর্শ করেই প্রস্তাবটা করা হয়েছিল। হামাস প্রায় তাৎক্ষণিকভাবে সে প্রস্তাবকে স্বাগত জানায়, কিন্তু প্রধানমন্ত্রী নেতানিয়াহু তাঁর ক্যাবিনেটের মতামত উপেক্ষা করে বলে বসলেন, হামাস নিশ্চিহ্ন না হওয়া পর্যন্ত যুদ্ধবিরতির প্রশ্নই ওঠে না। ইসরায়েল, যে কিনা যুক্তরাষ্ট্রের পোষা 'পুডল' (ছোট আকারের কুকুর), সে-ও মার্কিন প্রেসিডেন্টের মুখের ওপর বলে দিচ্ছে তাঁর কথাকে সে থোড়াই পাত্তা দেয়।

অবশ্য এ কথাও ঠিক, যুক্তরাষ্ট্র যদি চায়, নেতানিয়াহুকে কাবু করা তার জন্য কঠিন কোনো ব্যাপার নয়। প্রখ্যাত অর্থনীতিবিদ জেফ্রি স্যাকস মনে করেন, বাইডেন সত্যি সত্যি চাইলে গাজায় ইসরায়েলি আগ্রাসন এক দিনে বন্ধ করা সম্ভব। তিনি তা করবেন না ইসরায়েলের প্রতি তাঁর ব্যক্তিগত আনুগত্য ও যুক্তরাষ্ট্রের ইহুদি লবির চাপ—এই দুই কারণে।

গাজা প্রশ্নে এই একপেশে নীতি অনুসরণ করে বাইডেন হয়তো ইসরায়েলকে বাঁচাতে পারবেন, কিন্তু নভেম্বরের নির্বাচনে আরব, মুসলিম ও তরুণ ভোটারদের প্রতিরোধের ফলে নিজের গদি সামলাতে পারবেন কি না, তা নিয়ে বিস্তর সন্দেহ রয়েছে।

হাসান ফেরদৌস প্রাবন্ধিক
সৌ: প্র: আ:

ইউক্রেন যুদ্ধ থেকে যা শেখার ছিল, যা শেখার আছে

জোসেফ এস নাই

রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন ২০০২ সালের ফেব্রুয়ারিতে যখন ইউক্রেনে আক্রমণের আদেশ দিয়েছিলেন, তখন তিনি দ্রুত ইউক্রেনের রাজধানী কিয়েভ দখল করে ইউক্রেনে সরকার পাল্টে দেওয়ার পরিকল্পনা করেছিলেন। কিন্তু পুতিন সফল হতে পারেননি। ইউক্রেনে এখনো লড়াই চলছে। এই লড়াই কখন কীভাবে শেষ হবে, তা কেউ জানে না। যদি কেউ এই সংঘাতকে ইউক্রেনের 'স্বাধীনতার যুদ্ধ' হিসেবে দেখেন, তাহলে তিনি ইউক্রেনের সীমানা কতটা দখল হয়েছে, সেদিকে খুব বেশি মনোযোগ না দিয়েই বলতে পারেন, ইউক্রেনীয়রা ইতিমধ্যে জয়ী হয়েছেন।

এ ছাড়া ইউক্রেনের ব্যাপারে পুতিনের আচরণ ইউক্রেনের জাতীয় পরিচয়কে আরও শক্তিশালী করে দিয়েছে।

এই যুদ্ধ থেকে এর বাইরে আমরা আর কী শিখেছি? প্রথম আমরা শিখলাম পুরোনো এবং নতুন অস্ত্র একে অপরের পরিপূরক।

রাজধানী কিয়েভ রক্ষায় ট্যাংকবিধ্বংসী অস্ত্রের প্রাথমিক সাফল্যের পর আধুনিক যুদ্ধে ট্যাংক-যুগের সমাপ্তি ঘটেছে বলে অনেকে মন্তব্য করছিলেন।

ওই সময় আমি সঠিকভাবেই সতর্ক করেছিলাম, ট্যাংক যুগের সমাপ্তি হয়েছে বলে যে ঘোষণা আসছে, তা অপরিপক্ব প্রমাণিত হতে পারে।

কারণ, যুদ্ধটি উত্তর শহরতলি থেকে ইউক্রেনের পূর্ব সমভূমির দিকে চলে গেছে।

অবশ্য তখনো আমি ট্যাংক ও যুদ্ধজাহাজবিধ্বংসী অস্ত্র হিসেবে ড্রোনের কার্যকারিতা অনুমান করতে পারিনি।

কখনো আমি ভাবতে পারিনি, ইউক্রেন কৃষ্ণসাগরের পশ্চিম দিকের অর্ধেক এলাকা থেকে রুশ নৌবাহিনীকে তাড়িয়ে দেওয়ার ক্ষমতা রাখে।

এই যুদ্ধ থেকে দ্বিতীয় যে পাঠ আমরা নিতে পারি, সেটি হলো পারমাণবিক অস্ত্র শত্রুদের ঠেকিয়ে রাখতে কাজ করে। পুতিনের পারমাণবিক অস্ত্রের ব্যবহারের হুমকি ন্যাটোকে ইউক্রেনে সেনা পাঠানোয় বাধা দিয়েছে।

তবে বিষয়টি এমন নয় যে ইউরোপের চেয়ে রাশিয়ার পারমাণবিক অস্ত্রের সক্ষমতা বেশি। রাশিয়ার ইউরোপকে ঠেকিয়ে রাখতে পারার বড় কারণ হলো, পুতিন ইউক্রেনকে জাতীয় স্বার্থের গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হিসেবে নিলেও

ইউরোপের নেতারা বিষয়টি সেভাবে ভাবেননি।

তবে পুতিনের হুমকি ইউক্রেনকে অস্ত্র দেওয়া থেকে বিরত রাখতে পারেনি। পাশাপাশি পুতিনকে ন্যাটোভুক্ত দেশগুলোতে হামলা চালানো থেকে পশ্চিমারা ঠিকই বিরত রাখতে পেরেছে।

তৃতীয় শিক্ষণীয় বিষয় হলো, অর্থনৈতিকভাবে পারস্পরিক নির্ভরশীলতা যুদ্ধ এড়ানোর নিশ্চয়তা দিতে পারে না। কিছু জার্মান নীতিনির্ধারক অনুমান করেছিলেন, রাশিয়ার সঙ্গে বাণিজ্য সম্পর্ক ছিন্ন করলে তার জন্য রাশিয়া এবং ইউরোপ উভয় পক্ষকে চড়া মূল্য দিতে হবে।

এ কারণে কোনো পক্ষই প্রকাশ্য শত্রুতায় জড়াবে না। কিন্তু এখন দেখা যাচ্ছে, অর্থনৈতিক পারস্পরিক নির্ভরতা যুদ্ধ ঠেকাতে পারে না বরং যুদ্ধের খরচ বাড়াতে পারে।

চতুর্থ শিক্ষণীয়টি হলো কোনো দেশের ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করলে স্বল্প মেয়াদে ভালো কোনো ফল পাওয়া যায় না, বরং খরচের হিসাব লম্বা হতে থাকে। রাশিয়ার ওপর পশ্চিমারা নিষেধাজ্ঞা দেওয়ার পর রাশিয়া বিকল্প মিত্র বেছে নিয়েছে।

রাশিয়ার কাছ থেকে সস্তায় জ্বালানি কিনেছে ভারত ও চীন। বরং রাশিয়া থেকে তেল আনতে না পারায় ইউরোপের অনেক দেশের মধ্যেই অস্থিরতা শুরু হয়েছে।

পঞ্চম পাঠ হলো, তথ্যযুদ্ধের ধরন এখন অনেক পাল্টে গেছে।

আধুনিক তথ্যযুদ্ধে কোন পক্ষের সেনাবাহিনী জিতেছে, শুধু সেটিকে বড় করে প্রচার করাই শেষ কথা নয়, বরং কে কোন গল্প বা ভাষ্যকে বেশি বিশ্বাসযোগ্যভাবে প্রচার করতে পারছে, সেটি বড় বিষয়।

অনেক বিশ্লেষক ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন, ইউক্রেনের অবকাঠামো এবং সরকারের বিরুদ্ধে রাশিয়ার সাইবার হামলা অসাধ্য সাধন করবে। ড্রোন ব্যবহারের জন্য প্রয়োজনীয় সংযোগগুলো সাইবার হামলার মাধ্যমে নিয়ন্ত্রণে নেওয়া সম্ভব। সেটি যুদ্ধকে এখন আরও জটিল করে তুলেছে।

ষষ্ঠ পাঠ হলো, যুদ্ধে মনস্তাত্ত্বিক প্রভাব বিস্তার করার জন্য সফট পাওয়ারও প্রয়োজন। পুতিন শুরুর দিকে সাফ পাওয়ারের পরীক্ষায় ফেল করেছিলেন।

ইউক্রেনে হামলার প্রথম দিকে বিশ্ববাসীর কাছে পুতিনের সমর্থন কমে গিয়েছিল। অন্যদিকে ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনস্কির সাহসী ভূমিকা তাকে জনপ্রিয় করে তুলেছিল।

এই সফট পাওয়ার জেলেনস্কি ও তাঁর সহযোদ্ধাদের অনেক বেশি সাহসী করে তুলেছে।

সপ্তম শিক্ষণীয় বিষয়টি হলো, আধুনিক যুদ্ধে সাইবার সক্ষমতা বুলেটের চেয়ে কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। রাশিয়া কমপক্ষে ২০১৫ সাল থেকে ইউক্রেনের পাওয়ার গ্রিডের নিয়ন্ত্রণ নেওয়ার জন্য সাইবার অস্ত্র ব্যবহার করেছে।

অনেক বিশ্লেষক ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন, ইউক্রেনের অবকাঠামো এবং সরকারের বিরুদ্ধে রাশিয়ার সাইবার হামলা অসাধ্য সাধন করবে। ড্রোন ব্যবহারের জন্য প্রয়োজনীয় সংযোগগুলো সাইবার হামলার মাধ্যমে নিয়ন্ত্রণে নেওয়া সম্ভব। সেটি যুদ্ধকে এখন আরও জটিল করে তুলেছে।

জোসেফ এস নাই হার্ভার্ড কেনেডি স্কুলের একজন ইমেরিটাস অধ্যাপক ও যুক্তরাষ্ট্রের সাবেক সহকারী প্রতিরক্ষামন্ত্রী
ইংরেজি থেকে সংক্ষিপ্ত আকারে অনূদিত

প্রথম নজর

নিট-এ ভয়েস স্কুলের সাফল্য অব্যাহত

মনিরুজ্জামান ● কলকাতা

আপনজন: অতীতের সাফল্যের ধারা বজায় রেখে এবারও সর্বভারতীয় ডাক্তারী প্রবেশিকা পরীক্ষা নিট-এ সফল ভয়েস পাবলিক স্কুলের পড়ুয়ারা।এবছর ভয়েস পাবলিক স্কুল থেকে মেডিকেলে পড়ার সুযোগ পেতে চলেছেন ৫৯ জন পড়ুয়া।গতবছর এই সংখ্যাটা ছিল ৪২। অর্থাৎ এবার অনেকটাই ভালো ফলাফল করেছে এই স্কুলের পড়ুয়ারা।

ভয়েস পাবলিক স্কুলের নিট-এর কোচিংয়ের জন্য দুটো ক্যাম্পাস আছে। মেয়েদের জন্য কলকাতার সায়েন্স সিটির কাছে উত্তর পঞ্চান্নগ্রাম এবং ছেলেদের জন্য কলকাতার তারাতলা নেচার পার্কের কাছে।যে কটি আবাসিক সেন্টার আছে তারমধ্যে ভয়েস পাবলিক স্কুল অন্যতম।এখান থেকে উত্তরোত্তর সাফল্য পাচ্ছেন পড়ুয়ারা।ভয়েস পাবলিক স্কুলের এই ক্যাম্পাস দুটোই আবাসিক।

এ বছর নিট-এ ভয়েস পাবলিক স্কুল থেকে সর্বোচ্চ ৬৭০ নম্বর পেয়েছেন দু'জন।এই নম্বর এসেছে ৭২০-র মধ্যে।মেয়েদের মধ্যে অনন্যা মিত্র এবং ছেলেদের মধ্যে সুমন মন্ডল এই ৬৭০ নম্বর পেয়েছেন।এরমধ্যে সুমন মন্ডলের সর্বভারতীয় র‍্যাঙ্ক ১৪২৫৯।দক্ষিণ দিনাজপুরের গঙ্গারামপুর থানার পুলিন্দা গ্রামের বাসিন্দা সুমনের বাবা সিদ্দিক হোসেন মন্ডল ভয়েস পাবলিক স্কুলেরই কর্মী এবং মা সারিফা বিবি হলেন একজন গৃহবধূ। ৬৭০ নম্বর পাওয়া অনন্যার সর্বভারতীয় র‍্যাঙ্ক ১৪৭৭৭। হাওড়ার শ্যামপুর থানার গড়চুমুক গ্রামের বাসিন্দা অনন্যার বাবা মিলন কান্তি মিত্র ইটভাটায় কাজ করেন এবং মা অশ্রুকণা মিত্র হলেন একজন আশা কর্মী। ৬৬৯ নম্বর পেয়ে এই স্কুলের তৃতীয় সাহানাজ পারভিন।তাঁর সর্বভারতীয় র‍্যাঙ্ক ১৫৩৩৮। মুর্শিদাবাদের ভগবানগোলা থানার নতুনপাড়া কাসিয়াডাঙ্গা গ্রামের সাহানাজের বাবা মেসের আলী একজন মাছ বিক্রেতা এবং মা বিলকিস বেগম হলেন একজন গৃহবধূ। নিতান্তই নিম্নমধ্যবিত্ত পরিবার থেকে উঠে এসে আজ সাফল্যের মুখ দেখেছেন এঁরা প্রত্যেকেই।প্রত্যেকেই আজ এই সাফল্যে খুশি।আগামী দিনে সমাজের বুকে নিজস্ব একটা ছাপ রাখতে চান প্রত্যেকেই।

ভয়েস পাবলিক স্কুলের সম্পাদক জাহাঙ্গীর বিশ্বাস "আপনজন"কে বলেন, প্রতিবারের মতো এবারও সবাই ভালো ফল করেছে। এদের প্রত্যেকের মধ্যে একটা চেষ্টা ছিল।পড়ুয়াদের মধ্যে সফল হওয়ার একটা চাহিদা ছিল।সেটাকেই তারা কাজে লাগিয়েছে।এই সাফল্যের ৯৯ ভাগ কৃতিত্ব পড়ুয়াদের।আমরা শুধু তাদের পাশে দাঁড়িয়ে থেকে সাহায্য করে গিয়েছি।

বাঁকুড়ায় ভোটে পিছিয়ে কেন, ময়নাতদন্ত শুরু তৃণমূলের

সঞ্জীব মল্লিক ● বাঁকুড়া

আপনজন: লোকসভা ভোটে রাজ্য জুড়ে ভরাডুবি হয়েছে গেরুয়া শিবিরের। বাঁকুড়া লোকসভা কেন্দ্রে তৃণমূলের কাছে হারতে হয়েছে প্রাক্তন কেন্দ্রীয় শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী সুভাষ সরকারকে। সারা রাজ্যের এই সবুজ ঝড়ের মাঝেই তৃণমূলের কাঁটা হয়ে রইল বাঁকুড়া শহর। শহরের ২৪ টি ওয়ার্ডের মধ্যে ২১ টিতেই এগিয়ে গেরুয়া শিবির। বাঁকুড়া শহরে কেন এমন উলটপুরাণ? এর পিছনে কী রয়েছে অন্তর্ঘাত নাকি অন্যকিছু তা জানতে ফলাফল কাঁটাছেঁড়া করতে শুরু করেছে তৃণমূল।

বিজেপির যুক্তি শহরের শিক্ষার হার বেশি থাকায় মানুষের রায় গেছে গেরুয়ার পক্ষে।

বাঁকুড়া শহর সহ বাঁকুড়া বিধানসভা দীর্ঘদিন ধরেই তৃণমূলের শক্ত ঘাঁটি হিসাবে পরিচিত। ২০২১ সালে সেই মিথ ভেঙে দেয় গেরুয়া শিবির। যদিও গত পুরসভা নির্বাচনে বাঁকুড়া শহরে কার্যত ধরাশায়ী হয়ে যায় বিজেপি। পুরসভার ২৪ টি ওয়ার্ডের মধ্যে ২১ টিতে সরাসরি তৃণমূল ও ৩ টি ওয়ার্ডে তৃণমূলেরই বিক্ষুব্ধ নির্দল প্রার্থী জয়লাভ করে। কিন্তু দুবছর যেতে না যেতেই এই লোকসভা ভোটে ফের উলটপূরাণ। বাঁকুড়া লোকসভা কেন্দ্রের মধ্যে ৬ টি বিধানসভায় তৃণমূল এগিয়ে থাকলেও বিজেপি বাঁকুড়া বিধানসভায় ব্যপক ভোটে এগিয়ে থাকে। বাঁকুড়া বিধানসভায় বিজেপি এগিয়ে রয়েছে ১৬ হাজার ৩১২ টি ভোটে। এই ব্যবধানের বড় কৃতিত্ব বাঁকুড়া পুর এলাকার। জানা গেছে পুরসভার ২৪ টি ওয়ার্ডের মধ্যে ২১ টিতেই সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোট পেয়েছে বিজেপি। বিজেপির যুক্তি শহরের ভোটার শিক্ষিত। সেই শিক্ষিত ভোটার কেন্দ্রের বিভিন্ন উন্নয়নমূলক প্রকল্প সম্পর্কে অবহিত হওয়ার কারনেই ওই ভোট গেছে বিজেপির ভোটবাক্সে। পাশাপাশি বিজেপির স্বীকারোক্তি লোকসভার বাকি অংশের মানুষকে প্রকল্পগুলি সম্পর্কে বোঝাতে ব্যর্থ হওয়ার কারনেই সেখানে পিছিয়ে গেছে গেরুয়া শিবির। লোকসভার ৬ টি বিধানসভায় জয়ের পরেও জেলা সদর বাঁকুড়া শহরে এই পিছিয়ে থাকা কোনোভাবেই মেনে নিতে পারছে না ঘাসফুল শিবির। ইতিমধ্যেই এমন ফলাফলের কারন নিয়ে দলের অন্দরে শুরু হয়েছে কাটাছেঁড়া। তৃণমূলের দাবী পানীয় জল থেকে রাস্তাঘাট সর্বক্ষেত্রে পুরসভা ব্যপক উন্নয়ন ঘটিয়ে থাকলেও শহরে কেন এমন শোচনীয় ফলাফল হল তা খতিয়ে দেখা হবে। এক্ষেত্রে অন্তর্ঘাতের তত্বও একেবারে উড়িয়ে দিতে পারছেন না বিশেষজ্ঞ মহল।

রাতের অন্ধকারে বাবাকে কুড়ুল দিয়ে কুপিয়ে খুন ছেলের

নিজস্ব প্রতিবেদক ● দিনহাটা

আপনজন: গভীর রাতে বাবাকে কুড়ুল দিয়ে কুপিয়ে খুন ছেলের। মৃত ব্যক্তির নাম অবিরাম দাস (৭০) । তুফানগঞ্জ ১ নম্বর ব্লকের অন্ধরান ফুলবাড়ী ১ গ্রাম পঞ্চায়েতের উল্লার খাওয়া ঘাট নয়েশ্বরী এলাকার ঘটনা। শুক্রবার রাতেই ঘটনাস্থলে পৌঁছে দেহটিকে উদ্ধার করে তুফানগঞ্জ থানার পুলিশ। ঘটনায় শুক্রবার রাতে দুই ছেলেকে আটক করা হলে বড় ছেলে রামচন্দ্র দাসকে ছেড়ে দিলেও ছোট ছেলে অভিযুক্ত লক্ষণ দাসকে গ্রেফতার করে পুলিশ। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যেতে পারে,অবিরাম দাসের দুই ছেলে ও দুই মেয়ে তিনজনের বিয়ে হয়ে গেলেও এখনো পর্যন্ত অভিযুক্ত লক্ষণ দাস বিয়ে করেনি। সে সবসময় নেশা করে বাড়িতে অত্যাচার চালাতো এবং তার বাবাকে প্রাণে মারার হুমকিও দিত। এমনকি সে তার বাড়িতে এর আগেও অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটিয়েছিল বলে জানা যায়। তার অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে ওঠে পরিবারের লোকজন। তাই বছরখানেক আগে লক্ষণ দাসকে তুফানগঞ্জ মানসিক হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছিল বলে জানা যায়। কিন্তু হাসপাতালে তাকে ১৪ দিন রাখার পরে ছেড়ে দেয় হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ। তাই বাধ্য হয়ে দুই ভাই আলাদাভাবে থাকে বলে জানান অবিরাম দাসের বড় ছেলে রামচন্দ্র দাস। তিনি আরো জানান, প্রত্যেকদিনের মত বাজার থেকে শুক্রবার রাত আনুমানিক নটার সময় বাড়িতে ফেরে তার বাবা।

ঘটনার সময় তিনি বাড়িতে ছিলেন না । বাড়ি ফিরে দেখতে পারেন তার বাবা রক্তাক্ত অবস্থায় ঘরে পড়ে রয়েছে এবং তার ছোট ভাই কুড়ুল নিয়ে রান্না ঘরের বারান্দায় বসে রয়েছে। তার চিৎকারে আশেপাশের লোকজন ছুটে আসলে দেখতে পারে রক্তাক্ত অবস্থায় নিথর দেহ পড়ে রয়েছে এবং বাড়ির পেছনের দিকে একটি গর্ত করা রয়েছে। তবে প্রাথমিকভাবে অনুমান করা হচ্ছে যে মেরে মাটিতে পুঁতে প্রমাণ লোপাটের চেষ্টা চালানোর পরিকল্পনা ছিল অভিযুক্ত লক্ষণ দাসের। ঘটনায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে তুফানগঞ্জ এলাকাতে।

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

সোশ্যাল মিডিয়া নিয়ে আলোচনা সভা বোলপুরে

আমীরুল ইসলাম ● বোলপুর

আপনজন: সারা রাজ্যের সোশ্যাল মিডিয়া ইনফ্লুয়েন্সার ও ইউটিউবারদের একত্রিত করে তাদের মধ্যে সমন্বয় স্থাপন করে আগামীদিনে এগিয়ে যাওয়ার প্রথম গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ হিসাবে তিনটি জেলার প্রায় ১০০জন প্রতিনিধিকে নিয়ে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হল বোলপুরে। শনিবার সকালে বোলপুরের মুলুকে অবস্থিত স্বাধীন ক্যাম্পাসে এই আলোচনা সভায় বীরভূম, পূর্ব ও পশ্চিম বর্ধমানের শতাধিক সোশ্যাল মিডিয়া ইনফ্লুয়েন্সার ও ইউটিউবার উপস্থিত ছিলেন। এই সভায় এই উদ্যোগের আহ্বায়ক মলয় পীটের আহ্বানে আয়োজিত সভায় সামাজিক উন্নয়নে সদর্থক সংবাদ বা পজিটিভ নিউজ পরিবেশনের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়। সেইসঙ্গে রাজ্যে থাকা সোশ্যাল মিডিয়া ইনফ্লুয়েন্সার ও ইউটিউবারদের একত্রিত করে তাদের সমন্বয়ে একটি ফোরাম গঠন ও সেই ফোরামের মুখপত্র হিসাবে আগামীদিনে সমাজে সদর্থক বার্তা পৌঁছে দেবার লক্ষ্যে Positive বার্তা থাকবে বলে জানানো হয়েছে।এদিনের সভায় শতাধিক সোশ্যাল মিডিয়া ইনফ্লুয়েন্সার ও ইউটিউবার ছাড়াও বহু বিশিষ্টজন উপস্থিত ছিলেন।

ভোট শেষে বকেয়া কর আদায়ে কড়া পদক্ষেপ ইংরেজবাজার পুরসভার

দেবাশীষ পাল ● মালদা

আপনজন: মালদা তে লোকসভার ফলাফল ঘোষণার পর বকেয়া ট্যাক্স আদায়ে কড়া পদক্ষেপ ইংরেজবাজার পৌরসভার। নতুন ট্যাক্স নিয়ে খুব্ধ ব্যবসায়ী মহল। পৌরসভার সিদ্ধান্তকে সমর্থন বিরোধী কাউন্সিলরের। প্রায় ৩০ কোটি টাকার ট্যাক্স বাকি পৌরসভার। কমার্শিয়াল ট্যাক্স, রেসিডেন্সিয়াল ট্যাক্স, সেন্ট্রাল ট্যাক্স সহ বিভিন্ন ট্যাক্সের বকেয়া তুলতে কড়া পদক্ষেপ নিতে শুরু করেছে পৌরসভা। ইতিমধ্যে নোটিশ জারি করা হয়েছে পৌরসভার পক্ষ থেকে। ইংরেজ বাজার পৌরসভার চেয়ারম্যান কৃষ্ণেন্দু নারায়ন চৌধুরী বলেন, বহুদিন ধরে প্রায় ৩০ কোটি টাকা ট্যাক্স বকেয়া রয়েছে। বকেয়া তুলতে পৌরসভার পক্ষ থেকে নোটিশ জারি করা হচ্ছে।

ইংরেজবাজার পৌরসভার বিরোধী কাউন্সিলর অম্লান ভাদুরি বলেন, পৌরসভার প্রচুর টাকার ট্যাক্স বকেয়া রয়েছে। পৌরসভার কর্মীসহ অন্যান্য খরচ ওই টাকা দিয়ে চলে। সঠিক সিদ্ধান্ত নিয়েছে পৌরসভা। তবে ভোট ফলাফল ঘোষণার পর নোটিশ জারি না করলেই ভালো হতো। মালদা মার্চেন্টস চেম্বার অফ কমার্সের সভাপতি জয়ন্ত কুন্ডু বলেন, সত্যিই প্রচুর টাকা বকেয়া রয়েছে পৌরসভার। কমার্শিয়াল ট্যাক্স সহ বিভিন্ন ট্যাক্স বকেয়া রয়েছে। ইতিমধ্যে পৌরসভার পক্ষ থেকে চিঠি করা হচ্ছে। তবে ব্যবসায়ীদের একটু সময় নিয়ে চিঠি দিলে ভালো হতো। ব্যবসায়ীদের উপর নতুন ট্যাক্স চাপোনোই সমস্যায় পড়বে ব্যবসায়ীরা।

নবনির্মিত থ্যালাসেমিয়া হাসপাতালে পরিষেবা শুরু

নিজস্ব প্রতিবেদক ● হাওড়া

আপনজন: হাওড়ার পঞ্চাননতলা রোডে অবস্থিত ডাঃ শীতলচন্দ্র ঘোষ ল্যাবরেটরি ভবনের আমূল সংস্কারের পর প্রায় নবনির্মিত থ্যালাসেমিয়া হাসপাতাল এবং স্বাস্থ্য পরিষেবা কেন্দ্রের শুভ উদ্বোধন করলেন রাজ্যের খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ ও উদ্যানপালন দপ্তরের মন্ত্রী অরূপ রায়। শনিবার সকালে ওই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন পুরসভার কমিশনার শ্রুতিরঞ্জন মোহান্তি, মুখ্য প্রশাসক ডা: সুজয় চক্রবর্তী-সহ অন্যান্য বিশিষ্টরা। সুজয় বাবু জানান, রোটারি ক্লাব অফ ক্যালকাটা এই কাজে সবরকম সহযোগিতা করেছে। আগামী দিনে এই হাসপাতাল থেকে আরও ভালো পরিষেবা রোগীদের দেওয়া যাবে। শুধু হাওড়া নয়, অন্যান্য জেলা থেকেও থ্যালাসেমিয়া আক্রান্ত শিশুরা এখানে এসে পরিষেবার সুবিধা পাবেন।

অঙ্গনওয়াড়িতে খিচুড়ি মাটিতে ফেলে প্রতিবাদ

নিজস্ব প্রতিবেদক ● মুর্শিদাবাদ

আপনজন: আইসিডিএস সেন্টারে নিম্নমানের খাওয়ার দেওয়ার প্রতিবাদে সেন্টারের শিক্ষিকাকে ঘিরে বিক্ষোভ দেখালেন গ্রামবাসীরা। রান্না করা গরম খিচুড়ি মাটিতে ফেলে বিক্ষোভ দেখালেন অভিভাবকরা। এই নিয়ে তুমুল চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে হরিহরপাড়াতে। শনিবার মুর্শিদাবাদের হরিহরপাড়া থানার আব্দুলপুর ব্রিজ সংলগ্ন এলাকায় এই ঘটনা।

গ্রামবাসীদের অভিযোগ, প্রতিদিনই নিম্নমানের খাওয়ার এবং খিচুড়ির সঙ্গে সব্জি প্রায় কিছুই দেওয়া হয় না। শিশুদের পড়ানো হয় না বলে অভিযোগ। এজন্য শিক্ষিকাকে অবিলম্বে বদলি করার দাবিতে রান্না করা গরম খিচুড়ি মাটিতে ফেলে বিক্ষোভ দেখান অভিভাবকরা। শুধু তাই নয়, তারা দাবি করেন প্রতিনিয়ত যে ধরনের খাবার ওই আইসিডিএস সেন্টার থেকে দেওয়া হয় তা খেলে পড়ুয়াদের দেহের কোন উন্নতি হবে না। কারণ ওই খিচুড়িতে পুষ্টিকর সয়াবিন বা শাকসবজি কিছুই থাকে না। যদিও ওই আইসিডিএস সেন্টার এর দায়িত্বে থাকা শিক্ষিকা দাবি করেছেন তার ১৫০জনের বেশি ছাত্রছাত্রী রয়েছেন। অনেকে আসে না। আবার অনেক ছাত্রছাত্রীরা খাবার সময় শুধু খাবার নিতে আসে। যারা নিয়মিত স্কুলে আসে তাদের পড়ানো হয়। খিচুড়ি যে নিম্ন মানে দেওয়া হয় বলে অভিযোগ করা হচ্ছে এবং স্কুলে পড়াশোনা করানো হয় না বলে অভিভাবকরা যে প্রতিবাদে সড়ক হয়েছেন তা একটি নির্দিষ্ট চক্রান্ত বলে ঐ শিক্ষিকা দাবি করেন। শিক্ষিকার পাল্টা অভিযোগ মিডিয়ায় প্রচার পেতে গ্রামবাসীরা এই কাণ্ড ঘটিয়েছে।

সোনা পাচারের ছক বানচাল বিএসএফের

নিজস্ব প্রতিবেদক ● নদিয়া

আপনজন: নদিয়ার বাংলাদেশ থেকে সোনা পাচারের ছক বানচাল বিএসএফের উদ্ধার ২০টি সোনার বিস্কুট ২টি সোনার বার। কৃষ্ণগঞ্জ সীমান্তে কড়া নজরদারি রেখেছিল বিএসএফ।পাচারের ছক বানচাল করল সীমান্ত রক্ষী বাহিনী।বড়সড় সাফল্য পেল ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তের বিএসএফ।বাংলাদেশ থেকে ভারতে সোনার বিস্কুট পাচার রুখল তাঁরা। বিএসএফ সূত্রে জানা গিয়েছে,অভিযান চালিয়ে ২০টি সোনার বিস্কুট ২টি সোনার বার উদ্ধার করেছে জওয়ানরা। যার ওজন ৪কেজিরও বেশি।

আনুমানিক বাজার মূল্য ৩ কোটি ২৪ লক্ষ টাকা সীমান্তরক্ষী বাহিনী সূত্রে জানা গিয়েছে, দক্ষিণবঙ্গ অধীন নদিয়ার সীমান্তচৌকি খাজিনবাগানেয় ৩২ ব্যাটালিয়নের কাছে খবর আসে সীমান্ত দিয়ে সোনার বিস্কুট পাচার করা হবে। দক্ষিণবঙ্গ সীমান্তের জনসংযোগ আধিকারিক, ডিআইজি শ্রী এ কেআর্য জানান, খাজিবাগানের ৩২ ব্যাটালিয়ন বিএসএফ সীমান্ত চৌকি সোনা পাচারের খবর দেয়।

প্রশিক্ষণের শংসাপত্র প্রদান সুবিধা বঞ্চিতদের

নিজস্ব প্রতিবেদক ● কলতাতা

আপনজন: Our Heritage of India একটি স্বেছাসেবী সংস্থা। শহরের পথশিশু ও সুবিধা বঞ্চিত ছেলে মেয়েদের শিক্ষা প্রদান ও প্রশিক্ষণ দেওয়ার কাজ করে। গত ৬ ই জুন বৃহস্পতিবার পার্ক সার্কাসের সংস্থার অফিসের টেরেসে আয়োজিত হয়ে গেল সংস্থার ছাত্র ছাত্রীদের computer training ও tailoring এর certificate প্রদান অনুষ্ঠান। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সংস্থার দুই ট্রাষ্টি ফতিমাত জহুরা ও ড. সুধাংশু শেখর জানা। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন চলচ্চিত্র পরিচালক মুজিবর রহমান ও কবি সাগীর হাসনাইন। শহরের একেবারে নিম্ন স্তরে থাকা ছেলে মেয়েরা সম্পূর্ণ বিনা মূল্যে প্রশিক্ষণ শেষে এই শংসাপত্র পেয়ে খুব খুশি। এই প্রশিক্ষণ ও শংসাপত্র তাদের ভবিষ্যতে খুব কাজে লাগবে। শহরের এই সুবিধা বঞ্চিত পরিবারের ছেলে মেয়েদের পাশে Our Heritage of India সব সময় সব রকম ভাবে থাকে।

প্রতিশ্রুতি রক্ষা দেবের, বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি শুরু

সেখ মহম্মদ ইমরান ● মেদিনীপুর

আপনজন: দেব আগেই জানিয়েছিলেন তিনি এবার ভোটে জিতুন বা না জিতুন যতগুলো ভোট পাবেন ততগুলো গাছ লাগাবেন। এবার ভোটে জেতার পর তিনি তবে দেওয়া সেই কথা রাখার কাজ শুরু করলেন।

ঘাটাল লোকসভা কেন্দ্র থেকে ৮,৪১,১৯৫টি ভোট পেয়েছেন অভিনেতা সাংসদ দেব। এবার নিজের কথামতো, গাছ লাগানোর কর্মসূচির তোড়জোড় শুরু। ইতিমধ্যে তাঁর লোকসভা কেন্দ্রের অন্তর্গত সাতটি বিধানসভা কেন্দ্রে প্রথম দফায় ২ লাখ গাছ লাগানোর কাজ শুরু হতে চলেছে। মোট ১০টি নার্সারিতে ২ লাখ গাছের চারা অর্ডার দেওয়া হয়েছে। আজ থেকেই গাছ লাগানোর কাজ শুরু হয়ে যাবে। কেশপুর, সবং, পিংলা, ডেবরা সহ সাত বিধানসভাতেই রবিবার গাছ লাগাবেন দেব। 'আকাশবনি, শাল, সেগুন, শিশু, আম, কাঠাল, জাম ইত্যাদি গাছ লাগানো হবে। সেই অনুযায়ী অর্ডার দেওয়া হয়েছে নার্সারিগুলিতে ।

রবিবার বেলা ১১:৩০মিনিটে সবং এর উচিৎপুর প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে মাঠে শুরু হবে বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি।

ফুরফুরা শরীফে কৃতি ছাত্র-ছাত্রীদের সংবর্ধনা মাদ্রাসা শিক্ষক সংগঠনের

নিজস্ব প্রতিবেদক ● ফুরফুরা

আপনজন: ফুরফুরা শরীফে কৃতি ছাত্র-ছাত্রীদের সংবর্ধনা হুগলি জেলার জাঙ্গিপাড়া অন্তর্গত পবিত্র ভূমি ফুরফুরা শরীফে মাদ্রাসা শিক্ষক শিক্ষকর্মী সমিতির হুগলি জেলা শাখার পক্ষ থেকে রাজ্যস্তরে প্রথম দশের সেরা ছাত্রছাত্রীর মধ্যে হুগলি জেলার ছয় জন স্থান করেছিল সেই সমস্ত ছাত্র সহ জেলার প্রত্যেকটি সিনিয়র মাদ্রাসা ও হাই মাদ্রাসার সর্বোচ্চ নাম্বার প্রাপ্ত ৫৫ জন ছাত্রছাত্রীকে সংবর্ধনা দেয়া হয় মাদ্রাসা শিক্ষক-শিক্ষা কর্মী সমিতির রাজ্য মুখপাত্র তথা হুগলি জেলার সভাপতি সৈয়দ সাজ্জাদ হোসেন বলেন আজকের এই মহতি অনুষ্ঠানে পবিত্র কোরআন শরীফ পাঠ করেন আরিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র সৈয়দ লাবিব আবান প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মাদ্রাসা শিক্ষা পর্ষদের সভাপতি শেখ আবু তাহের কামরুদ্দিন। তিনি বক্তব্যের মাঝে বলেন, বর্তমানে রাজ্যের প্রত্যেকটি মাদ্রাসায় যে ধরনের সুযোগ-সুবিধা দেওয়া হয়েছে সরকারী পক্ষ থেকে সেই পরিপেক্ষিতে আমাদের শিক্ষক শিক্ষিকাদের আরও একটু দায়িত্ব সচেতন হতে হবে কারণ বর্তমানে মাদ্রাসা ছাত্রছাত্রীরা বিভিন্ন পেশাগত শিক্ষাক্ষেত্রে অনেক সাফল্য পাচ্ছে তাই পড়ুয়াদের প্রতি শিক্ষক-শিক্ষিকারা একটু দায়িত্ববান হন তাহলে আগামী দিনে এরা সাফল্য পাবে। সংগঠনের রাজ্য সভাপতি রফিকুল ইসলাম বলেন, এই সমিতি আগামী দিনে মাদ্রাসা শিক্ষা ব্যবস্থার উন্নয়নের ক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকায় থাকবে। জেলা সম্পাদক ওবায়দুর রহমান মল্লিক আজকের এই অনুষ্ঠান আয়োজেন কৃতজ্ঞতা প্রকাম করেন।

সংগঠনের মুখপাত্র সাজ্জাদ হোসেন বলেন, এই অনুষ্ঠান করার ক্ষেত্রে শিক্ষকদের আগ্রহ এবং সহযোগিতার অন্যতম কারণ যে পবিত্র ভূমি ফুরফুরা শরীফে শিক্ষক শিক্ষিকাদের উপস্থিতিতে আগামী প্রজন্মদেরকে উৎসাহিত করা সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে সেই ফুরফুরা শরীফের সাথে শিক্ষার ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা ও উন্নয়নের ক্ষেত্রে এক ঐতিহ্য বহন করে চলেছে।

অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন পীরজাদা তামিম উদ্দিন সিদ্দিকী, পীরজাদা শওবান সিদ্দিকী, নবাবিয়া মিশনের সম্পাদক শাহিদ আকবর, শিয়াখালা সঞ্জীবনী নার্সিংহোম এর কর্ণধার কাজী হেদায়েতুল্লাহ, লালিতা জল বালিকা বিদ্যালয়ের সম্পাদক মাওলানা সিবগাতুল্লাহ প্রমুখ।

লন্ডন একাডেমি কোরআন প্রচারের রাজ্য কনভেনার মোহাম্মদ রাকিব হক উপস্থিত থেকে মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীদের পবিত্র কোরআন শরীফ তুলে দেন।

এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন এলাকার বিশিষ্ট সমাজসেবী হাজী শেখ সেলিম, হরিপাল কালু বাটির জেনিত একাডেমীর কর্ণধার নার্গিস খাতুন সহ প্রত্যেকটি ছাত্রছাত্রী অভিভাবক অভিভাবিকা সহ প্রায় ৩০০ জন শিক্ষক।

সমগ্র অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন জেলার যুগ্ম সম্পাদক সৈয়দ এহতেসাম মামুন।

চোরকে বাঁচাতে গিয়ে আক্রান্ত পুলিশ

সারিউল ইসলাম ● মুর্শিদাবাদ

আপনজন: সন্দেহভাজন ১ চোরকে উদ্ধার করতে গিয়ে আক্রান্ত হলো পুলিশকর্মীরা। ঘটনায় চাঞ্চল্য মুর্শিদাবাদের ভগবানগোলা থানার চর বালিপাড়া এলাকায়। স্থানীয় সূত্রে খবর, দিন কয়েক থেকে ভগবানগোলা থানার হাবাসপুর অঞ্চলের একাধিক গ্রামে একের পর এক চুরির ঘটনায় আতঙ্কের মধ্যে ছিল ওই এলাকার মানুষজন। শুক্রবার গভীর রাতে সাহেবনগর গ্রামে দুঃসাহসিক ডাকাতির ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়ায় এলাকায়। এক গৃহবধূর গলায় ছুরি ধরে কয়েক ভরি সোনা সহ নগদ টাকা নিয়ে চম্পট দেয় দুষ্কৃতীরা। সকালে ওই বাড়িতে পৌঁছায় ভগবানগোলা থানার পুলিশ। কয়েক ঘন্টা পার হতে না হতেই শনিবার বিকেলে চর বালিপাড়া এলাকায় সন্দেহভাজন এক যুবককে ঘোরাফেরা করতে দেখে চোর সন্দেহে আটকে রাখে স্থানীয়রা। চোর আটকানোর ঘটনা এলাকায় জানাজানি হতেই কয়েকটি গ্রামের মানুষজন এসে ভিড় জমায় চর বালিপাড়ায়। ঘটনার খবর পেয়ে সেখানে পৌঁছায় ভগবানগোলা থানার পুলিশ। সন্দেহভাজন ওই চোরকে গাড়িতে তুলতে গেলে স্থানীয় মানুষদের সঙ্গে বাক-বিতণ্ডা শুরু হয় পুলিশের। স্থানীয় বাসিন্দারা ওই সন্দেহভাজন চোরকে গণধোলাই দিতে না পারায় ইট-পাথর ছুড়ে বসে পুলিশের দিকে।

দৈনিক বাংলা সংবাদপত্র
আপনজন
ইনসাফের পক্ষে নির্ভীক কণ্ঠস্বর

রবি-আসর

- প্রবন্ধ: ভৌগোলিক পরিবর্তন সত্ত্বেও কি ঐতিহাসিক ভুল শোধরাবে না সিপিএম?
- নিবন্ধ: পরম সংকটে পরমাত্মা
- বিশেষ নিবন্ধ: নতুন ভারতের খোঁজে বাংলার মুর্শিদাবাদ ও সম্প্রদায়িকতা
- ধারাবাহিক গল্প: রূপা এখন একা
- ছড়া-ছড়ি: রাফাহ

ভৌগোলিক পরিবর্তন সত্ত্বেও কি ঐতিহাসিক ভুল শোধরাবে না সিপিএম?

এ দেশের সবথেকে ইন্টেলেকচুয়াল ও তাত্ত্বিক রাজনৈতিক দল হিসেবে পরিচিত সিপিএম পার্টি দীর্ঘকাল ধরে একের পর এক ভুল করেই চলেছে। তাদের রাজনতিক ভুলের কোনো অন্ত নেই। ভুল যেন তাদের পিছু ছাড়ছে না। ভুল আর সিপিএম যেন একই মুদ্রার দুই পিঠ হয়ে দাঁড়িয়েছে। এখন যেন তারা ভুলের পর্বত শিখরে আরোহণ করছে। লিখেছেন **মুদাসসির নিয়াজ**।

ভুল করা মানুষের সহজাত প্রবৃত্তি এবং অধিকার। তাই ভুল করাটা কোনো অপরাধ নয়। ভুল থেকে শিক্ষা নিয়ে সংশোধন করতে হয়। কিন্তু তা না করে একই ভুলের পুনরাবৃত্তি হলে, সেটা অমার্জনীয় অপরাধ হিসেবে বিবেচিত হয়। তার জন্য খেসারত দিতে হয় বা মাশুল গুনতে হয়। কিন্তু এ দেশের সবথেকে ইন্টেলেকচুয়াল ও তাত্ত্বিক রাজনৈতিক দল হিসেবে পরিচিত সিপিএম পার্টি দীর্ঘকাল ধরে একের পর এক ভুল করেই চলেছে। তাদের রাজনতিক ভুলের কোনো অন্ত নেই। ভুল যেন তাদের পিছু ছাড়ছে না। ভুল আর সিপিএম যেন একই মুদ্রার দুই পিঠ হয়ে দাঁড়িয়েছে। এখন যেন তারা ভুলের পর্বত শিখরে আরোহণ করেছি। নয়ের দশকে জ্যোতি বসুকে যুক্তফ্রন্ট সরকারের প্রধানমন্ত্রী করার প্রস্তাব খারিজ হয়ে গিয়েছিল সিপিএমের কেন্দ্রীয় কমিটিতে সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যের আপত্তিতে। যতদূর মনে পড়ে, তখন হারকিসেন সিং সুরজিৎ ছিলেন সিপিএমের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক। তারপর অনেক জল গড়িয়ে গেছে। গোটা দেশের রাজনীতি যখন উথাল-পাতাল, একের পর এক রাজ্যে ক্ষমতার দখল নিচ্ছে বিজেপি, রাজ্যসভায় প্রবেশ করছেন স্বয়ং অমিত শাহ– এমন একটা সময়ে ইয়েচুরির মতো তুখোড় নেতাকে সংসদ থেকে সরিয়ে নিল সিপিএম!

সেই সময় একদিন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী ও বিজেপি নেতা অরুণ জেটলি ঘরোয়া আলোচনায় বাম নেতাদের বলেছিলেন, ‘‘আপ লোগ পাগল হো ক্যয়া?’’

আরেকটু পিছন ফিরে গেলে দেখা যাবে ২০০৮ সালে সিটিবিটির পরমাণু চুক্তির মতো আম জনতার কাছে দুর্বোধ্য জটিল কঠিন এক বিষয়কে শিখণ্ডী খাড়া করে মনমোহন সিং সরকারের উপর থেকে সমর্থন তুলে নিয়েছিলেন প্রকাশ কারাটের নেতৃত্বে সিপিএম দল। আবার লোকসভার স্পিকার পদ না ছাড়ায় পত্রপাঠ বহিষ্কার করা হয়েছিল বর্ষীয়ান নেতা ও সুবক্তা ব্যারিস্টার সোমনাথ চট্টোপাধ্যায়কে। সোমনাথ বাবুর যুক্তি ছিল, লোকসভার স্পিকার পদ সাংবিধানিক। এই অতীব মর্যাদাপূর্ণ পদের সঙ্গে দল বা পার্টির কোনো সম্পর্ক নেই। যদিও স্পিকার অবশ্যই কোনো দলের টিকিটে যেটা সাংসদ বা জনপ্রতিনিধি। কিন্তু স্পিকার পদে আসীন হবার সঙ্গে সঙ্গে তার রাজনৈতিক আইডেন্টিটি বিলুপ্ত হয়ে যায় বা তিনি দল নির্বিশেষে নিরপেক্ষ ভূমিকা পালন করেন, এটাই তার সাংবিধানিক পদমর্যাদা বা সাংবিধানিক দায়বদ্ধতা। কিন্তু সেবার সোমনাথ বাবুর যুক্তি মানতে চায়নি সিপিএম পার্টি। উল্টে ওনাকে পদলোভী অপবাদ দিয়ে বহিষ্কার করেছিল সিপিএম।

২০১৮ সালে কংগ্রেসের সমর্থন নিতে আপত্তিকে অজুহাত দেখিয়ে রাজ্যসভায় দলের সাধারণ সম্পাদক সীতারাম ইয়েচুরিকে পুনরায় প্রার্থী করতে অস্বীকার করেন প্রকাশ কারাটেরা। যার জেরে তীব্র প্রতিক্রিয়া দেখা গিয়েছিল ক্যাডার বেসড সিপিএম দলের ভিতরে তথা বাম মহলে। সোশ্যাল মিডিয়া ভেসে যায় নিন্দার ঝড়ে। তীর্যক সমালোচনা করে অনেকে বলেন, সিপিএম সময়ের দাবি মানে না। তারা জ্ঞানী ও প্রজ্ঞাবান হলেও কূপমন্দুক। অর্থাৎ কুয়োর ব্যাঙ। আবার মনমোহন সিংয়ের ইউপিএ প্রথম সরকারের শরিক হলেও সিপিএম বাইরে থেকে সমর্থন দিয়েছিল। মন্ত্রিসভায় যোগ দেয়নি। অর্থাৎ তারা সরকারের ভুল নীতি বা ব্যর্থতার দায় মুক্ত থাকতে চেয়েছিল। গোদা বাংলায় বললে, ধরি মাছ না ছুঁই পানি বা জলে নামলেও বেণী যেন না ভেজে। কিন্তু তাতে চিঁড়ে ভেজেনি। সিপিএম সংসদীয় রাজনীতি থেকে ক্রমেই মাইনাস হতে থেকেছে।

বর্ষীয়ান নেতা সোমনাথবাবু সিপিএমের সেই সিদ্ধান্তে ‘ব্যথিত’ ও ভারাক্রান্ত হয়ে হতাশ কণ্ঠে প্রশ্ন করেছিলেন, ‘‘বার বার করলে তাকে কি আর ভুল বলে? এটা তো মনে হচ্ছে সচেতন ভাবে করা হচ্ছে। এই ভাবে চললে অদূর ভবিষ্যতে দলটার অস্তিত্বই থাকবে না’’। প্রাক্তন স্পিকারের আরও আক্ষেপ, ‘‘এই দলটা করেছি ৪০ বছর। এ সব দেখতে কষ্ট হয়!’’ তাঁর বিস্ময়, সংসদীয় গণতন্ত্র ও দেশের রাজনীতির কী অবস্থা, সবই সিপিএমের জানা। তবু তারা সীতারামকে সংসদে পাঠাবে না? সোমনাথবাবু যে সচেতন ভাবে ভুলের প্রসঙ্গ তুলেছিলেন, দলের মধ্যে একাংশও তার সঙ্গে সুর মিলিয়েছিল। কিন্তু আলিমুদ্দিন স্ট্রিট এবং পলিটব্যুরোর দাপটে তারা সুর সপ্তমে চড়াতে সাহস করেননি তখন।

ওই নাতিশীতোষ্ণ বা মৃদু সর্বহারা বিপ্লবীদের বক্তব্য ছিল, সর্বভারতীয় একটি চ্যানেলের সঙ্গে কারাট পরিবারের গোপন সম্পর্ক আছে। যা নিয়ে কলকাতা থেকে আগরতলা, তিরুবন্তপুরম থেকে নয়া দিল্লি সর্বত্র ইতিউতি চাপা গুঞ্জন শোনা যেত। সম্প্রতি নরেন্দ্র মোদী সরকারের রোষ বা তোপের মুখে পড়েছে ওই চ্যানেল।

সীতারামের মতো স্মার্ট নেতাকে রাজ্যসভায় পাঠানোর প্রশ্নে কারাট বাবুরা বিরাট গ্রুপবাজি করলেও, নিজের স্ত্রী বৃন্দা কারাটকে অবলীলায় রাজ্যসভায় পাঠাতে বিন্দুমাত্র কুণ্ঠাবোধ হয়নি।

এদিকে কীভাবে তার মতো একজন ঈর্ষণীয় নেতাকে দল থেকে বার করে দেওয়া হয়েছিল, সেই কাহিনি আমৃত্যু ভোলেননি সোমনাথবাবু। আর সোশ্যাল মিডিয়ায় মুখ খুলে সিপিএমের বহু কর্মী-সমর্থকও সোমনাথবাবুর প্রসঙ্গ টেনে দলের কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের বাস্তবতাবোধ নিয়ে প্রশ্ন তুলেছিলেন। কেউ কেউ মনে করিয়ে দেন সুভাষ চক্রবর্তীর কথা। দমদমের এই ডাকসাইটে বিধায়ক ও মন্ত্রী বহুবার পার্টি লাইনের বাইরে গিয়ে প্রকাশ্যে মুখ খুললেও তাকে শাস্তি না দিয়ে বারবার রেয়াত করেছে বং সিপিএম। তাহলে সোমনাথ চ্যাটার্জির ক্ষেত্রে এক যাত্রায় পৃথক ফল হল কেন? কে শুধাবে? কার বুকের পাটা ছিল তখন? তখন তো সিপিএমের সূর্য মধ্য গগনে। কাস্তের ধার তখন ব্লেডের থেকেও বেশি। তবুও কোনো এক অজানা কারণে সুভাষ বাবুর ওপর দলের কোপ পড়েনি। তার অপরাধকে ভুল বলে চালিয়ে দিয়ে সাবধান সতর্ক করা হয়েছে মাত্র।

অন্যদিকে, কারাটেরা ইউপিএ থেকে সমর্থন প্রত্যাহারের পরে কংগ্রেসের হাত ধরে ২০০৯ সালের লোকসভা ভোটে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের তৃণমূল একলাফে ১ থেকে ১৯ আসনে পৌঁছেছিল। সুভাষবাবু তখন বলেছিলেন, কারাটের মতো তাত্ত্বিক নেতাদের উচিত ভোটে লড়ে আসা। জনতা এবং মাটি থেকে দূরে থাকা নেতাদের হাতে দলের নিয়ন্ত্রণ থাকলে পরিণতি দুঃখজনক হতে বাধ্য। এমনকি একটা সময় মনে হয়েছিল, সুভাসবাবুকে না তাড়ালেও তিনি যে কোনো দিন তৃণমূলে যোগ দিচ্ছেন। সকাল বিকাল তার পিছনে সাংবাদিক ছুটত। এই বুঝি সুভাসবাবু মমতার হাত ধরলেন। কিন্তু শেষমেষ তিনি রেজ্জাক মোল্লা হতে পারেননি। আর এক প্রাক্তন সিপিআইএম নেতা সমীর পূততুণ্ডের মতে, বার বার ভুল করেও রাজনৈতিক অবস্থানে মৌলিক কোনও পরিবর্তন আনতে পারেনি সিপিএম। ভুলের পাহাড়ে তারা চড়ে বসায় দলের মধ্যে বিভ্রান্তি ছড়াচ্ছে, বাম আন্দোলন ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। আস্থা হারাচ্ছে। দলের ভাবমূর্তি বিঘ্নিত হচ্ছে। সাইফুদ্দিন চৌধুরীর সঙ্গে সমীরবাবু সিপিএম ছাড়লেও তৃণমূলে কিন্তু যাননি। তারা

২০১৮ সালে কংগ্রেসের সমর্থন নিতে আপত্তিকে অজুহাত দেখিয়ে রাজ্যসভায় দলের সাধারণ সম্পাদক সীতারাম ইয়েচুরিকে পুনরায় প্রার্থী করতে অস্বীকার করেন প্রকাশ কারাটেরা। যার জেরে তীব্র প্রতিক্রিয়া দেখা গিয়েছিল ক্যাডার বেসড সিপিএম দলের ভিতরে তথা বাম মহলে। সোশ্যাল মিডিয়া ভেসে যায় নিন্দার ঝড়ে। তীর্যক সমালোচনা করে অনেকে বলেন, সিপিএম সময়ের দাবি মানে না। তারা জ্ঞানী ও প্রজ্ঞাবান হলেও কূপমন্দুক। অর্থাৎ কুয়োর ব্যাঙ।

পিডিএস নামে নতুন দল গড়েন। সেই দিল সংসদীয় রাজনীতিতে সাফল্য না পেলেও, সাইফুদ্দিন প্রয়াত হলেও বামপন্থাকেই এখনও নিষ্ঠার সঙ্গে আঁকড়ে আছেন সমীরবাবু।

এখন অষ্টাদশ লোকসভা নির্বাচনের ফল প্রকাশিত হয়েছে। তাতে দেখা গেল সিপিএম মৃতপ্রায় নয়। একেবারে জীবাশ্মে পরিণত হয়েছে বললে নেহাত অত্যুক্তি হবে না। বাংলা, ত্রিপুরায় তো অনেককাল আগেই খতম হয়ে গেছে। কেরলে একমাত্র পিনারাই বিজয়নের এলডিএফ সরকার আছে। দাক্ষিণাত্যে এই রাজ্যেই শিবরাত্রির সলতে হয়ে ধিকিধিকি জ্বলছে সিপিএম। তাও এবার লোকসভায় কেরলে একটা মাত্র আসন পেয়েছে সিপিএম। আর গোটা দেশে তাদের বরাতে জুটেছে সাকুল্যে ৪ টি আসন। কেরলে কংগ্রেস পেয়েছে ২০ র মধ্যে ১৪ টা। বিজেপি এই প্রথম কেরলে খাতা খুলেছে। একান্ত নিরুপায় হয়েই কমরেড মোহাঃ সেলিমকে বাংলায় কাকাবাবুর উত্তরসূরি বা রাজ্য সম্পাদক করেছেন বিমান বসুরা। হয়ত ভেবেছিল এই অকালে নামধারী মুসলিম সেলিমকে চেয়ারে বসিয়ে সংখ্যালঘু ভোট টানা যাবে। কিন্তু সে গুড়ে বালি। সাড়ে তিন দশকে এরা বাঙালি মুসলিম সমাজকে আরো পিছিয়ে দিয়েছে, সেটা আমরা আলবাত বুঝেছিলাম অনেক আগেই। সাচার কমিটির রিপোর্ট আমাদের চোখ খুলে দিয়েছিল। কিন্তু তখন বামেদের যোগ্য বিকল্প ছিল না। জ্যোতি বসু বলেছিলেন, তাদের বিকল্প হল উন্নততর বামফ্রন্ট। কিন্তু সিঙ্গুর নন্দীগ্রাম আন্দোলন ভরসা জোগালো। মেরুদন্ড মজবুত হল। দাঁতে দাঁত চেপে জগদ্দল পাথর মার্কা বামেদের উৎখাত করতে নেমে পড়লাম। তারই পরিণতিতে ২০১১ সালে এল বহু প্রতীক্ষিত মাহেন্দ্রক্ষণ। রাজ্যে ঐতিহাসিক পট পরিবর্তন ঘটল।

সেলিম সাহেবকে সিপিএম যে চেয়ারে বসিয়েছে, সেটা কিন্তু আদৌ হট সিট নয়, উনি বাঘের পিঠে সাওয়ার হয়েছেন। পেরেক গাঁথা চেয়ার এবং কাঁটার মুকুট মাথায় উনি এখন আলিমুদ্দিন স্ট্রিটের চৌকিদার। রাজনৈতিক দক্ষতা যোগ্যতা অভিজ্ঞতায় সেলিম উঁচু দরের নেতা হলেও, পান্ডিত্য ঈর্ষণীয় থাকলেও উনি মর্যাদা পান না, পাবেন না। কারণ বামেদের টিকিও বাঁধা আছে নাগপুরের গো শালায়। ওরাও চরম ব্রাহ্মণ্যবাদী। প্রবাদ প্রতিম দক্ষিণী নেতা পি সুন্দরাইয়া এই বিস্ফোরক অভিযোগেই বহুকাল আগে সিপিএম থেকে পদত্যাগ করেছিলেন।

একথা ভুললে চলবে না যে, ব্রাহ্মণ্যবাদী নেতা প্রকাশ কারাট সাধারণ সম্পাদক থাকাকালেই ২০০৮ সালে সিটিবিটি ইস্যুতে কেন্দ্রে মনমোহন সিংয়ের সরকার থেকে সমর্থন তুলে নিয়ে অকাল নির্বাচন ডেকে এনেছিল সিপিএম। সেই ঐতিহাসিক ভুলের মাশুল হিসেবে আমরা মোদী, শাহদের মতো শোষক উপহার পেয়েছি। যারা টানা এক দশক ধরে দেশজুড়ে সাম্প্রদায়িকতার নিবিড় চাষ করে চলেছে। এবার অবশ্য তাদের বিষ দাঁত ভেঙে গেছে। আপাতত প্রাপ্তি বলতে এটুকুই।

(মতামত লেখকের নিজস্ব)

পরম সংকটে পরমাত্মা

দিলীপ মজুমদার

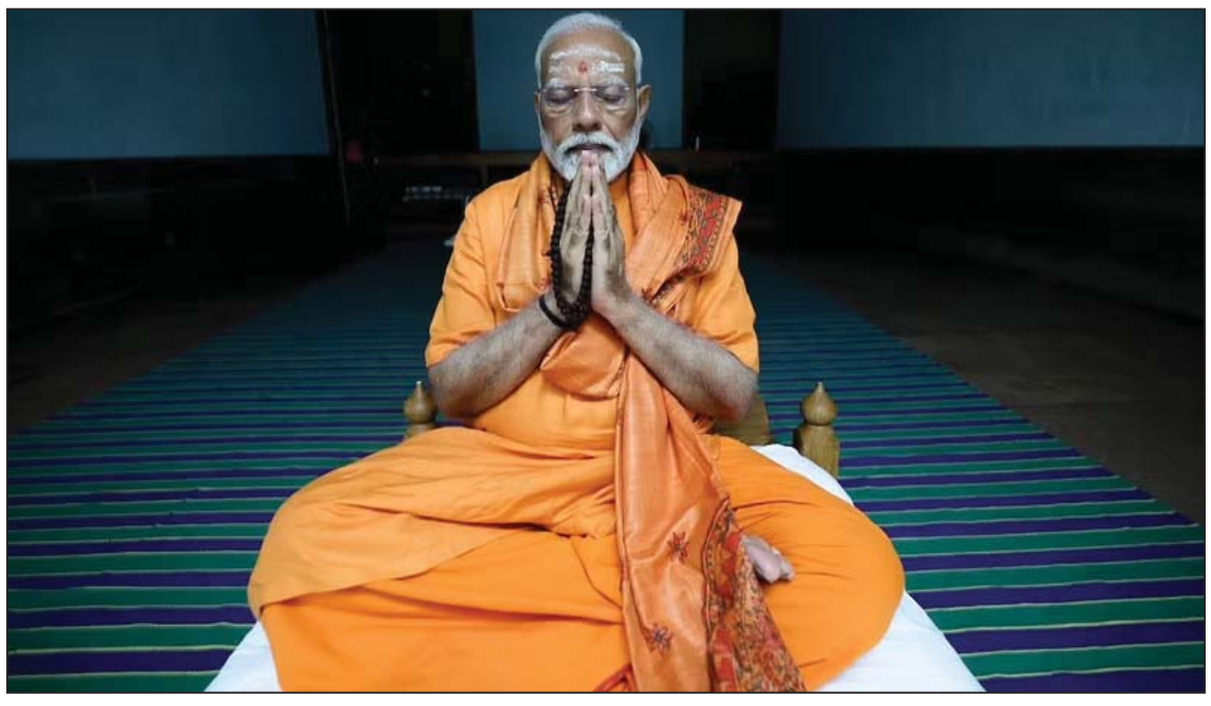

নরেন্দ্র দামোদর মোদি পরমাত্মা হইয়াছেন। তাঁহার ভক্তবৃন্দ বহুকাল হইতে বলিয়া আসিতে ছিলেন যে মোদি স্বয়ং ভগবানের অবতার। সে কথা খান মার্কেট ও টুকরা টুকরা গ্যাঙের সদস্যরা বিশ্বাস করে নাই। তাহারা ঠাট্টা বিদ্রূপ করিয়াছে বিস্তর। এই সেদিন সম্বিত পাত্র মহাশয় বলিয়া দিলেন জগন্নাথদেব মোদির ভক্ত। পুরীর পাণ্ডারা চটিয়া আগুন। সম্বিত পাত্রকে প্রায় নাকে খত দিতে হইল। কিন্তু দেখিলেন তো ফল কি হইল। নবীন পট্টনায়েক মহাশয়ের মৌরুসী পাট্টা চলিয়া গেল। ওড়িশায় বিজেপির রমরমা হইল।

আসলে মোদির সহিত ভগবানের বহুকালের যোগ। ছোটবেলায় চা বেচিতে বেচিতে তিনি ভগবানের সাধনা করিয়া সিদ্ধি লাভ করিয়েছেন। ভগবানের কৃপায় তিনি কপর্দকশূন্য হইয়াও দেশ –বিদেশ ঘুরিয়াছেন। ভগবানের কৃপায় প্রথমে এম এ পাশ করিয়াছেন, তাহার পর বি এ পাশ করিয়াছেন, সর্বশেষে ম্যাট্রিক পাশ করিয়াছেন। রাষ্ট্রীয় স্বয়ং সেবক সংঘের সেবক হইয়া শেষে গুজরাতের মুখ্যমন্ত্রী হইয়াছেন। গুজরাতে ভয়াবহ দাঙ্গা লাগাইয়াছেন ভগবানের আর্শীবাদে। লোকে ছি ছি করিলেও আদালতের ক্লিনচিট পাইয়াছেন। তাহাও ভগবানের আর্শীবাদে। তাহার পর ভারতের প্রধানমন্ত্রীর সিংহাসন লাভ। দশ দশটি বৎসর প্রতিশ্রুতির ফুলঝুরি উড়াইয়া, জুমলার পর জুমলা করিয়া পাকা করিয়া লইয়াছেন ভগবানত্ব। অযোধ্যায় রামমন্দির প্রতিষ্ঠা করিয়া অক্ষয় কীর্তি লাভ করিয়াছেন তিনি। রামলালার হাত ধরিয়া তাঁহাকে স্বর্গ হইতে নামাইয়া আনিয়াছেন মর্ত্যভূমিতে।

দেখিতে দেখিতে আসিয়া গিয়াছে অষ্টাদশ লোকসভার নির্বাচন। প্রথমাবস্থায় বিরোধী জোটকে উপেক্ষা করিয়াছেন। কারণ তিনি মনে করিয়াছিলেন আঞ্চলিকদলগুলি দানা বাঁধিতে পারিবে না। আর কংগ্রেস? যাহার নেতা রাহুল ওরফে পাপ্পু? ভারত জোড় যাত্রা করিয়া সে কি করিয়া জোড়া লাগাইবে ভিন্ন ভিন্ন স্বার্থে বন্দি দলগুলিকে! তাঁহার আইটি সেল, তাঁহার তাঁবেদার মিডিয়া হাউজগুলি বিরোধীদের সব প্রচার ছিন্নভিন্ন করিয়া দিবে।

তাই বিদায়ী লোকসভার কক্ষে তিনি স্লোগান দিলেন : অব কি বার চারশো পার। সেই স্লোগান ভক্তবৃন্দের কণ্ঠে ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল আসমুদ্রহিমাচল। সাত দফার প্রথম দু’দফা ভোটের পরে তাঁর খটকা লাগল। গন্ধটা সন্দেহজনক মনে হল। কমে যাচ্ছে ভোটের হার। উঃসাহ নেই। উদ্দীপনা নেই। বরং প্রশ্ন আছে। বেকারত্ব নিয়ে প্রশ্ন। মূল্যবৃদ্ধি নিয়ে প্রশ্ন। সংবিধান বদল নিয়ে প্রশ্ন। গণতন্ত্রের ভবিষ্যৎ নিয়ে প্রশ্ন। প্রশ্নের পর প্রশ্ন। হোটাসঅ্যাপ বিশ্ববিদ্যালয় তাকে রুখতে পারছে না। গোদি মিডিয়া তাকে রুখতে পারছে না। উল্টোদিকে ধ্রুব রাঠি, রাভিশকুমার, অভিসার শর্মাদের ইউটিউব তুলে ধরছে তাঁর আসল ছবি। একদা তাঁর দলে ছিলেন এমন কিছু মানুষ সেই আসল ছবিকে আরও রঙিন করে তুলছেন। যেমন সত্যপাল সিং, সুব্রহ্মণ্যস্বামী। তাঁর অর্থমন্ত্রীর স্বামী বলে দিচ্ছেন বিজেপি একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা পাবে না। যোগেন্দ্র যাদব অঙ্ক কষে বলছেন সেকথা। মোদি বড় কঠিন ধাতুর মানুষ। তিনি তখন ধরলেন ধর্মীয় মেরুকরণের লাইন। হাল ধরেছে পাপ্পু রাহুল। তাই আক্রমণ তীব্র করলেন তার আর তার দল কংগ্রেসের বিরুদ্ধে। কি না, কংগ্রেসের নির্বাচনী ইশতেহার মুসলমানপ্রীতিতে ভরপুর। এটা করতে পারলে হিন্দুভোট সংহত হবে। বলতে বলতে বলার কিছু বাকি রইল না।

বলা হল কংগ্রেস ক্ষমতায় এলে দেশের সম্পদ মুসলমানদের দিয়ে দেবে। এই মুসলমানরা এ দেশের লোক নয়, তারা অনুপ্রবেশকারী। তাদের কৃতিত্ব শুধু কাঁড়ি কাঁড়ি বাচ্চা পয়দা করাতে। ক্ষমতায় এলে হিন্দুদের ঘরে ঘরে হানা দেবে। জমি আর ঘরবাড়ি কেড়ে নেবে। মা বোনদের গলা থেকে মঙ্গলসূত্র ছিনিয়ে নেবে।

পাঁচ দফা নির্বাচন পর্যন্ত চলল এইসব সাম্প্রদায়িক উসকানি। গুজরাতের মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে তিনি যা করে গিয়েছিলেন। সেই সঙ্গে কিছু আঞ্চলিক দলকে টার্গেট করলেন। বিভিন্ন এজেন্সিকে ব্যবহার করে সেখানকার নেতৃত্বকে একটু কড়কে দেওয়া আর কি! কিন্তু কিছুতেই যে কিছু হচ্ছে না! মরিয়া না মরে রাম এ কেমন বৈরি! এবার ঝুলি থেকে বেরোল পরম অস্ত্র। পরমাত্মা।

নিজের নির্বাচনীকেন্দ্র বারাণসির ঘাটে গঙ্গাপূজা দিয়ে তিনি শোনালেন এক লোমহর্ষক কাহিনি। তাঁর জৈবিক মা গত হওয়ার পর মা গঙ্গাই তাঁকে আশ্রয় দিয়েছেন। কোলে তুলে নিয়েছেন।

গঙ্গাবিহার করতে করতে তিনি বলে বসলেন মায়ের মৃত্যুর পরে তিনি উপলব্ধি করেছেন যে জৈবিকভাবে জন্ম হয়নি তাঁর, পৃথিবীতে তিনি আসেননি মাতৃগর্ভ থেকে।

পরমাত্মার অংশ তিনি।

পরমাত্মাপ্রেরিত। কেন তাঁকে পাঠিয়েছেন পরমাত্মা? নির্দিষ্ট কিছু কর্তব্য সম্পাদনার জন্য। তার আগে তাঁর যাওয়ার উপায় নেই পৃথিবী থেকে। ২০৪৭ সাল পর্যন্ত তাঁকে থেকে যেতে হবে। ভারতকে বিশ্বগুরু করে তবে তাঁর মুক্তি।

তিনি বললেন, ;সমালোচকেরা, বামপন্থীরা হয়তো আমায় ছিঁড়ে খাবে। কিন্তু সত্য হল, এই কাজের শক্তি কোন জৈবিক দেহ থেকে উৎসারিত হতে পারে না। ঈশ্বরই আমাকে পাঠিয়েছেন। আমাকে দিয়ে কিছু কাজ করিয়ে নেবার জন্য। আমি এক যন্ত্রমাত্র। যা কিছু আমি করেছি তা ঈশ্বরের ইচ্ছা অনুযায়ী। তিনিই আমাকে দিয়ে সব করিয়ে নিচ্ছেন।’

চমৎকার। চমৎকার। রামপ্রসাদী গান মনে পড়ছে : তোমার কর্ম তুমি করো মা, লোকে বলে করি আমি।

তার মানে নোটবন্দি, আদানি-আম্বনির বাড় বাড়ন্তে লাই দেওয়া, ইলেকটোরাল বণ্ড, এজেন্সি লাগিয়ে বিরোধীদের গ্রেপ্তার, পি এম কেয়ারের হিসাবহীনতা, গণতন্ত্রের স্তম্ভগুলিকে বশংবদ করা---- এসবই ঈশ্বরের কাজ। তাঁকে কেন দোষ দেয় বিরোধীরা! দোষ আমার নয় গো মা দোষ আমার নয়।

৪ জুন নির্বাচনের ফল প্রকাশ হল। পরমাত্মা বা পরমাত্মার অংশ নরেন্দ্র দামোদর মোদিকে বড় অশান্ত ও উত্তজিত দেখা গেল। একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা পায় নি বিজেপি। তাকে নির্ভর করতে হবে নিতীশকুমার ও চন্দ্রবাবু নাইডুর উপর। ঝোপ বুঝে কোপ মারবে তারা। বায়নার পর বায়না করবে। নিজের দলের লোকেদের যেমন দাবড়ে ঠাণ্ডা করতেন মোদি, এদের তেমন দাবড়াতে পারবেন না। তাছাড়া জানেন তিনি এরা পাল্টিকুমার। যে কোন মুহূর্তে ভোল বদল করতে পারে। শুধু কি তাই? দাবড়ানি সহ্য করতে হবে বিরোধীদের। তাঁর মনের ছবিতে ভেসে ওঠে মহুয়া মৈত্রের ছবি। একে হারানোর জন্য চেষ্টার অন্ত ছিল না তাঁর। পারেন নি হারাতে। সংসদে সে যখন তুখোড় ইংরেজিতে তাঁকে বিদ্ধ করতে থাকবে তখন নিশিকান্ত দুবে বা স্মৃতি ইরানিরা বাঁচাতে আসবে না। এইসব ভাবনা কুরে কুরে খাচ্ছে মোদিকে।

পরমাত্মার পরম সংকট ।

(মতামত লেখকের ব্যক্তিগত)

নতুন ভারতের খোঁজে বাংলার মুর্শিদাবাদ ও সম্প্রদায়িকতা

শেখ মফেজুল

নতুন ভারতের খোঁজে পশ্চিমবাংলা দেখালো গভীরতম আত্মপ্রত্যয়ের অনুসন্ধান। সেই সঙ্গে নতুন ভারত গড়তে পিছিয়ে থাকলো না মুর্শিদাবাদ। রাজনৈতিক যে সমীকরণ দলগত ভোট প্রাপ্তির পরিসংখ্যান এই বাংলা এবং মুর্শিদাবাদ অন্যভাবে জাগরণ ঘটালো। রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞরা বলছেন তৃণমূলের সাথে কংগ্রেস যদি বাংলায় যথাযথ ইন্ডিয়া জোট করতো, তাহলে এই বাংলায় বিজেপিকে দূরবীন দিয়ে খুঁজতে হতো। এই বক্তব্য প্রকৃতপক্ষে রাজনৈতিক সচেতন মানুষ মাত্রই বিশ্বাস করছেন পরিসংখ্যান ও পরিস্থিতিগত দিক থেকে। মূলত যে কারণে এ রাজ্য থেকে বিজেপিকে বিতারওণ করা সম্ভব হলো না, তার দায় যেমন তৃণমূল কংগ্রেসের ঠিক ততখানিই দায় এ বাংলার প্রদেশ কংগ্রেসের। বাংলাতে প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি অধীর রঞ্জন চৌধুরী নিজে যেমন পরাজিত হয়েছেন পাশাপাশি বিভাজনের রাজনীতিকে তিনি জিয়ে রাখলেন। অধীর রঞ্জন চৌধুরীর পরাজয়ের সঙ্গে সঙ্গে বিভাজনের হিন্দুত্বকে তিনি উস্কে দিলেন। মূলত মুর্শিদাবাদে তৃণমূলের জয়জয়কারকে সামনে রেখে একটা নির্দিষ্ট শ্রেণীর মানুষ যারা নিজেদেরকে খুব সেকুলার বলে দাবি করেন, তারাই আঙ্গুল তুলে বলছেন, অধীর রঞ্জন চৌধুরীকে পরাজিত করেছেন মুসলমানরা। সেই সেকুলাররা কতখানি সম্প্রদায়িক মন মানসিকতার ভূমি তৈরি করেছেন এবং নিজেরাই অধীর চৌধুরীকে ভোট না দিয়ে পরাজিত করে, ঘুরিয়ে মুসলমানদের দিকে আঙ্গুল তুলছেন। তারাই এই সমাজের সবথেকে ভয়ানক ষড়যন্ত্রকারী, সম্প্রদায়িক, এবং বিদ্বেষজীবী হিসেবে পরিচিত। কারণ তাদের লালন আর পালনে গোটা রাজ্যের থেকে মুর্শিদাবাদ তথা বহরমপুর কেন্দ্রই বেশি উর্বর। এবারের নির্বাচনে সবথেকে গৈরিকরণ অর্থাৎ হিন্দুত্বের যে ভোট তা ৭০ বছরের ইতিহাসে এক ব্যতিক্রম ভোট। এখানেই মূলত তিনটি স্তরের ভোট প্রতিফলিত হয়েছে। এক. মুসলমানদের ভোট তৃণমূল কংগ্রেস পেয়েছে। দুই. কংগ্রেস পেয়েছে। তিন. একচেটিয়া হিন্দুত্বের ভোট বিজেপি পেয়েছে। অর্থাৎ বিগত দিনের নির্বাচন থেকে স্পষ্ট যে, সারা ভারত তথা বাংলা যখন বিজেপির বিরুদ্ধে অর্থাৎ বিভাজনের বিরুদ্ধে যেভাবে চাউর দিয়ে উঠছিল । সেই চাউরকে ভেঙে দিয়ে বিভিন্ন স্তরে তৃণমূলকে আনার জন্য ভোট দিয়েছেন সচেতন মানুষ। এখানে সচেতন বলার কারণ একটাই, তাহল তৃণমূলের বিরুদ্ধে হাজারো অভিযোগ দুর্নীতি থেকে শুরু করে ব্যাপকতর অভিযোগ থাকা সত্ত্বেও সাধারণ ভোটাররা কেন তৃণমূলকে ভোট দিলেন এ প্রশ্ন স্বাভাবিক। কারণ একটাই এখানে ভোট প্রতিফলিত হয়েছে বিজেপির বিভাজন গেরুয়াকরনের বিরুদ্ধে। অথচ মুর্শিদাবাদে এসে তিনটি কেন্দ্রের তৃণমূল ক্ষমতায় এলেও বিজেপির হিন্দুত্বের যে ভোট, তা এককাট্টা হয়েছে। যা গোটা ভারতের সাম্প্রদায়িক হিন্দুত্বের চেতনার ফসল।

১৯৫২ সালের পরবর্তী সময় থেকে ২০১৯ সাল পর্যন্ত যতগুলো লোকসভা নির্বাচন হয়েছে, এর মধ্যে কোন নির্বাচনে প্রধানতম কোন দল মুসলিম মুখকে সচেতন ভাবে বহরমপুর কেন্দ্রের প্রার্থী করেননি। তৃণমূলের কৌশলী ভোট করতে গিয়ে সুদূর গুজরাট থেকে ইউসুফ পাঠান কে এখানে নির্বাচনে প্রার্থী করলেও, মুসলমানরা সচেতন ভাবে তাকে ভোট দেয়নি। যদি সচেতনভাবে মুসলিমরা ভোট দিত, তাহলে প্রায় ৯ লক্ষ এর বেশি ভোটে জয়ী হতেন ইউসুফ পাঠান। তৃণমূল কংগ্রেসের সঙ্গে প্রায় সমান ভোট পেয়েছে কংগ্রেস। তাহলে তো এখানকার মুসলমান ভোটারদের মধ্যে কোনরকম সাম্প্রদায়িক মানসিকতা প্রতিফলিত হয়নি। অথচ অধীর রঞ্জন চৌধুরী পরাজিত হওয়ার পর, তার পরাজয়ের কথা বলতে গিয়ে তিনি পরিষ্কার ভাষায় বললেন এখানে সাম্প্রদায়িকতার কারণে আমি পরাজিত হয়েছি। ভোট প্রাপ্তির সংখ্যার বিচারে একথা যে মিথ্যা এবং অধীর রঞ্জন চৌধুরীও যে সম্প্রদায়িক মানসিকতাকে উস্কানি দিচ্ছে, সুনির্দিষ্ট তথ্য পরিবেশন করলে তা প্রমাণিত হবে।

বহরমপুর কেন্দ্রে অধীর রঞ্জন চৌধুরি হেরে যাওয়ার পর সর্বত্রই আলোচনা চলছে যে, বহরমপুরে মুসলিম ভোট এবার জোটবদ্ধ হয়েছে। মুসলমানরা নাকি "মুসলিম প্রার্থী ইউসুফ পাঠানকে পেয়ে 'হিন্দু অধীর চৌধুরি'কে ভোট দেয়নি। মুসলমানদের কাছে নাকি আগে মুসলিম, পরে 'অন্য কেউ'। বহরমপুর শহরের তথাকথিত প্রগতিশীল বুদ্ধিজীবী অর্থাৎ 'বিদ্বেষজীবীরা' মনে করেন এবং সেটা তারা প্রচারও করেন যে, মুসলমানদের কাছে ওদের 'জাত ভাই' আগে, বাকী সব পরে। এরকম নানা ধরনের কথা 'এই বিদ্বেষজীবীরা বাজারজাত করছে। আর এসব কথা বলার একটাই উদ্দেশ্য, তাহল সম্প্রদায়িক হিন্দুত্বের ভোটকে সংগোপনে ঢেকে রাখা। আর গৈরিকরণ হিন্দুত্বের মূলকে গভীরে পথিত করতে বিজেপিকে ভোট দেওয়া। মানুষের মধ্যে যত হিন্দু-মুসলিম বিভাজন সৃষ্টি করা যাবে, ততই দাঙ্গা বাধানো সুবিধা হবে। আর যত দাঙ্গা হবে তত বিজেপির ভোট বাড়বে। তাই

ভোটের আগেই মুর্শিদাবাদে দাঙ্গা শুরু হয়।

আসলেই কি মুসলিম ভোট বিভাজিত হয়ে ইউসুফ পাঠানকে ভোট দিয়েছে? নাকি হিন্দু ভোট একত্রিত হয়ে অধীরের বিরুদ্ধে গেছে? সত্যিটা কী?

২০১৯ সালে বহরমপুর লোকসভায় মোট ভোট পোল হয়েছিল 12,99,997 টি, আর ২০২৪ সালে মোট ভোট পোল হয় 13,77, 285 টি। অর্থাৎ গত নির্বাচনের চেয়ে এবার পোল বেশি হয়েছে 77, 288 টি। তার মানে যদি সব দল নিজেদের ভোটের হার ধরে রাখে তাহলে আগের নির্বাচনের চেয়ে এবার বেশি ভোট পাবে সব দল। যেহেতু এবার পোল হয়েছে বেশি। তাহলে এটা দেখাতে হবে অধীর রঞ্জন গত নির্বাচনে কত ভোট পেয়েছিল, আর এবার কত ভোট পেয়েছে 2019 – 5,91,106
2024 – 4,39,494

অর্থাৎ নিজের ভোট ধরে রাখতে হলে গত নির্বাচনের চেয়ে বেশি ভোট পাওয়ার কথা ছিল অধীর রঞ্জন চৌধুরীর। যেহেতু এবার ভোট সংখ্যা বেশি। কিন্তু হল তার উল্টোটা। গত নির্বাচনের চেয়ে এবার 1,51,612 টি ভোট কম পেলেন।

প্রসঙ্গত এখানে একটা কথা উল্লেখ করতে হয় যে, বহরমপুর লোকসভা কেন্দ্রের মধ্যে তিনটি পৌরসভা বহরমপুর, বেলডাঙ্গা ও কান্দি। এই তিন পৌরসভার ভোটের যে তথ্য অর্থাৎ দলগত প্রাপ্ত ভোটের যে হিসাব, সেই পরিসংখ্যান বলে দিচ্ছে অন্য কথা। নতুন ভারত গড়তে যখন বিজেপি বিরোধী মানসিকতা বাংলা প্রতিষ্ঠিত করতে চাইছে, তখন এই তিনটি পৌরসভায় হিন্দুত্বের সম্প্রদায়িক মানসিকতা কতখানি গভীরে, তা প্রতিফলিত হয়েছে। বহরমপুর পুরসভার একটি পরিসংখ্যান দিলে সুস্পষ্ট হবে বিষয়টি। বহরমপুর পৌরসভার ২১ নম্বর ওয়ার্ডে তৃণমূল কংগ্রেস সবথেকে কম ভোট পেয়েছে ২১১টি। এবং তৃণমূল কংগ্রেস সব থেকে বেশি ভোট পেয়েছে ১৯ নম্বর ওয়ার্ডে ৯৬৮ টি। এই পরিসংখ্যান থেকে এ কথা স্পষ্ট যে শুধুমাত্র মুসলমানরাই যদি ইউসুফ পাঠান কে ভোট দিত তাহলে তার সংখ্যা প্রায় 1500 থেকে 2000 হতো। এই তথ্য তা কিন্তু প্রমাণ করছে না।বহরমপুর পুরসভার মধ্যে প্রায় তিন চারটে ওয়ার্ডে মুসলমান ভোটের হার প্রায় পঞ্চাশের কাছাকাছি অর্থাৎ ৩০ থেকে ৩৫ শতাংশ। যদি ইউসুফ পাঠানকেই সব ভোট দিত, তাহলে এত কম ভোট ইউসুফ পাঠান পেত না।এখান থেকে কি প্রমাণ হয়? এই তথ্য বলছে যে মুসলমানদের অধিকাংশ ভোটই কংগ্রেসের অধীর চৌধুরী পেয়েছে।

অন্যদিকে কান্দি পুরসভা যেখানে বর্তমান তৃণমূল কংগ্রেসের জেলা সভাপতির বাস, সেখানে হিন্দুদের ভোট হয়েছে বেশি। সেখানেও কংগ্রেসকে ভোট দিয়েছে অধিকাংশ মুসলমান ভোটার। তৃণমূল কংগ্রেস সেইভাবে ভোট পায়নি। ঠিক তেমনটাই হয়েছে বেলডাঙা পুরসভার ক্ষেত্রে। ভোট প্রাপ্তর হিসাব সে কথাই বলছি। অথচ এই তিনটি পুরসভাতেই শতকরা 100টা ভোটের মধ্যে প্রায় 95 টা ভোট বিজেপি পেয়েছে। বহরমপুর পুরসভার দায়িত্বে আছেন তৃণমূল কংগ্রেসেরই পুরসভার পুরপিতা। এখন প্রশ্ন ওঠা স্বাভাবিক, দায়িত্বে থাকা এই দুজন নেতৃত্ব, তারা কি তাদের দায়িত্ব পালন করেননি? অর্থাৎ সাম্প্রদায়িকতার যে সুগভীর পদচারণা, তা কি হিন্দুদের মধ্যেই বেশি?

অধীর চৌধুরি যে ভোটগুলো পেলেন না, সেই ভোটগুলো কে পেলেন? তৃণমূলের জয়ী প্রার্থী ইউসুফ পাঠান? ভোট পাওয়ার পরিসংখ্যান দেখলেই একথা পরিষ্কার হয়ে যাবে। ২০১৯ সালে তৃণমূল কংগ্রেস ভোট পেয়েছিল 5,10,410 টি, আর ২০২৪ সালে পায় 5,24,516 টি ভোট। অর্থাৎ গত নির্বাচনের চেয়ে 14,106 টি ভোট বেশি পেয়েছে তৃণমূল কংগ্রেস। কিন্তু একটা বিষয় মনে রাখতে হবে, এবার পোল বেশি হয়েছে। গত নির্বাচনে ভোট পাওয়ার হার সব দল ধরে রাখলে, সব দলের ভোট বৃদ্ধি হওয়ার কথা। তাই তৃণমূল কংগ্রেসের এই ভোট পাওয়া স্বাভাবিক। কিন্তু গত নির্বাচনে তৃণমূল কংগ্রেস যে পরিমান ভোট পেয়েছিল, সেই তুলনায় এই বৃদ্ধি কম। তার প্রমান পাওয়া যায় ভোট পাওয়ার হার দেখে।

২০১৯-এ তৃণমূল কংগ্রেস পায় 39.26% ভোট, আর এবার পায় 38.08% ভোট। অর্থাৎ এবার তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী জিতলেও ভোট শতাংশের হার গত নির্বাচনের চেয়ে কম ভোট পেয়েছে। এবার মোট 77,288 টি ভোট বৃদ্ধি হল এবং অধীর চৌধুরি যে 1,51,612 টি ভোট কম পেলেন, সেই ভোটগুলো কোথায় গেল? সেই ভোটগুলো তো তৃণমূল কংগ্রেস পায়নি। তাহলে পেল কে?

মোট ভোটের সঙ্গে অধীর রঞ্জনের খোয়া যাওয়া ভোট এই মোট ভোটটাই গেছে বিজেপির কাছে। ২০১৯-এ বিজেপি পায় 1,43,038 টি ভোট, আর এবার পায় 3,71,885 টি ভোট। অর্থাৎ গত নির্বাচনের চেয়ে এবার বিজেপি 2,28,847 টি ভোট বেশি পেয়েছে। গত নির্বাচনে বিজেপির ভোট পাওয়ার হার ছিল ১১%, আর এবার সেই ভোট পাওয়ার হার বৃদ্ধি পেয়ে হল ২৭%! অর্থাৎ বিজেপি এবার ১৬% ভোট বৃদ্ধি করেছে! বিজেপি গত নির্বাচনের চেয়ে যে 2,28,847 টি ভোট বেশি পেল, এই ভোট কাদের ভোট? মুসলমানদের ভোট? মুসলমানরা অধীরকে ভোট না দিয়ে, মুসলিম প্রার্থী ইউসুফ পাঠানকে ভোট না দিয়ে, মুসলিমবিদ্বেষী বিজেপিকে ভোট দিয়েছে? একথা শুনে পাগলেও হাসবে। অন্যদিকে পরিসংখ্যান দেখে তা পরিষ্কার হয়েছে। বিজেপি এবার যে ভোট পেয়েছে, তা পুরোটাই হিন্দু ভোট। হিন্দুরাই অধীর রঞ্জন চৌধুরিকে ভোট না দিয়েছে ভোট দিয়েছে বিজেপি প্রার্থীকে। বহরমপুর লোকসভা কেন্দ্রের পরিসংখ্যান দেখে এ কথা পরিষ্কার যে, অধীর রঞ্জন চৌধুরিকে কারা পরাজিত করল? হিন্দুরা নাকি মুসলমানরা? অধীর রঞ্জন চৌধুরিকে মুসলমানরা হারায়নি। আগেও যে মুসলমানরা অধীর রঞ্জন চৌধুরিকে ভোট দিয়েছিল, এবারও সেই মুসলমানরাই অধীর রঞ্জন চৌধুরিকে ভোট দিয়েছে। বরং যেসব হিন্দুরা অধীর রঞ্জন চৌধুরিকে গত নির্বাচনে ভোট দিয়েছিল, তারা এবার বিজেপিকে ভোট দেওয়াতেই অধীর রঞ্জন চৌধুরি হেরেছে। এখান থেকে একটা সত্য তথ্য প্রমাণিত হয় যে, শহর বহরমপুরের তথাকথিত 'প্রগতিশীল' বিদ্বেষজীবী, যাঁরা বিভিন্ন দলের জেলা নেতৃত্ব, বিভিন্ন দলের শাখা সংগঠনের নেতৃত্ব, তাদের সকলের মধ্যেই সূক্ষ্ম ও উগ্র হিন্দুত্ববাদ এবং সম্প্রদায়িকতা বিরাজ করছে। স্বাধীনতার পরবর্তী সময় থেকেই বহরমপুর কেন্দ্রের প্রায় ৬২ শতাংশ মুসলমান, তারা ব্যাক্তি দেখে নয়, দল দেখে নয় প্রধানতম প্রার্থীকেই অর্থাৎ বিভিন্ন দলের হিন্দু প্রধান মুখকেই ভোট দিয়ে নির্বাচিত করেছেন। যখন ভারত তথা বাংলার মানুষ সংবিধান বাঁচানোর তাকিদে, দেশ বাঁচানোর তাকিদে হিন্দুত্বের বিরুদ্ধে ভোট দিয়েছেন। তখন বাংলার আপমর জনসাধারণের কথায় উঠে আসছে, এ বাংলার বাঙালি ভোটাররা হিন্দু মুসলিম মিলিত ভাবে ভোট দিয়েছেন। যখন নতুন বাংলা গড়তেই ভোট দিয়েছে তৃণমূল কংগ্রেসকে। তখন বহরমপুরের তথাকথিত হিন্দুত্বকে বাঁচিয়ে রাখতেই গৈরিকরণকে প্রবাহিত করতেই বিজেপিকে এই হিন্দুরাই ভোট দিয়েছেন। ফলে মুর্শিদাবাদ দেখলো আলাদা একটা পথ। অন্যদিকে নতুন ভারতের খোঁজে এ বাংলা তথা মুর্শিদাবাদবাসি, তৃণমূলের তিনজন প্রার্থীকে জয়ী করে নতুন বাংলা গড়তে তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থীদেরকে জয়ী করেছে।

মতামত লেখকের নিজস্ব

রূপা এখন একা

আহমদ রাজু

ধারাবাহিক গল্প

চার

পূবের সূর্য সকাল ছ'টার কিছু পরে উঁকি দিলেও এখন ন'টা বাজে। গত রাতে তিতলির চোখে ঘুম ছিল না। রায়হানও দুটো চোখের পাতা এক করতে পারেনি। ভোরের দিকে ঘুম যেন জেগে বসেছিল। অবশ্য শুক্রবার হবার কারণে ভোরে ওঠার তাড়া ছিলনা কারো।

রায়হানের ঘর থেকে বের হবার সময় হয়েছে। সে তিতলিকে কাছে ডেকে বলল, 'আমার জন্য কোন চিন্তা করবি না। আমি যেখানেই থাকি ভাল থাকবো। ঠিকমতো খাওয়া-দাওয়া করবি। কলেজে যাবি সময়মতো। গুরুজনদের মান্য করবি আর সবচেয়ে বড় কথা, ভাবীর মন রক্ষা করে চলার চেষ্টা করবি।'

ভাই আর ভাবীবে উদ্দেশ্য করে বলল, 'আমি আসি।'

'ছোটভাই, নিজের শরীরের প্রতি খেয়াল রাখিস। কাজ পেলে চিঠি দিতে ভুল করিস না। আর টাকার নেশায় মত্ত হয়ে বোনটাকে যেন ভুলে যাসনা।' ছল ছল চোখে বলল তিতলি। চোখ দুটো তার জলে ভরে উঠেছে ইতিমধ্যে।

রায়হান আর কথা না বাড়িয়ে তিতলির কপালে চুমু দিয়ে গায়ের আঁকা বাঁকা পথ ধরে শহরের উদ্দেশ্যে রওনা হয়। তিতলি দাঁড়িয়ে থেকে নীরবে চোখের জল ফেলে আর আগামী শঙ্কায় মন তার ব্যথায় ভরে ওঠে।

সকালের সোনা চিকচিকে রোদ্দুরে রাস্তার দু'পাশের ঘাসগুলো নতুন সাজে সেজেছে। সকাল গড়িয়ে দুপুর। আস্তে আস্তে সূর্যটা মাথার ওপরে এসে দাঁড়ায়। শহরের মূল রাস্তায় যেতে আরো ঘন্টা খানেক হাঁটতে হবে। রায়হান রাস্তা দিয়ে হাঁটছে আর মনে পড়ছে তার ফেলে আসা শৈশবের স্মৃতি।

মা-বাবা আর তিন ভাই বোনের সংসার। মা গৃহিনী আর বাবা স্কুল মাষ্টার। এই পাঁচ জনে মিলে চলছিল সংসারের চাকা হাসি আনন্দে। হঠাৎ মায়ের অসুখ হলো। চোখে ঝাপসা দেখে। ঠিকমত কাজকর্ম করতে পারে না। ক'দিন পরে মা মারা যায়।

তিতলির বয়স তখন দুই বছর ছয় মাস। তিন ভাইবোন নিয়েই তার বাবার পৃথিবী। এর বাইরে তিনি কিছু চিনতেন না। নিজে না খেয়ে আমাদের খাওয়াতেন। তিতলি বড় ভাইয়ের চেয়ে রায়হানকেই বেশি ভালবাসতো। তার সাথে রায়হানের বেশি মিল ছিল, আজও আছে। দিব্যি সুস্থ মানুষ বাবা হঠাৎ স্ট্রোক করে। নাসির উদ্দিন তখন স্কুলে। তিতলিকে বাবা রায়হানের হাতে তুলে দিয়ে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন। শুরু হলো তিন ভাইবোনের জীবন সংগ্রাম। বেসরকারী স্কুল হওয়ায় যৎসামান্য সহযোগিতা করে স্কুল কর্তৃপক্ষ। তাতেই চলছিল কোনরকম। নাসির উদ্দিন একসময় চাকুরী পেল। বিয়েও হলো। বউ আসলো সংসারে। ভেবেছিল এবার বুঝি সংসারে নতুন স্বর্গ রচিত হবে। কিন্তু না; ভাবী আসার কিছুদিন পর সংসারে যেটুকু শান্তি ছিল তাও পালিয়ে গেল। বিশেষ করে রায়হান আর তিতলির জীবন থেকে। ফেলে আসা স্মৃতি চোখের পাতায় রচনা করতে করতে হেঁটে চলে রায়হান। পাশ দিয়ে যাবার সময় রাজেশ নামের এক বন্ধু তাকে দেখতে পায়। রাজেশ-ই ছিল রায়হানের স্কুল জীবনের একমাত্র বন্ধু।

'রায়হান, এই রায়হান, যাচ্ছিস কোথায়?'

রায়হান এতই গভীরভাবে তার ফেলে আসা স্মৃতি রোমন্থন করছিল যে, কে তাকে পেছন থেকে ডাকছে তা সে শুনতে পায় না। রাজেশ পেছন থেকে ধাক্কা দিয়ে বলল, 'রায়হান এই কী ভাবছিস? পেছন থেকে এতবার ডাকছি শুনতে পাচ্ছিস না?'

'আরে রাজেশ, বন্ধু তুই! কোথা থেকে এলি?'

'গিয়েছিলাম উত্তর নগরে। ঢাকা চলে যাবার পরে এদিকটায় তেমন একটা আসা হয় না। তা তুই কোথায় যাচ্ছিস এমন পাগল বেশে?

'এই আছি একরকম। তা তোর খবর কি?'

'বেশ ভাল। তোর চাকুরী বাকরী কিছু হয়েছে, নাকি এখনো বেকার?'

'তোর এতগুলো প্রশ্নের উত্তর একবারে দেওয়া অসম্ভব। আমি বাড়ি ছেড়ে চলে এসেছি। ভেবেছি শহরে যাবো। ছুটছি কাজের নেশায়; তবে পথ জানা নেই। আর চাকুরী বাকরি এখনো হয়নি। বেকার মানুষ যা করে তাই, কাজ খুঁজছি।'

'বাহ্ বাহ্ খুব ভাল। আপনার জীবন কাহিনী শুনে আমি ধন্য হলাম। তা যাবেন কোথায় তা যখন জানেন না তখন এই অধমের বাড়িতে পদধূলি পড়লে এ জীবন ধন্য হতো। যাবেন কি আমাদের বাড়িতে?'

'না রাজেশ, এ হয় না। আমার এ বিষাক্ত জীবনের সাথে তোকে জড়াতে চাই না। তাহলে তোরও আমার মতো অবস্থা হবে।'

রাজেশ রায়হানের হাতদুটো নিজের মুঠোর ভেতরে পুরে নিয়ে বলল, 'আরে, তুই কি আমার সেই বন্ধু? যে আমার জন্য নিজের জীবন দিতে প্রস্তুত থাকতো। যার আত্মার সাথে আমার আত্মার নিবিড় সম্পর্ক ছিল? এই বল না, বল রায়হান, বল।' সে হাত ছেড়ে রায়হানের ঘাড়ে হাত দিয়ে মৃদু ধাক্কা দেয়।

'রাজেশ আমি এখনো বদলায়নি। তোর সুখের জন্য আমার জীবনটা আজও প্রস্তুত আছে। মৃত্যু মুখে পতিত হতে পারি কিন্তু আমার জন্যে তোর কোন ক্ষতি হোক এ আমি চাই না।'

'তুই কি এমএ পাশ করা মূর্খ ছেলে নাকি; কু-সংস্কারে বিশ্বাস করিস? যদি আমাকে একদিনের জন্যেও বন্ধু ভেবে মনের কোণে ঠাঁই দিস তবে আজ তোকে আমার সাথে যেতেই হবে। চলতো...।' হাত ধরে টানতে থাকে রাজেশ।

'না, আমি যাবো না। আমাকে এর জন্য আর অনুরোধ করিস না। আমি তোর কাছে ক্ষমা চাচ্ছি।'

'তুই যদি না যাস তবে আজই তোর সাথে আমার শেষ কথা।'

'রাজেশ এভাবে বলিস না।'

'এবাবে বলবোনা মানে? তুই কি আমার কিছু হোস? যদি কিছু হতিস তাহলে আমার কথা এভাবে অগ্রাহ্য করতে পারতিস না। আজ যদি তোর নিজের ভাই তোকে তার বাড়ি নিয়ে যেতে চাইতো তবে তুই কি পারতিস তাকে এভাবে ফিরিয়ে দিতে?

'রাজেশ!'

'হ্যাঁ বন্ধু, আমরা যে এক বৃন্তে দু'টি ফুল। তুই যদি কষ্টে থাকিস আমি কী সুখে থাকতে পারবো?'

'আজ থেকে আমরা দু'জন বন্ধুর বদলে ভাই হলাম; আপন ভাই।' রায়হানের চোখ থেকে দু'ফোটা অশ্রু গড়িয়ে পড়লো মাটিতে যা রাজেশের চোখ এড়ায় না।

রাজেশ বলল, 'এই শালা দেখি মেয়েদের মতো কাঁদে! পুরুষ মানুষের কাঁদতে নেই বুঝলি। চলতো এখন।'

রায়হান যখন রাজেশের সাথে তাদের বাড়িতে পৌঁছালো তখন তার মা বারান্দায় বসে কাঁথা সেলাই করছে। বাড়িটা ছিমছাম। উঠানের ডান পাশে একটা ডালিম গাছ। সেখানে টুনটুনি পাখিরা সারাক্ষণ টুই টুই করে। বাবা অনেক আগেই মারা গেছে। বাড়ির সদস্য বলতে মা আর ছেলে।

'শোন রায়হান, তুই আমাদের এখানে থেকে কাজ খুঁজবি। দুইজনে মিলে কাজ করলে আমাদের সংসার স্বাচ্ছন্দে চলে যাবে।' রাজেশ বলল।

'আচ্ছা তাই হবে, তুই যেমনটি চাস।'

চলবে...

রাফাহ

তাসনিম আরা শাহ

ইতিহাস লিখে রাখবে
রাফার জলন্ত আর্তনাদ,
কিছু নরপিশাচদের
ঘৃণাত্মক বর্বরতার করাঘাত।

দুঃসময় যাবে কেটে
শান্ত হবে গাজা,
অবশ্যই একদিন
উল্টে যাবে পাশা।

আজকে যারা চুপ
তারা থাকবে নিরুত্তর,
বৃক্ষলতা পাথর বুঝি
দেবে সেদিন সদুত্তর।

চিন্তা তুমি কোরো না রাফাহ
এর প্রতিদান তুমি পাবে,
'রব' এর কাছে খাতায়
সবই লেখা আছে।।

ভালোলাগা গরম

সুমনা অধিকারী

গরম ভাতে মাছের ঝোল
বাহ্ বাহ্ যে উঠল বোল ,
গরম ভাতে ঘি এর ছিটা
গরম গোল্লা লাগে মিঠা,
গরম চায়ে মাটির ভাঁড়ে
উষ্ণ ঠোঁটে সিগার ধরে,
গরম যখন স্পর্শ তারে
ঘটী গরম মাঠের পরে,
গরম এত ভালোলাগা -
তবে গ্রীষ্মে কেন এসি লাগা ?
গরম গরম ভালোলাগা ।।

ছড়া-ছড়ি

অহংকারের পতন

আনিসুর রহমান

শুনছো তুমি বন্ধু আমার,
জগতের প্রথম, পাপই হলো অহংকার
বুঝেও কেন অবুঝ থাকো, জেনেও কেন নির্বিকার?
অহংকারে উড়বে তুমি যতই আকাশে
পতনের ভয় সেথায় সদাই পিছে ঘোরে।
'সমঝে' চলো, যদিও সময় তোমার, আছে বিস্তর
নইলে অহংকারই ফেলবে তোমায় অতলগহ্বর।
মাথায় তোমার বুদ্ধি ঠাসা, 'সবজান্তায়' পূর্ণ তা
'হুমকি' তোমার হাতিয়ার, হৃদয় মাঝে ধৃষ্টতা ।
ভাবছো সদাই, এমনিভাবেই কাটিয়ে দিবে জীবনভর
দম্ভের বলে বলীয়ান হয়ে করবে শুধু আপন- পর।
ভাবনা যদি এমন ভাবো, হৃদয় মাঝে ধরবে ঘৃণ
অহংকারই মাখাবে মুখে গোবর- মূত্র, কালি- চুন ।
জীবন পথে উড়বে তোমার,- ধ্বংসের নিশান
অহংকার কেঁদে বলবে, 'কোথায়□রইল প্রাণ?'

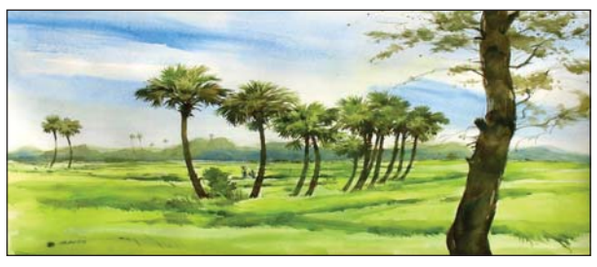

স্বচ্ছ মনের আকাশে

সামিম আকতার

স্বচ্ছ মনের আকাশে নেই মেঘ
মনের ভাবনার পাখিগুলো উড়ছে
মনে আকাশ স্বচ্ছ ফুরফুরে হাওয়া বইছে
আমার স্বচ্ছ মনের আকাশে নেই মেঘ।
আমার স্বচ্ছ মনের মাটিতে ফসল বোনা
ফুরফুরে বাতাসে তারা দুলছে আর দুলছে
আর একধারে কূল কূলে নদী বইছে
নদীর জলে নৌকা গুলো ভাসছে।
নৌকা মাঝি দাঁড় টেনে গুনগুন করে
জাল ফেলে ইলিশ মাছ ধরে।
আর মাছরাঙ্গা মনের নদীতে ছো মেরে নিয়ে যায় মাছ
স্বচ্ছ মনের আকাশের নিচে আর একধারে একটি গাছ।

অধীর অপেক্ষা

সৌমেন্দু লাহিড়ী

তোমার অভাবে আমার পরান
অহরহ কেঁদে যায়,
যদি পারো আবার এসো ফিরে ঘরে
তবে হৃদয় শান্তি পায়।

মনটি আমার গুমরে মরে
উথাল-পাথাল করে,
তোমার কথা প্রতিনিয়ত
আমার মনে পড়ে।
ভুলতে যত চেষ্টা করি
স্মৃতির জালে জড়িয়ে পড়ি
মায়ার বাঁধন এমনই কঠিন
কাটানো বড় দায়।
তোমার বিহনে শয়নে স্বপনে
মন কষ্ট পায়।

যে হৃদয় তুমি শূন্য ক'রে
চলে গেছো পরপারে
সেই শূন্য হৃদয় খুঁজে বেড়ায়
তোমায় বারেবারে।
তোমার স্মৃতি আঁকড়ে ধ'রে
রয়েছি বেঁচে কষ্ট ক'রে,
কতদিন আর এমন ভাবে
বেঁচে থাকা বলো যায় ?
তোমার অনুপস্থিতিতে
রিক্ত আমার আলয়।

বন্ধু আমার চলে গেছো তুমি
অনেক দুঃখ দিয়ে,
পারো যদি তুমি তোমার কাছে
আমারেও যাও নিয়ে।
সেথা দু'জনে মিলে একসাথে রব
মুখোমুখি বসে কত কথা কব,
প্রেমাবেশে মোরা পরম সুখে
ভাসব প্রেম-ভেলায়
নয়ত আমরা দুলবো দু'জনে
দোদুল দোলনায়।।

ফ্রেঞ্চ ওপেন: থ্রিলার জিতে ফাইনালে আলকারাজ, প্রতিপক্ষ জভেরেভ

আপনজন ডেস্ক: অস্ট্রেলিয়ান ওপেনের সেমিফাইনালে থ্রিলার জিতলেন কার্লোস আলকারাজ। শীর্ষ বাছাই ইয়ানিক সিনারের বিপক্ষে রুদ্ধশ্বাস এক লড়াইয়ে ৩-২ সেটের দারুণ এক জয় পেয়েছেন এই স্প্যানিশ তরুণ। ফাইনালে আলকারাজের প্রতিপক্ষ জার্মানির আলেক্সান্দার জভেরেভ, যিনি অন্য সেমিফাইনালে ক্যাসপার রুডকে হারিয়েছেন ৩-১ সেটে। প্যারিসের রোলাঁ গারোয় প্রথম গ্র্যান্ড স্লাম শিরোপার সন্ধানে থাকা আলকারাজ কাল রাতে ম্যাচ শুরু করেন হার দিয়ে। প্রথম সেটে ৬-২ গেমে বাজেভাবে হেরে যান আলকারাজ। দ্বিতীয় সেটে অবশ্য দারুণভাবে ঘুরে দাঁড়ান তিনি। ৬-৩ গেমে এই সেট। তৃতীয় সেটে আবারও বাজিমাত করে ম্যাচে এগিয়ে যান সিনার। ইতালির এই টেনিস তারকা সেটটি জেতেন ৬-৩ গেমে।
তবে পরের দুই সেটে আলকারাজের সঙ্গে পেরে ওঠেননি সিনার। ৬-৪ ও ৬-৩ গেমে হেরে আলকারাজের কাছে ধরাশায়ী হন তিনি। ম্যাচটা জিততে কতটা কষ্ট হয়েছে, সেটা জয়ের পর আলকারাজের প্রতিক্রিয়াতেই ফুটে উঠেছে, 'আপনাকে কষ্টের ভেতরই আনন্দ খুঁজে নিতে হবে। এটাই হচ্ছে মূল ব্যাপার।'
এর আগে গত বছর উইম্বলডন ও ইউএস ওপেন জিতলেও এখন পর্যন্ত অস্ট্রেলিয়ান ওপেন ও ফ্রেঞ্চ ওপেন জেতা হয়নি আলকারাজের। ফাইনালে জভেরেভকে হারাতে পারলে চার গ্র্যান্ড স্লামের তিনটিই জেতা হবে তাঁর। যদিও জভেরেভের সঙ্গে লড়াইটা মোটেও সহজ হবে না। সেমিফাইনালে রুডের বিপক্ষে প্রথম সেটে ৬-২ গেমে হারলেও পরের তিন সেটে ৬-২,৬-৪ এবং ৬-২ গেমে জিতে ফাইনালে ওঠেন জভেরভ।
বর্তমান সময়ে টেনিসের শীর্ষ তারকাদের একজন বিবেচিত হলেও জভেরেভ এখন পর্যন্ত কোনো গ্র্যান্ড স্লাম জয়ের স্বাদ পাননি। এটি তাঁর দ্বিতীয় গ্র্যান্ড স্লাম ফাইনাল। এর আগে ২০২০ সালে ইউএস ওপেনের ফাইনালে খেলেছিলেন তিনি। তবে ফাইনালে হেরে যান ডমিনিক থিয়েমের কাছে।

নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে জয়কে আফগানিস্তানের 'অন্যতম সেরা' বললেন রশিদ খান

আপনজন ডেস্ক: বিশ্বকাপ শুরুর আগে এক সাক্ষাৎকারে রশিদ খান বলেছিলেন, একটু শান্ত থাকলে যেকোনো দলকে হারাতে পারে আফগানিস্তান। সেটি যে কেবল কথার কথা ছিল না, আজ বিশ্বকাপ নিজেদের দ্বিতীয় ম্যাচে নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে তা প্রমাণ করেছে আফগানরা।
কঠিন উইকেটে ধৈর্য ধরে রেখে ব্যাটিং করেছে তারা। এরপর বোলিংয়ে নিজেদের সেরাটা উপহার দিয়ে কিউইদের রীতিমতো গুঁড়িয়ে দিয়েছে রশিদ খানের দল। ম্যাচ শেষে দারুণ এ জয়ে উচ্ছ্বাস প্রকাশ করেছেন আফগান অধিনায়ক রশিদ। বলেছেন, এটি টি-টোয়েন্টি ইতিহাসে নিজেদের সেরা পারফরম্যান্সগুলোর একটি।
টস হেরে আগে ব্যাটিংয়ে নেমে রহমানুল্লাহ গুরবাজের ৫৬ বলে ৮০ রানের ইনিংসে ৬ উইকেটে ১৫৯ রান সংগ্রহ করে আফগানিস্তান। জবাবে ফজলহক ফারুকি ও অধিনায়ক রশিদ ৪ উইকেট করে নিয়ে ধসিয়ে দেন নিউজিল্যান্ডের ব্যাটিং লাইনআপ। এ দিন মাত্র ৭৫ রানে গুটিয়ে যায় কেইন উইলিয়ামসনের দল। এ নিয়ে টানা দুই ম্যাচে প্রতিপক্ষকে এক শর নিচেই গুটিয়ে দিল আফগান বোলাররা। নিজেদের প্রথম ম্যাচে উগান্ডাকে ৫৮ রানে অলআউট করে দিয়েছিল আফগানরা।
নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে নিজেদের নজরকাড়া পারফরম্যান্স নিয়ে রশিদ বলেছেন, 'টি-টোয়েন্টি ক্রিকেটে এটা আমাদের সেরা পারফরম্যান্সগুলোর একটি। দারুণ দলীয় প্রচেষ্টা। উইকেট মোটেই সহজ ছিল না। ইব্রাহিম এবং গুরবাজ দারুণভাবে শুরু করেছিল। ৭-১০ ওভারের মধ্যে তারা নিজেদের উইকেট ছুড়ে আসেনি। আফগানিস্তানের জন্য দারুণ একটি জয়। এই দলের নেতৃত্ব দেওয়া এবং নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে জেতাটা সম্মানের ব্যাপার।'
নিজের বোলিং শক্তি নিয়ে রশিদ আরও বলেছেন, 'আমাদের যে বোলিং ইউনিট আছে, যদি আমরা তার সঠিক ব্যবহার করতে পারি, তবে প্রতিপক্ষের জন্য ১৬০ রান করা কঠিন হবে। এটা এমন কিছু, যা আমাদের সবাইকে শক্তি দিয়েছে। এটা শুরু হয়েছে ব্যাটিং দিয়ে। আমরা নিজেদের শতভাগ উজাড় করে দিয়েছি, হারা কিংবা জেতা কোনো ব্যাপার না। আমরা এভাবেই প্রস্তুতি নিয়েছি।'
ফল নিয়ে না ভেবে নিজেদের কাজটাই ঠিকঠাক করে যেতে চান রশিদ, 'ফল নিয়ে আমি ভাবি না। ব্যাপার হলো আমরা কতটা চেষ্টা করেছি, সেটা। আমি উইকেট নিয়েও ভাবি না, দলের মধ্যে যে প্রাণশক্তি আছে, সেটাই আমাকে আনন্দিত করে।'
ম্যাচে দারুণ বল করা ফারুকিকে প্রশংসায় ভাসিয়ে আফগান অধিনায়ক বলেছেন, 'ফারুকি যেভাবে বল করেছে, তা অসাধারণ। সে দারুণ দক্ষতাসম্পন্ন বোলার। কিছু জায়গায় উন্নতির ব্যাপার আছে কিন্তু একবার যদি বুঝতে পারে যে সে কতটা দক্ষতাসম্পন্ন তবে ফারুকি আরও বিপজ্জনক হয়ে উঠবে।'
ম্যাচ শেষে নিজেদের পারফরম্যান্স নিয়ে হতাশা প্রকাশ করেছেন নিউজিল্যান্ড অধিনায়ক উইলিয়ামসন, 'আফগানিস্তানকে অভিনন্দন। তারা সব দিক থেকেই আমাদের উড়িয়ে দিয়েছে। এ ধরনের কঠিন উইকেটে তারা উইকেট হাতে রেখেছে এবং দারুণভাবে ব্যাটিং করেছে। আমাদের দিক থেকে মোটেই যথেষ্ট ছিল না।'
তবে এই হার থেকে শিক্ষা নিয়ে ঘুরে দাঁড়ানোর কথা বলেছেন উইলিয়ামসন, 'দ্রুত ঘুরে দাঁড়াতে হবে। আমাদের ঐক্যবদ্ধ হয়ে পরের চ্যালেঞ্জের জন্য মনোযোগ দিতে হবে। ছেলেরা মনোযোগী আছে এবং এ ম্যাচের আমরা কঠিন পরিশ্রম করেছিলাম, তবে এটা আমাদের সেরা পারফরম্যান্স ছিল না। আমরা ম্যাচটা নিয়ে কথা বলব, পর্যালোচনা করব এবং সামনের দিকে তাকাব।'

২০২৪ বিশ্বকাপের দল পরিচিতি

শ্রীলঙ্কা: নামে ভারী নয়, ধারে কাটতে পারবে কি

আপনজন ডেস্ক: শ্রীলঙ্কার ক্রিকেটে সেরা দিন কোনটি? ১৯৯৬ বিশ্বকাপ ফাইনাল জয়। পরের বৈশ্বিক শিরোপাটা কবে? ২০০২ চ্যাম্পিয়নস ট্রফি। অর্থাৎ মাঝে ৬ বছরের বিরতি। তৃতীয় বৈশ্বিক শিরোপাটা ঠিক তার ১২ বছর পর, ২০১৪ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ। অপেক্ষা সম্ভবত বাড়বে। এবারও বোধ হয় হবে না। কিন্তু খেলাটির নাম ক্রিকেট, আর সংস্করণটিও আরও বেশি অনিশ্চিত টি-টোয়েন্টি; শ্রীলঙ্কা আশা ছাড়বে কেন! শেরেবাংলা স্টেডিয়ামে কুমার সাঙ্গাকারা-মাহেলা জয়াবর্ধনেদের প্রজন্ম শেষ ট্রফিটা জেতানোর পর এক দশক কেটেছে। এবারের দলে তারকা আছে, ভালো খেলোয়াড়ও কম নেই; কিন্তু বৈশ্বিক টুর্নামেন্ট জিততে আরও যা যা লাগে, ব্যাখ্যাতীত সেসব ব্যাপারই অনুপস্থিত। অবশ্য বিশ্বকাপের আবহে পাল্টে গেলে ভিন্ন কথা। অতীতে যে এমন কিছু ঘটেনি, তা-ও না। পাতিরানা-শানাকাদের পূর্বপ্রজন্ম রানাতুঙ্গা-ডি সিলভারা ১৯৯৬ সালেই করে দেখিয়েছেন। আগের পাঁচটি বিশ্বকাপে গ্রুপ পর্ব পেরোতে না পারলেও সেবার চ্যাম্পিয়ন। কিছু একটা ছিল সেই দলে, যা এবারও নেই। কিন্তু দলে আছে অধিনায়কদের মেলা। অ্যাঞ্জেলো ম্যাথুস, দাসুন শানাকা সাবেক অধিনায়ক। কুশল মেন্ডিস বর্তমান ওয়ানডে অধিনায়ক, টেস্ট অধিনায়ক ধনাঞ্জয়া ডি সিলভা। ২০১৪ বিশ্বকাপজয়ী ম্যাথুসের অভিজ্ঞতা বাকিদের জন্য অমূল্য। এবার যাঁর ৬ নম্বর টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ। শ্রীলঙ্কার এবারের দলটিতে একই সঙ্গে ব্যাটিং-বোলিংয়ে দক্ষ ক্রিকেটারের অভাব নেই। অধিনায়ক হাসারাঙ্গাসহ স্পিন অলরাউন্ডার আছেন বেশ কয়েকজন। ২১ বছর বয়সী বাঁহাতি স্পিন অলরাউন্ডার দুনিত ভেল্লালাগের সংযোজন একটু অদ্ভুত লাগতে পারে। দেশের হয়ে আগে কখনো টি-টোয়েন্টি খেলেননি। গত বছর এশিয়া কাপে ভারতকে কাঁপিয়েছিলেন ৫ উইকেট নিয়ে। ফিল্ডিংয়েও ভালো, শ্রীলঙ্কা তাই দ্বিতীয়বার ভাবেনি। দুই পেস অলরাউন্ডার হিসেবে আছেন শানাকা ও ম্যাথুস। পেস আক্রমণও বেশ ভালো। দুষ্মন্ত চামিরার সঙ্গে দলে জায়গা পেতে লড়াই হবে তুষারা, পাতিরানা ও মাদুশঙ্কার মধ্যে। স্পিন বিভাগে হাসারাঙ্গা ও মহীশ তিকশানা মোটামুটি অটোমেটিক চয়েস। ব্যাটিংয়ে বারুদ কম নেই, তবে দ্রুত উইকেট পড়লে কিংবা বড় লক্ষ্য তাড়ায় কেমন করে, সেটি দেখার বিষয়। পাতুম নিশাঙ্কা, কুশল মেন্ডিস, কামিন্দু মেন্ডিসরা পরীক্ষিত হলেও মঞ্চটার নাম তো বিশ্বকাপ। স্নায়ুর চাপ একটু চড়া থাকে। ডি গ্রুপে প্রতিপক্ষ হিসেবে দক্ষিণ আফ্রিকা, বাংলাদেশ, নেপাল ও নেদারল্যান্ডসকে পাচ্ছে শ্রীলঙ্কা। পরের রাউন্ডে দুটি জায়গার জন্য এই গ্রুপে শ্রীলঙ্কার লড়াই মূলত দক্ষিণ আফ্রিকা ও বাংলাদেশের সঙ্গে। গত মার্চেই বাংলাদেশে এসে টি-টোয়েন্টি সিরিজ জেতার সুখস্মৃতি আছে শ্রীলঙ্কার। টি-টোয়েন্টিতে ফেবারিট বলে কিছু না থাকলেও কখনো কখনো ভারে কাটে। শ্রীলঙ্কার এই দলে তেমন ভারী নামই নেই। তবে ধারে কাটতে পারে ভালোই।

স্কোয়াড

ওয়ানিন্দু হাসারাঙ্গা
অধিনায়ক, অলরাউন্ডার
অ্যাঞ্জেলো ম্যাথুস
অলরাউন্ডার
কুশল মেন্ডিস
উইকেটকিপার-ব্যাটসম্যান
চারিত আসালাঙ্কা
বাঁহাতি ব্যাটসম্যান
পাতুম নিশাঙ্কা
ব্যাটসম্যান
কামিন্দু মেন্ডিস
স্পিন-বোলিং অলরাউন্ডার
সাদিরা সামারাবিক্রমা
উইকেটকিপার-ব্যাটসম্যান
দাসুন শানাকা
অলরাউন্ডার
ধনাঞ্জয়া ডি সিলভা
অলরাউন্ডার
মহীশ তিকশানা
অফ স্পিনার
দুনিত ভেল্লালাগে
বাঁহাতি স্পিনার
দুষ্মন্ত চামিরা
পেসার
নুয়ান তুষারা
পেসার
মাতিশা পাতিরানা
পেসার
দিলশান মাদুশঙ্কা
বাঁহাতি পেসার

এনডিএ সরকার বেশিদিন টিকবে না, ক্ষমতায় আসবে 'ইন্ডিয়া': মমতা

▶ *প্রথম পাতার পর*
মমতা বলেন, তৃতীয় বার মোদী সরকারের হাতে পর্যাপ্ত সংখ্যা না থাকায় সংসদে তাদের চেপে ধরার কোনও সুযোগ ছাড়বে না তৃণমূল। জাতীয় নাগরিক পঞ্জি (এনআরসি), অভিন্ন দেওয়ানি বিধির (ইউসিসি) মতো ক্ষেত্রে সরকারের তুমুল বিরোধিতা করা হবে।
তিনি বলেন, এই লোকসভা আগের দুটি লোকসভার মতো হবে না, যেখানে তারা বিজেপি একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা থাকার কারণে বিল পাস করেছিল। আমরা বসে থাকার জন্য সংসদে যাচ্ছি না । আমরা সিএএ, এনআরসি বাতিলের দাবিতে সোচ্চার হব। আমরা কোনও এনআরসি বা অভিন্ন দেওয়ানি বিধি চাই না। আমরা রাজ্যের বকেয়া টাকা দেওয়ার দাবি তুলব। তা মেটাতেই হবে। ভুয়ো এক্সিট পোল ব্যবহার করে কীভাবে শেয়ার বাজারকে প্রভাবিত করা হচ্ছে, তা নিয়েও তদন্তের দাবি জানিয়েছেন তৃণমূল নেত্রী।
তৃণমূল সাংসদদের বৈঠকে সর্বসম্মতিক্রমে তৃণমূলের সংসদীয় দলের চেয়ারপার্সন নির্বাচিত হন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।
সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায় লোকসভার দলনেতা এবং কাকলি ঘোষ দস্তিদার লোকসভায় দলের উপনেতা হবেন। কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় চিফ সচেতক হবেন। রাজ্যসভায় তৃণমূলের দলনেতা হবেন ডেরেক ও'ব্রায়েন এবং উপনেতা হবেন সাগরিকা ঘোষ। চিপ হুইপ হবে নাদিমুল হক। বহরমপুরে জয়ী ইউসুফ পাঠানকে 'জায়ান্ট কিলার' বলে উল্লেখ করেন।
পশ্চিমবঙ্গে তৃণমূল কংগ্রেস ২৯টি, বিজেপি ১২টি এবং কংগ্রেস একটি আসনে জয়ী হয়েছে।
মমতা বলেন, নির্বাচন কমিশনের সঙ্গে বিজেপি যদি মৌন বোঝাপড়া নিয়ে নির্বাচন প্রক্রিয়া অবাধ ও সুষ্ঠু হতে দিত, তাহলে আমাদের আসন সংখ্যা ৩৫-এ পৌঁছে যেত। কিন্তু বিজেপি সব উপায় অবলম্বন করেছে, যাতে অনেক আসনে মানুষের রায়ের প্রতিফলন না ঘটে।
তৃণমূল সুপ্রিমো জানান, বিধানসভা আসনের নিরিখে ২০১৯ সালের লোকসভা নির্বাচনে ১৬১টি বিধানসভায় এগিয়ে ছিল তৃণমূল। বিজেপি এগিয়ে ছিল ১২১টি আসনে। ২০২৪ সালের লোকসভা নির্বাচনে তৃণমূল ১৯২টি বিধানসভা আসনে তৃণমূল এগিয়ে রয়েছে, আর বিজেপি ৯৯টি আসনে বলে এদিন জানান মমতা।
এবারে বিজেপি ২৪০টি লোকসভা আসন জিতলেও এনডিএ পেয়েছে ২৯৩টি আসন, যা ৫৪৩ সদস্যের বিধানসভায় সংখ্যাগরিষ্ঠতার ২৭২টি আসনের চেয়ে স্বাচ্ছন্দ্যে বেশি, যা মোদীর টানা তৃতীয়বারের জন্য শপথ নেওয়ার পথ প্রশস্ত করেছে, যা ১৯৬২ সালের পর কোনও ক্ষমতাসীন জোটের জন্য প্রথম। বিরোধী ইন্ডিয়া ব্লকও এবার ২৩৪টি আসন পেয়ে চমকপ্রদ লাভ করার পরে উজ্জীবিত।

মাহমুদউল্লাহকে বাদ দিতে চেয়েছিল বাংলাদেশ, বিশ্বাস হচ্ছে না হার্শা ভোগলের

আপনজন ডেস্ক: ১৩ বলে ১৬ রানে অপরাজিত—খুব বড় কোনো ইনিংস নয়। তবে শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে মাহমুদউল্লাহর এই ছোট্ট ইনিংসই ছিল বিশেষভাবে কার্যকর। রানতাড়ায় শেষ দিকে পা পিছলে যাওয়া বাংলাদেশ দল যে শেষ পর্যন্ত ২ উইকেটের জয় নিয়ে মাঠ ছাড়তে পেরেছে, তাতে ৭ নম্বরে নামা অভিজ্ঞ এ ব্যাটসম্যানই শেষ দিকে হাল ধরার কাজটি করেছেন। চাপের মুখে টেল এন্ডারদের নিয়ে মাহমুদউল্লাহর ম্যাচ বের করে নেওয়া ব্যাটিংয়ে মুগ্ধ হয়েছেন হার্শা ভোগলে। ভারতের এ ধারাভাষ্যকার বিস্ময় প্রকাশ করে বলেছেন, তাঁর বিশ্বাস হচ্ছে না, এমন ব্যাটিং-সামর্থ্যের একজনকে বাংলাদেশ দল বাদ দেওয়ার চেষ্টা করেছিল। মাহমুদউল্লাহর পাশাপাশি তাওহিদ হৃদয়েরও প্রশংসা করেছেন ভোগলে। কথা বলেছেন লিটন দাসের রান করা নিয়েও।
ডালাসের গ্র্যান্ড প্রেইরি স্টেডিয়ামে শ্রীলঙ্কার ১২৪ রান তাড়ায় বাংলাদেশের হয়ে সর্বোচ্চ রান করেন হৃদয়। ওয়ানিন্দু হাসারাঙ্গাকে টানা তিন বলে ছক্কা মারা হৃদয় ২০ বলে খেলেন ৪০ রানের ইনিংস। চতুর্থ উইকেটে লিটন দাসের সঙ্গে জুটিতে ৬৩ রান যোগ করেন হৃদয়। তিনে নামা লিটন ৩৮ বলে করেন ৩৬ রান। রানখরার মধ্যে থাকা লিটন টি-টোয়েন্টিতে পাঁচ ইনিংস পর ৩০ ছাড়ানো ইনিংস খেললেন। হৃদয় ও লিটনের প্রশংসা করে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম এক্সে ভোগলে লিখেছেন, 'তাওহিদ হৃদয়ের ব্যাপারে অনেক শুনেছি এবং সেসব মোটেও অতিরঞ্জিত নয়। তাকে দেখে বিশেষ খেলোয়াড়ই মনে হয়। কিন্তু বাংলাদেশের জন্য লিটন দাসের ফর্মে ফেরা গুরুত্বপূর্ণ। কারণ, আমি বিশ্বাস করি, সাদা বলে সে তাদের সেরা ব্যাটসম্যান।'
ভোগলের আরেকটি পোস্টে উঠে এসেছে মাহমুদউল্লাহকে নিয়ে বিস্ময়। সর্বশেষ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে ফর্মের কারণে দলে জায়গা পাননি মাহমুদউল্লাহ। ৩৮ বছর বয়সী এই ব্যাটসম্যান গত বছরের ওয়ানডে বিশ্বকাপের আগেও দলে নিয়মিত ছিলেন না। তাঁর আন্তর্জাতিক ক্যারিয়ার নিয়ে ছিল অনিশ্চয়তা। আজ ডালাসে শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে মাহমুদউল্লাহর হাল ধরা ব্যাটিংয়ের পর সে ঘটনার দিকে ইঙ্গিত করে ভোগলে লিখেছেন, 'বিশ্বাসই হচ্ছে না, কিছুদিন আগেও এই মাহমুদউল্লাহকে বাদ দেওয়ার কথা ভাবছিল বাংলাদেশ।'
গ্রুপ পর্বে বাংলাদেশ তাদের পরবর্তী ম্যাচ খেলবে ১০ জুন, নিউইয়র্কে, প্রতিপক্ষ দক্ষিণ আফ্রিকা। গ্রুপে বাংলাদেশের শেষ দুটি ম্যাচ ১৩ ও ১৭ জুন, নেদারল্যান্ডস ও নেপালের বিপক্ষে।

বিশ্বকাপ বাছাইয়ের ম্যাচে ১০ নম্বর জার্সি পরে খেলেছিলেন রদ্রিগো। এবার কোপা আমেরিকাতেও তার ১০ দশ নম্বর জার্সি পরার আশা প্রকাশ করে সোশ্যাল মিডিয়ায় পোস্ট করেছেন তার সমর্থকরা।

নেইমারের ইন্টার মায়ামিতে খেলার সম্ভাবনা নিয়ে যা বললেন মেসি

আপনজন ডেস্ক: কদিন আগেই এক সাক্ষাৎকারে মেসিকে নিজের বন্ধু এবং আয়না বলে মন্তব্য করেছিলেন নেইমার। বলেছিলেন দুজনের গভীর বন্ধুত্বের কথাও। দুজনের অবস্থান বর্তমানে পৃথিবীর দুই মহাদেশে। তবে তাঁদের সম্পর্ক আগের মতোই অটুট আছে বলে জানিয়েছিলেন নেইমার।
এবার মেসিও কথা বলেছেন নেইমারের সঙ্গে নিজের সম্পর্ক নিয়ে। সাংবাদিক ও টেলিভিশন ব্যক্তিত্ব হোয়াকিন আলভারেজকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে নেইমারের সঙ্গে সম্পর্ক এবং ইন্টার মায়ামিতে দুজনের জুটি বাঁধার সম্ভাবনা নিয়ে কথা বলেছেন মেসি।
নেইমারের সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ হয় জানিয়ে মেসি বলেছেন, 'আমার এবং নেইমারের প্রায়ই কথা হয়। এমনকি লুইস সুয়ারেজসহ আমরা তিনজন গ্রুপ চ্যাটে একসঙ্গে কথা বলি। নেই (নেইমার) শুদ্ধ স্প্যানিশে কথা বলে। তাকে দলে (ইন্টার মায়ামিতে) টানা নিয়ে বার্তা? নাহ্, আমি জানি না।'বিষয়টা কতটা কঠিন, তা জানিয়ে মেসি আরও বলেছেন, 'সত্যি হচ্ছে, বিষয়টা এখন কঠিন। সে এখন সৌদি আরবে। আমার ধারণা, সেখানে এখনো তার চুক্তির এক বছর বাকি আছে। সে কঠিন একটা বছর পার করেছে, যেখানে সে লম্বা সময় ধরে চোটে পড়েছে। বিষয়টা এখন কঠিনই।' মেসি-নেইমারের জুটি বাঁধা এই মুহূর্তে কঠিন হলেও ভবিষ্যতে যেকোনো কিছু হতে পারে উল্লেখ করে আর্জেন্টাইন অধিনায়ক বলেছেন, 'এরপর, আমি জানি না।

কুরবানীর ব্যবস্থা

আলহামদুলিল্লাহ গত উনিশ থেকে মাদ্রাসায় কুরবানীর খিদমত-এর ব্যবস্থা করিয়া থাকে। এ বছরেও কুরবানীর ব্যবস্থা করা হইয়াছে। যে সমস্ত ভাইয়েরা অসুবিধার কারণে কুরবানী করিতে পারবেন না, তাহারা আমাদের মাদ্রাসায় কুরবানী করিতে পারবেন।
১) একভাগ ২,০০০/- (দুই হাজার) টাকা, পুরো ১৪,০০০/-
২) একভাগ ৩,০০০/- (তিন হাজার) টাকা
পুরো কুরবানী ২১,০০০/- (একুশ হাজার) টাকা।

কুরবানীর পরে কুরবানীর মাংস গরিব মানুষদের মধ্যে বিতরণ করা হয় ও মাদ্রাসার ছাত্রদের দেওয়া হয়।

টাকা পাঠাতে হবে নিম্নোক্ত ব্যাক অ্যাকাউন্টে
DARUL ULOOM TAJWEDUL QURAN
SBI AC No. 31095623661, IFSC: SBIN0001451
সভাপতি: মুফতি লিয়াকাত সাহেব ও হাজী ইউসুফ মোল্লা
সম্পাদক: মাওলানা ইমাম হোসেন মাযাহেরী, হাজী আব্দুল্লাহ সাহেব।
ফোন নং- 9830401057
দারুল উলুম তাজবিদুল কুরআন
পোস্ট- চৌহাটি, থানা- সোনারপুর, কলকাতা-১৪৯

মুদ্রক, প্রকাশক ও স্বত্বাধিকারী জাইদুল হক কর্তৃক ৯৪/২ কলিন স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১৬ থেকে প্রকাশিত ও সমর প্রিন্টেক, ২৯ তপসিয়া রোড সাউথ, কলকাতা-৭০০০৪৬ থেকে মুদ্রিত। **সম্পাদকীয় দফতর:** আপনজন পাবলিকেশন, ৬ কিড স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১৬। সম্পাদক: জাইদুল হক।
Printed, Published and owned by Zaidul Haque, Published from 94/2 Collin Street, Kolkata-700016, Printed at Samar Printech, 29 Topsia Road South, Kolkata-700046. **Editorial Office:** 6 Kyd Street, Kolkata-700016. M: 9748892902 **Editor: Zaidul Haque**